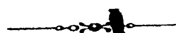
# রাবেয়া।

( নাটক )



শ্রীবীরেন্দ্র নাথ রায়
প্রণীত।



প্রকাশক

শ্রীবিনোদবিহারী বিশ্বাস

চিথলিয়া—নদীয়া।



ফাল্গুন, ১৩১৬।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

কলিকাতা,
২৫নং রায়বাগান ষ্ট্রীট্‌, ভারতমিহির যন্ত্রে,
শ্রীমহেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা
মুদ্রিত।

# উপহার।

কায়স্থ-কুল-গৌরব

পরম শ্রদ্ধাস্পদ

প্রাচ্যবিদ্ছিরোমণি

পণ্ডিতপ্রবর

**শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু**

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব

মহাশয়ের

করকমলে

অকৃত্রিম শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ

এই নাটকখানি

সমর্পণ করিলাম।

# গ্রন্থকারের নিবেদন।

'উম্ অল্ খয়ের রাবেয়া' মোস্‌লেম সুফী সম্প্রদায়ে বিশেষ পূজনীয়া ঐতিহাসিক মহিলা। কিন্তু এই নাটকের সহিত ইতিহাসের সম্বন্ধ অতি অল্প। আমি কল্পনাকে স্বেচ্ছাধীন পরিচালিত করিয়াছি, ইতিহাসের অনুসরণ করি নাই। তবে রাবেয়ার মহিমান্বিত জীবনীর মূল উপজীব্য তাঁহার অমৃতময়ী 'প্রার্থনা' গুলির মধ্যে কয়েকটী সুবিখ্যাত 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত সুলেখক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'রাবেয়া' নামক প্রবন্ধ হইতে প্রায় যথাযথ গ্রহণ করিয়াছি। কেবল নাটকীয় ভাব-সৌকর্য্যার্থ উহার অংশবিশেষ মৎকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত বা সামান্য পরিবর্ত্তিত এবং কয়েকটী স্তবগীতাকারে গ্রথিত হইয়াছে।

অপর এই পুস্তকে উদ্ধৃত পারস্যকবি ওমর খৈয়ামের 'রুবায়াৎ'গুলি স্বনামধন্যা শ্রীযুক্তা সরলা দেবী বি, এ, মহাশয়ার উক্ত 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী হইতে গৃহীত। ফলতঃ এই নাটকখানি রচনা সম্বন্ধে আমি উপরিনির্দ্দিষ্ট শ্রদ্ধাস্পদ লেখিকা ও লেখক মহাশয় এবং 'ভারতী'র কর্ত্তৃপক্ষ-মহাশয়গণের নিকট বিশেষ ঋণী। অগণ্য ধন্যবাদের সহিত তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে বঙ্গবাসী কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক প্রথিতনামা সাহিত্যিক পূজনীয় শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, ও মদীয় অকৃত্রিম সুহৃদ্ পরমাত্মীয় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র রায় মহাশয়দ্বয় এই পুস্তকের আবশ্যকীয় সংশোধনাদির দ্বারা আমাকে চিরবাধিত করিয়াছেন। তাঁহা-দিগের প্রতি আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা ভাষায় প্রকাশিত হইবার নহে।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায়।



# নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

## পুরুষ।

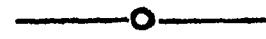
| | |
|---|---|
| ইস্‌মাইল ··· ··· ··· | জনৈক দরিদ্র গ্রাম্যশিক্ষক। |
| মোহসীন্ ··· ··· ··· | গ্রাম্য ধনি-সন্তান, ঐ শিষ্য। |
| আব্‌দুল ··· ··· ··· | ঐ বন্ধু। |
| ইউসুফ ··· ··· ··· | আব্‌দুলের শ্বশুর। |
| সলিমান্ ··· ··· ··· | বসোরানিবাসী জনৈক আমীর। |
| নসেরুল্লা ··· ··· ··· | ঐ পুত্র। |
| এব্রাহিম ··· ··· | জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, সলিমানের বন্ধু |
| আহ্‌সান্ ··· ··· ··· | ঐ পুত্র। |
| বেদুইন্ দস্যুপতি ··· ··· | আরব্যের স্বনামখ্যাত দস্যু-সম্প্রদায়ের জনৈক নেতা। |
| সাথাওৎ ··· ··· ··· | জনৈক প্রধান দস্যু। |
| আস্‌গর ··· ··· ·· | দস্যুপতির পালিত দাস। |

দালাল, হকিম, মাতাল, দস্যু ও দস্যুবালকগণ, গ্রামবাসিগণ, ব্যাপারিগণ, বান্দাগণ, নাগরিকগণ, দরবেশগণ ইত্যাদি।

## স্ত্রী।

| | | | |
|---|---|---|---|
| রাবেয়া··· | ··· | ··· | ইস্‌মাইলের কন্যা |
| সোফিয়া··· | ··· | ··· | ইউসুফের কন্যা, পরে আবদুলের পত্নী। |
| আবদা··· | ··· | ·· | দস্যুপতির কন্যা। |
| আমীনা··· | ··· | ··· | সলিমানের কন্যা। |
| দিলজান··· | ··· | ··· | ঐ জনৈকা বাঁদী। |

বাঁদীগণ, ভিখারিণীদ্বয় ইত্যাদি।



সংযোগস্থল—আরব্যের মরুসান্নিহিত কোন পল্লী,

বেদুইন্ দস্যু-শিবির ও বসোরা নগরী।





# রাবেয়া।

## প্রথম অঙ্ক।

### প্রথম দৃশ্য।

ইস্মাইলের কুটীর।

কাল—প্রভাত।

প্রাঙ্গণে বৃক্ষতলে ইস্মাইল, কুটীরালিন্দে
রাবেয়া উপবিষ্টা।

ইস্মাইল। "অকনূন্কে জহান্রা বখূশী দস্ত্ রসীদ্
হরজিন্দা দিলেরা সওে সহরা হোবসীস্ত্।
বর্ হর্ শাখে তল্ মূসা দস্তীস্ত্
দর্ হর্ নফ্সে ঈসা নফ্সীস্ত্॥

আজ প্রতি কুসুমিত শাখায় মূসার শ্বেতহস্তের আবির্ভাব হইয়াছে, প্রতি সমীরণে ঈসার সঞ্জীবন শ্বাস-কম্পন অনুভূত হইতেছে। আজ বিশ্বের প্রাণ সুখময়—তাই প্রতি জীবন্ত হৃদয়ের কামনা আজ মরুদেশাভিমুখে ছুটিয়াছে।"

রাবেয়া। বাবা!

ইস্। কি মা?

রাবেয়া। কবিতায় কি কবিকে বোঝা যায়?

ইস্। চেষ্টা ক'র্‌লেই যায়।

রাবেয়া। কি ক'রে বুঝ্‌ব? যে মহাকবি খৈয়াম এই মহান্ সৌন্দর্য্য-বিভূষিত বিশ্ব-প্রকৃতির মাধুর্য্য উপভোগ, কেবল মদিরা ইত্যাদির সাহায্যেই সর্ব্বদা কল্পনা ক'রেছেন, তাঁর মুখে মূসার শ্বেত হস্ত ও ঈসার সঞ্জীবন শ্বাসে সেই প্রকৃতির পূর্ণত্বের বিকাশ-কল্পনা শুনে, সম্পূর্ণ দু'টী বিরুদ্ধবাদের মধ্যে তাঁকে কি ক'রে চিনে নেব?

ইস্। কবি যত কথাই বলুন, বাহ্য দৃষ্টিতে বিরুদ্ধ ব'লে বোধ হ'লেও তার মধ্যে একটী সূক্ষ্ম একাত্মতা আছে। কিন্তু মা, সেই সূক্ষ্ম-বোধ—সেই সমন্বয় সমীকরণ, অতি দুরূহ; কাব্যে আত্যন্তিক অনুরাগ আকর্ষণ ব্যতীত তা অধিগম্য হয় না। কবিতা কবিহৃদয়েরই স্বাভাবিক উৎস—তারই অন্তরের অভিব্যক্তি বটে! তবে অনেক সময়েই মূল্যবান্ রত্নসমূহ অসার বস্তু দ্বারা বাহ্যিক আবৃত থাকে। অভিজ্ঞ রত্ন-বণিকের দৃষ্টিই সেই আবরণ ভেদ ক'রে রত্নের অস্তিত্ব সন্ধান পায়! অনভিজ্ঞের সাধ্য কি? যত্ন ও চেষ্টাই অভিজ্ঞতার মূল। কাব্যের মধ্যে কবিকে বুঝ্‌তে চাচ্ছ!—অনুসন্ধান কর, যত্ন কর, অবশ্যই সময়ে উপায় দেখ্‌তে পাবে।

রাবেয়া। কিন্তু কবিকে বুঝেই বা লাভ কি?

ইস্। কবিতা বুঝ্‌তে পার্‌বে! কবিকে বোঝ—কাব্য বুঝ্‌বে, কাব্য বোঝ কবিকে বুঝ্‌বে। আর সেই বোধেই যথার্থ কাব্য-

জগতের দ্বারাবরণ তোমার চক্ষু হ'তে সম্পূর্ণ রূপে অপসারিত হবে। সংসারে সমস্তই স্বপ্ন; যদি কিছু সেই স্বপ্নের মাধুর্য্য থাকে—তা কবিত্ব ও কাব্য! সে মাধুর্য্য যে উপভোগ ক'র্তে পারে—নরকুলে সেই ধন্য! তারই জীবন-স্বপ্ন উপভোগ্য।

রাবেয়া। কিন্তু দারিদ্র্য যে এ মাধুর্য্য উপভোগের বিষম বাধা!

ইস্। কেন মা, আমরা অতি দরিদ্র হ'লেও ত আমাদের জ্ঞানালোচনায় কখন বাধা উপস্থিত হয় নাই!

রাবেয়া। আমাদের কথা স্বতন্ত্র। তুমি শিক্ষোপজীবী, কাজেই সর্ব্বদা কাব্যালোচনার অবসর প্রাপ্ত হও। কিন্তু সকলের ত এ সুবিধা নেই।

ইস্। ভুল ব'ল্‌লি মা! মানুষের দেহের সঙ্গে খাদ্যের সম্বন্ধ —আত্মার সহিত কাব্যের সম্বন্ধ। অবশ্য আত্মাও দেহে সংশ্লিষ্ট, কিন্তু তাই ব'লে তার শক্তি শুধু দেহেই সম্পূর্ণ রূপে নিরুদ্ধ নয়। তার স্বাধীন চিন্তার পথ সদাই উন্মুক্ত। আত্মা অসীম ক্ষমতার আধার। সে ক্ষমতার সামান্য অংশই দেহ পোষণের জন্য প্রয়োজন। অবশিষ্টের দ্বারা বিরাট্ সাধনা সিদ্ধ হ'তে পারে। অজ্ঞ মানব এই অসীম ক্ষমতার প্রসার উপলব্ধি ক'রতে না পেরেই তার অপব্যবহার করে। দেখ, জগতে এ পর্য্যন্ত যত সাধক—যত কবি দেখা গিয়েছে প্রায় সকলেই দরিদ্র, তা'তে ত তাঁ'দের সাধনার কোন বাধা হয় নাই! আরও প্রায়শঃ দেখা যায়, দীন সাংসারিক ভোগে দরিদ্র হ'লেও অন্তরে মহৎ! ধনী ভোগে প্রধান—অন্তরে দরিদ্র। অন্তরের বিশুদ্ধতাই মানব-জীবনে প্রকৃত সুখশান্তির নিদান।

রাবেয়া। সে ত তোমার সেই গানটীতেই দীনজীবনের চরমোৎকর্ষের কারণ কল্পনা ক'রেছ। গানটী আমার বড় মিষ্ট লাগে! গাইব?

ইস। গাও!

রাবেয়া। গীত।

দীন-জীবন ধন্য হে নাথ,
কাতরে সদা সে ডাকে তোমায়!
কর দীন হ'তে দীন, অনশনে ক্ষীণ,
নিরুপায়ে যেন খুঁজি তোমায়!

কর শোক-মলিন ব্যথিত প্রাণ,
রোগ-তাপিত বেদনা দান,
ভগ্ন হৃদয় করহ শূন্য
ধন্য হব হে তব কৃপায়!
দীন-জীবন ধন্য হে নাথ,
কাতরে সদা সে ডাকে তোমায়!

আন প্রেম-স্বপনে প্রিয়-ব্যভিচার,
প্রীতি বাঁধনে অসূয়া-বিকার,
বন্ধন যত করহ ছিন্ন
ধন্য হব হে তব কৃপায়!
দীন-জীবন ধন্য হে নাথ,
কাতরে সদা সে ডাকে তোমায়!

কর লুব্ধ-পরাণ বিষাদময়,
দেহ মুগ্ধ-জীবনে মরণ ভয়,
কঠোর পীড়নে আনহ দৈন্য
ধন্য হব হে তব কৃপায়!
দীন-জীবন ধন্য হে নাথ,
কাতরে সদা সে ডাকে তোমায়!

হাঁ বাবা! যদি সত্যই তেমন হয়, তবে কি তুমি সুখী হও? আমি ত তোমার একমাত্র বন্ধন! ছিন্ন হ'লে?—

ইস্। মা, দুর্ব্বল মানব আমি, প্রাণে ক্ষণ-বৈরাগ্যোদয়ে গান লিখেছি; সত্য হ'লে কি করি—তা কেমন ক'রে ব'ল্‌ব; কল্পনায়—বাস্তবে প্রভেদ বিস্তর। ভাব্‌তে গেলেও যে ভয় করে মা!

রাবেয়া। তবে ও সব কথা লেখ কেন? নাও বেলা হ'ল, খাবে এস।

ইস্। একটুকু কাজ আছে, এসে খাব এখন।

রাবেয়া। বেশী দেরী হবে কি?

ইস্। খুব নয়, তবে কিছু বটে।

রাবেয়া। তবে আমি আর সব ঘরকন্না সেরে, জল নে আসি?

ইস্। তা এস।

উভয়ের প্রস্থান।

—০—

## দ্বিতীয় দৃশ্য।

প্রস্রবণ-সন্নিহিত পথ।

কাল—পূর্ব্বাহ্ণ।

### কলসী-কক্ষে সোফিয়ার প্রবেশ।

সোফিয়া। গীত।

লহরে দুল্‌ছে কমল প্রেম-মলয়ার পরশ পেয়ে।
ধীরে তার পাঁপড়িগুলি খুল্‌ছে নয়ন বাস ছড়িয়ে।
এখন লাজুক কলি চাহে নাই আঁখি তুলি,
এই বেলা আয় রসিক অলি, মধু চা'রে গুণ্‌গুণিয়ে

### কলসী-কক্ষে রাবেয়ার প্রবেশ।

রাবেয়া। সোফিয়া লো সই! বহুদিন দেখি নাই
তোরে, কোথা ছিলি এত দিন?

সোফিয়া। তোরেও ত
দেখি নাই সই, তুই বা কোথায় ছিলি?

রাবেয়া। আমি কোথা যাব!

সোফিয়া। আমিই বা কোথা যাব?

রাবেয়া। তবে কেন যাস নাই কুটীরে মোদের?

সোফিয়া। তুমিই বা গেছ কোন্ আমাদের ঘরে?

রাবেয়া। তাই অভিমান! সই, বল অবসর
কোথা পাব? যাই যদি ভ্রমিতে কোথাও,
ক্লেশ পাবে অতিশয়, বৃদ্ধ পিতা মোর।

সোফিয়া। কেন, পিতা কি মোদের নাই?

রাবেয়া। আছে, তবে

প্রভেদ র'য়েছে ! প্রভাতে উঠিয়া যবে,
পিতা তব যায় চলি দৈনিক কার্য্যেতে ;
দিদি মা তোমার, অন্নপানি দেয় তারে
আদর করিয়া। দিদি মা ত নাই মোর,
ঘুমায়ে রহিলে আমি, সই, উপবাসে
কাটিবে অধিক দিন পিতার আমার।
অপরাহ্নে কর্ম্মক্লান্ত জনক তোমার,
অবসাদ-ক্লিষ্ট-প্রাণে ফিরে যবে গৃহে,
হাসি হাসি মুখে তব জননী আসিয়া,
মুছাইয়ে শ্রমবারি—প্রীতিপূর্ণ ভাষে
সাদরে কহিয়া কত মধুমাখা বাণী,
ক্লান্তি নাশি' কমকরে কোমল ব্যজনে,
তৃপ্ত করে তায়—রসনা-রসাল ভোজ্য
পানীয় দানিয়া। খোঁজেনা তোমারে কেহ !
সই সই, হায়—জননী ত নাই মোর ;—(অশ্রুমোচন)
( আমি না সেবিলে তাঁরে কে বল সেবিবে ? )
সায়াহ্নের আধছায়ে পরিজন সহ,
কুটীর-প্রাঙ্গণে বসি' জনক তোমার,
রহে যবে কলহাস্যে আনন্দ-বিভোর,
থাক বা না থাক তুমি অভাব না হয় ;
কিন্তু শ্রান্ত-দিবসের শয়ন সময়,
আমি মাত্র আছি তাঁর বিষাদ ঘুচাতে।
পিতা শুধু খেটে আনে, আমি রেঁধে দেই ;
শ্রমজল ঝরে তাঁর, আমি মুছে দেই ;

পিতা বাঁধে গৃহখানি, আমি তা সাজাই ;
পিতা রোপে তৃণপুঞ্জ, আমি তা বাড়াই।
পিতা ফিরে দ্বারে দ্বারে, আমি ঘরে রই,
পিতার শুধুই আমি, আমার(ও) ত সেই।

সোফিয়া। বটে লো, তাই!
আমি বলি আর (ও) কিছু করিস তুই কামাই!
তুই নার্‌লে কে ক'র্‌বে, কেউ নেই তোর ঘরে,
আপন কাজ কি কা' কভু ক'রে দেয় লো পরে?
সাচ্চা কথা ব'ল্‌লে পরে গায়ে বাঁধ্‌বে ঝাল,
তাই বলি না, কাজ কি মেনে খেয়ে মিছে গাল।
মা ম'রেছে জ্ঞানের আগে, বাপ ক'রেছে বড় ;
আঁধার ঘরের চাঁদ তুই তাই অত বেহুর।
ওসরেতে যাস্‌নে কোথা, ব'ল্‌তে সেটা বাধে,
কাজের ছুতো শুন্‌তে ও বল, কে তোরে বা সাধে?
যা—যা—যা ঘরে যা লো, কথায় সময় গেল,
দেখ্‌গে যা তোর কাণাকড়ি বাপের কসুর হ'ল!

রাবেয়া। রাগ ক'র্‌লি ভাই?
প্রাণে কারও ব্যথা দিয়ে কথা ব'ল্‌তে নাই!
দোষ যদি হয় ঘাট মান্‌ছি, ক্ষমা ঘেন্না চাই,
রাগ্‌লে তোরা মনের মাঝে সত্যি ব্যথা পাই।

সোফিয়া। নে—নে—নে কথার ঘটা রাখ্‌লো এখন চেপে ;
দিন-ভিখারীর মেয়ে, তারে কথা কইব মেপে?—
ও মা কি ঘেন্না!—

প্রস্থান।

মোহসীনের প্রবেশ।

মোহ। রাবেয়া!

রাবেয়া। কে মোহসীন্?

মোহ। সোফিয়া তোমায় গাল্ দিল কেন?

রাবেয়া। কি জানি, হয়ত আমি তারে কিছু অন্যায় ব'লেছি।

মোহ। হয়ত ব'লেছ? না তুমি কখন অন্যায় বলনি; অন্যায় কারে বলে তা তুমি জান না। সোফিয়া বড় মুখরা।

রাবেয়া। তা হবে। সবাই ত ঐ রকম বলে, গরীবের মেয়ের সঙ্গে আবার কি ক'রে কথা কইতে হয়? তা সোফিয়ার দোষ কি? তুমি যাচ্ছ কোথা?

মোহ। গুজব শুন্লুম, বেদুইন্রা লুট্তে আস্‌ছে; তাই লড়াই দিতে যাচ্ছি।

রাবেয়া। ওমা বেদুইন্! বাবার কাছে শুনি বটে; তা'রা কি গা?

মোহ। দুর্দ্দান্ত আরব, এই আমাদেরই মত মানুষ।

রাবেয়া। মানুষ! তবে তা'রা মানুষ ধরে কেন?

মোহ। বিক্রী করে, ধনীরা কিনে বান্দা বাঁদী করে।

রাবেয়া। তা'রা কি সবাকেই ধরে, বুড়ো মানুষকেও ধরে; যার আর কেউ নেই তারেও ধরে?

মোহ। সবাইকে ধরে।

যুবা বৃদ্ধ বালক বালিকা, শিশু প্রৌঢ়া
যুবতী বাছে না! নিষ্ঠুর বর্ব্বর দস্যু,
পূরাইতে পৈশাচিক ধনীর কামনা,
অর্থলোভে কার্য্যাকার্য্য করে না বিচার।

দয়া মায়া সুকোমল বৃত্তি সমুদয়,
লেশ মাত্র হৃদয়েতে নাহিক তা'দের।
অনা'সে কাড়িয়া লয়, জননীর ক্রোড়
হ'তে স্নেহের দুলাল, কিম্বা নন্দনের
পাশ হ'তে চিরপূজ্য জনক জননী।

রাবেয়া। যদি কেউ যেতে না চায়, কেউ যদি বাধা দেয়?

মোহ। সজোরে বাঁধিয়া লয়,
নহে অসিধারে মুক্ত করে পথ।

রাবেয়া। তবে তুমি যাচ্ছ, তোমায় ধ'র্‌বে না?

মোহ। ( অসি দেখাইয়া ) এ থাকৃতে পার্‌বে না।

রাবেয়া। তা হ'ক, কাজ কি গিয়ে?

মোহ। আমি তা'দের বাধা দেব! গ্রামের বহু যুবক চ'লেছি; আমরা দাঁড়িয়ে থাকৃতে, তা'রা গাঁ লুট্‌তে কি কাউকে ধ'র্‌তে পার্‌বে না।

রাবেয়া। তবে যাও।

মোহ। তাই যাচ্ছি! তোমায় একটা কথা ব'ল্‌তে এলুম। এখন ঘরে যেও না, এইখানে কোথাও লুকিয়ে থাক। সন্ধ্যার মধ্যেই বেদুইন্‌দের যা হয় শেষ হ'য়ে যাবে, তার পর ঘরে যেও।

রাবেয়া। এখন গেলে?

মোহ। যদি আমরা তা'দের সঙ্গে না পারি, তবে তা'রা গ্রাম লুট্‌বে। তোমায় যদি পায়, তবে?—

রাবেয়া। তবে আমার বাবার কি হবে, তারে যদি পায়?

মোহ। তিনি পুরুষ, লড়াই ক'র্‌তে পার্‌বেন, লুকোতে পার্‌বেন, তাঁর জন্য ভয় কি? তুমি লুকোও।

রাবেয়া। না তা সে পার্‌বে না, আমি ঘরে যাই !

মোহ। না না যেও না, কথা শোন, তুমি লুকোও।

রাবেয়া। না তুমি যাও, লুকোতে হয় তারে নে লুকোব।

প্রস্থান।

মোহ। রাবেয়া ! রাবেয়া !

নেপথ্যে রাবেয়া। না তুমি যাও।

বেগে আব্‌দুলের প্রবেশ।

আব্‌। মোহসীন্‌ ! মোহসীন্‌ ! ঐ তা'রা আস্‌ছে।

মোহ। কই, কই ?

আব্‌। ওই উড়্‌ছে ধূলোর রাশি মাঠের মাঝে মেঘের মত,
ঘোড়ার খুরে দেশ কাঁপিয়ে আস্‌ছে ডাকাত শত শত।

মোহ। চল তবে আমরা ও যাই, সবে রণরঙ্গে হব রত ;
হয় মার্‌ব তাড়িয়ে দেব, নয়ত আজই হব হত।

উভয়ের বেগে প্রস্থান।

—o—

## তৃতীয় দৃশ্য।

ইস্‌মাইলের কুটীর।

কাল—মধ্যাহ্ন।

ইস্‌মাইলের প্রবেশ।

ইস্‌। রাবেয়া, রাবেয়া ! কি বিপদ, কোথা গেল ? রাবেয়া, রাবেয়া ! ঘরে কি নেই ? (পশ্চাতে দেখিয়া) ঐ—ঐ তা'রা

এল! হে খোদা, রক্ষা কর! আমি গেলে রাবেয়ার কেউ থাক্‌বে না। কে তারে এনে দেবে, কে তারে খেতে দেবে, কে তারে দেখ্‌বে? সে আমার পাখীর ছানা, হাসে গায় খেলে বেড়ায়, কোন কষ্ট জানে না। আমি গেলে কে তারে আপদে বিপদে বুক পেতে ডানায় ঢেকে রাখ্‌বে। রাবেয়া, রাবেয়া! কোথা গেলি মা আমার? তবে কি ধরা প'ড়েছে? রাবেয়া কি সয়তান বেদুইন্‌দের হাতে প'ড়েছে? হে খোদা! শেষ কি এই ক'র্‌লে, রাবেয়া আমার বাঁদী হ'য়ে বাজারে বিকুবে? সোণার কমল আগুন-তাপে শুকিয়ে যাবে? ঐ এল, রাবেয়া—রাবেয়া! এখনও পালা,—থাকিস যদি—পালা—পালা, ছুটে পালা মা আমার!

## দস্যুগণের প্রবেশ ও ইস্‌মাইলকে ধৃতকরণ।

ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও! আমি বৃদ্ধ অক্ষম, আমায় নে কোন লাভ হবে না।

১ম দস্যু। দাও ছেড়ে দাও, দর হবে না শুধু ভার বাড়াব!

২য় দস্যু। না না ছেড় না। ঘেসেড়া কম হ'য়েছে, না বিকোয় সেই কাজে লাগ্‌বে।

ইস্। ওগো, দাও গো আমায় ছেড়ে দাও! কচি মেয়ে আমার ঘরে আছে তার কেউ নেই;—আমি গেলে সে না খেয়ে ম'র্‌বে।

৩য় দস্যু। কই, কোথা সে দেখিয়ে দে। তারেও নে যাই, এক সঙ্গে থাক্‌বি, সুখে দিন চ'ল্‌বে।

ইস্। না না, নেই নেই আমার কেউ নেই!

২য় দস্যু। দেখ্ ঘরে দেখ্। ( দস্যুদ্বয়ের গৃহানুসন্ধান। )

১ম দস্যু। কই, কেউ নেই।

৪র্থ দস্যু। চল্ শালা বদ্মাইসি ? ( মুষ্ট্যাঘাত )

ইস্। ও হো হো! পায়ে ধরি তোমাদের, দাও ছেড়ে দাও!

২য় দস্যু। এই যে দিচ্ছি! ( বন্ধন )

ইস্। দাও ছেড়ে দাও! খোদা তোমাদের দয়া ক'র্‌বে। দাও গো দাও আমায় ছেড়ে দাও।

ইস্মাইলকে লইয়া প্রস্থান।

দুইজন গ্রামবাসীর প্রবেশ।

১ম গ্রাম। ওই, ওই যাচ্ছে। আহা, চার-পাঁচ জনকে ধ'রে নে গেল।

২য় গ্রাম। বেটারা দু'দল হ'য়ে এসেছিল, ও দিকের দল ছোঁড়াদের হাতিয়ারের চোটে ভেঙ্গে পালিয়েছে। কে জান্‌ত যে এ ধার থেকেও আস্‌বে ?

রক্তাক্ত কলেবরে মোহসীনের প্রবেশ।

মোহ। রাবেয়া, রাবেয়া! মুন্‌সী সাহেব!

১ম গ্রাম। এই যে মোহসীন্ মিঞা! ওই যাচ্ছে, ওই ইস্‌মাইল মুন্‌সীকে ধ'রে নে যাচ্ছে ;—ঘোড়ার পিঠে বেঁধেছে। আরও চার পাঁচ জন ওদের হাতে প'ড়েছে।

মোহ। এস, আমার সঙ্গে এস! হয় ম'র্‌ব, নয় কেড়ে নেব।

বেগে প্রস্থান।

১ম গ্রাম। এঁ্যা—তা তা কোন্ দিকে যাব ?

২য় গ্রাম। আবার কোন্ দিকে যাব !

বিপরীত দিকে প্রস্থান।

১ম গ্রাম। দাঁড়া দাঁড়া, আমিও ত যাব।

পশ্চাদনুসরণ।

কলসী-কক্ষে রাবেয়ার প্রবেশ।

রাবেয়া। বাবা, বাবা! কই বাবা? ( অগ্রসর হইয়া ) বাবা, বাবা! বাবা তুমি কি এসেছ? (কুটীর সম্মুখে গিয়া) বাবা, বাবা! কোথা তুমি, ঘরে কি এসেছ? যদি এসে থাক, তবে সাড়া দাও! কই না, এখনও তবে আসে নাই। ( কলসী রাখিয়া ) ফিরে আস্‌বার সময় কি হয় নাই? বেলা ত হ'য়েছে। তবে কি কোথাও দূরে গেছে? না, তা হ'লে ত ব'লেই যেত। না আমায় খুঁজ্‌তে গেছে? তাই গেছে, বেদুইনরা আস্‌বে শুনে, তাড়াতাড়ি ঘরে এসে, আমায় না দেখে অম্‌নি খুঁজ্‌তে ছুটেছে। ( গৃহ দেখিয়া ) এঁ্যা, ঘরের দাওয়া ভাঙ্গলে কে, দোর খুল্‌লে কে? দেখ দেখি কোন্ দুষ্টু ছেলে এসে, আমার সব জিনিষপত্র ছড়িয়ে ফেলে পালিয়েছে।

মোহসীনের পুনঃ প্রবেশ।

মোহসীন্, মোহসীন্! একি, তোমার গায়ে রক্ত কেন? আহা, গা হাত পা যে সব ছড়িয়ে গেছে, রক্ত ঝুঁঝিয়ে প'ড়্‌ছে। কে তোমায় মেরেছে, বেদুইনরা বুঝি? তা'দের তাড়িয়ে দিতে পেরেছ?

মোহ। তা'রা গেছে।

রাবেয়া। যাক্ বাঁচ্‌লুম। কাউকে ত ধ'রে নে যায়নি ?

মোহ। গেছে।

রাবেয়া। ধ'রে নে গেছে! আহা কা'দের নিয়েছে গা ?

মোহ। পাঁচজনকে।

রাবেয়া। সর্ব্বনাশ, তবে তা'দের কি হবে ? তা'রা কি আর ঘরে আস্‌তে পাবেনা ?

মোহ। না, তা'দের ইহ-জন্মের সাধ মিটেছে। এখন তা'রা ঘর-পালা জানোয়ারের মত হাটে বাজারে বিকোবে। যে কিন্‌বে সেই রাখ্‌বে, সেই তারে যা ইচ্ছা ক'র্‌বে। রাখুক মারুক দায়-দাবী নেই। ক্রেতার মনস্তুষ্টির জন্য, তার কর্ম্ম সাধনের জন্য, দিবা-নিশি পরিশ্রম ক'র্‌তে হবে। পুরস্কার বেত্রাঘাত, কারণে অকারণে প্রহার। ক্রীতদাস—তা'রা এখন ক্রীতদাস হবে। আমরা কুকুর বিড়ালকে যে স্নেহ—যতটুকু দয়া করি, সেটুকু অনুগ্রহও তা'দের মিল্‌বে না।

রাবেয়া। তবে ত বড় কষ্ট! তা তোমরা কেড়ে নিতে পার্‌লে না কেন ?

মোহ। আমরা গ্রামপ্রান্তে জমায়েত ছিলুম। সেখানে যারা এসেছিল তা'দের সব তাড়িয়েছি, এমন সময় খবর পেলুম,—অন্য পথে এসে আর একদল লুঠপাট্ ক'র্‌ছে। পাপিষ্ঠেরা যে এই রকম কৌশল ক'র্‌বে, তা পূর্ব্বে বুঝ্‌তে পারিনি। তবু খবর পেয়ে সবাই ছুট্‌লুম, এসে দেখি পাঁচজনকে ঘোড়ার পিঠে বেঁধে পালাচ্ছে। আমরা পাওদলে—পেছনে ছুটেও আর ধ'র্‌তে পার্‌লুম না। এই দীর্ঘ মরুপথে, তা'রা দেখ্‌তে দেখ্‌তে মিলিয়ে গেল।

রাবেয়া। আমার বাবাকে দেখেছ ?

মোহ। ( নিরুত্তর )

রাবেয়া। বল না—দেখেছ ?

মোহ। দেখেছি।

রাবেয়া। কোথায় সে কোথায় ?

মোহ। ( নিরুত্তর )

রাবেয়া। চুপ্ ক'রে রইলে কেন ?—বলনা !

মোহ। তাঁরেও নে গেছে।

রাবেয়া। কে নে গেছে, কোথা নে গেছে ?

মোহ। তা'রা !

রাবেয়া। কা'রা বল না ?

মোহ। বেদুইন্‌রা।

রাবেয়া। নে গেছে !—বেদুইন্‌রা তারে ধ'রে নে গেছে !—বাবাকে নে গেছে !

মোহ। রাবেয়া !—

রাবেয়া। তারে নে গেছে !—আর সে ফির্‌বেনা ?

মোহ। রাবেয়া !—

রাবেয়া। আর সে খেতে চা'বে না ? তার জন্য যে খাবার রেখেছি, তা অম্‌নি প'ড়ে থাক্‌বে ?—আর তারে দেখ্‌ব না ?—আর সে ফিরে এসে আমায় আদর ক'র্‌বে না ?—সন্ধ্যা হ'লে, রোজকার মত সে আর আমার পাশে ব'সে বয়েদ্ শুনাবে না ;—গল্প ক'র্‌বে না ?

মোহ। রাবেয়া—রাবেয়া !

রাবেয়া। কি ব'ল্‌ছ ? ওগো, সকালে যে সে না খেয়ে

গেছে, এখনও খাবার পায়নি। সেখানে কি কেউ তারে একমুটো খাবার দেবে না ?

মোহ। দেবে রাবেয়া, তারে খেতে দেবে, বাঁচিয়ে রাখ্‌বে। ম'রে গেলে তা'দের লোক্‌সান—মেরে ফেল্‌বে না। ভয় ক'র না, আমরাই তোমার জন্য যা হয় একটা ব্যবস্থা ক'র্‌ব।

রাবেয়া। তা ক'র্‌বে! আমি থাক্‌বো, সে থাক্‌বে না। আমি আছি, সে নেই। আমায় রাখ্‌বে, তারে রাখ্‌তে পার নাই। আমি হাস্‌ব, সে কাঁদ্‌বে। না না, সেও কাঁদ্‌বে—আমিও কাঁদ্‌ব, শুধু কেউ কারে দেখ্‌ব না, কেউ কারও চোখের জল মুছাব না।

মোহ। কি ক'র্‌বে রাবেয়া, উপায় নেই। সংসারে সইতে এসেছ, সইতে হবে।

রাবেয়া। কি আর ক'র্‌ব ? তা সইব! না না, আর আমি জল আন্‌তে যাবনা। বাবা, বাবা! জল আন্‌তে গিয়ে তোমায় হারিয়েছি, আর আমি জল আন্‌ব না। ( ক্রন্দন )

মোহ। ( নীরবে অশ্রু মোচন। )

## কয়েক জন গ্রামবাসীর প্রবেশ।

১ম গ্রাম। এই যে রাবেয়া! ছি মা কেঁদনা, কি ক'র্‌বে বল ;—অদৃষ্টের ফল!

২য় গ্রাম। ভয় নেই মা, তোমার বাপ গেছে আমরা ত আছি। বাপ কারও চিরদিন থাকে না, মানুষ ম'রেও ত যায়।

৩য় গ্রাম। চল দিদি, চিন্তা ক'র না। তুমি আমাদের যার বাড়ী ইচ্ছা থাক্‌বে।

মোহ। রাবেয়ার কেউ নেই, আপনারা যদি আশ্রয় না দেন, তবে ওরে অনাহারে ম'র্‌তে হবে।

১ম গ্রাম। সে বিবেচনা আমরা ক'রেছি। আর যা'দের নে গেছে তা'দের দশ জন আছে ; কোন অভাব হবে না। এক রাবেয়া ? তা গ্রামে এত লোক আছি, এক রকম অবশ্যই চ'ল্‌বে।

মোহ। তবু একটা ব্যবস্থা স্থির হওয়া প্রয়োজন।

২য় গ্রাম। ব্যবস্থা আর কি ? রাবেয়া আমাদের সবার বাড়ী এক একদিন থাকৃবে। বাড়ী পিছু বছরে দু'চারদিন প'ড়বে, তাতে কারও ভার হবে না। অতিথ সেবাও ত ক'রে থাকি ; আজ হ'তে রাবেয়া আমাদের বাঁধা অতিথ।

৩য় গ্রাম। সেই কথাই ভাল। চল দিদি, আজ তুমি আমার ঘরে চল।

রাবেয়া। আমি যাব, ঘর গুছাবে কে ?

মোহ। তুমি যাও, আমি সব ঠিক ক'রে রাখ্‌ছি।

রাবেয়া। বাবা কি আর আস্‌বে না ?—( ক্রন্দন )

৩য় গ্রাম। তা আস্‌তে পারে, তা'দের কাছ থেকে অনেকে ত পালিয়েও আসে। ছি—কেঁদনা, এস আমার সঙ্গে এস।

রাবেয়াকে লইয়া প্রস্থান।

২য় গ্রাম। আহা, রাবেয়া বড় ভাল মেয়ে, অতি নিরীহ।

১ম গ্রাম। হবে না কেন ? ইস্‌মাইলকে কখন কেউ অন্যায় ক'র্‌তে দেখেছ ? বেচারির মুখে বড় কথাটী ছিল না।

২য় গ্রাম। কোলের মেয়ে রেখে স্ত্রী ম'রে যায়, সেই অবধি মেয়েটীকে বুকে ক'রে মানুষ ক'র্‌ছে। তার সংসারের

সুখ শান্তি, আশা ভরসা, সব ওই মেয়েটীতেই ছিল। চল যাওয়া যাক্।

১ম গ্রাম। কার অদৃষ্টে কখন কি ঘটে কিছুই বলা যায় না।

উভয়ের প্রস্থান।

মোহ। খোদা! একি ক'র্‌লে?

দ্রব্যাদি গুছাইতে কুটীরে প্রবেশ।

—o—

## চতুর্থ দৃশ্য।

মরূদ্যান—বেদুইন্ পল্লী।

দস্যুপতির শিবির।

কাল—অপরাহ্ণ।

দস্যুপতি, সাখাওৎ ও অন্যান্য দস্যুগণ।

দস্যুপতি। কেমন হে, নূতন লুটের বান্দা সব বিকুল?

১ম দস্যু। সব বিকিয়েছে, একটা কেবল আছে, সেটার দর হয় না।

দ, পতি। ভালমত না হয়, যা হয় তা'তেই ছেড়ে দাও।

১ম দস্যু। কেউ তারে নিতে চায় না, খ'দ্দেরে বলে পয়সা দে বুড়ো হাবড়া কিনব কেন? ক'হাট ফির্‌লুম, কেউ দর বলে না।

দ, পতি। তবে সাবাড় ক'রে দাও, কাজ কি খামাখা খোরাক জুগিয়ে। কি বল সাখাওৎ?

সাখা। একটা ঘেসেড়া সে দিন ম'রে গেছে, একটা প্যালি-

য়েছে ; ঘোড়াগুলো ঘাস না পেয়ে কাবু হ'চ্ছে। এ লোক্‌টাকে সাবাড় না ক'রে সেই কাজে ভর্ত্তি ক'র্‌লে চলে।

দ, পতি। তা কি পার্‌বে ?

সাখা। বোধ হয় পার্‌বে। না হয় দু'চারদিন ত চলুক ; এর মধ্যে অন্য বান্দা জুট্‌লে, তখন যা হয় করা যাবে।

দ, পতি। আচ্ছা তারে নে এস, দেখি কেমন লোক।

জনৈক দস্যুর প্রস্থান।

আব্‌দার প্রবেশ।

আব্‌দা। বাপ্‌জান্‌, বাপ্‌জান্‌! আমার সে নয়া বাঁদী ম'রে গেল।

দ, পতি। কি হ'য়েছিল তার ?

আব্‌দা। আমায় রাগিয়েছিল, গোস্তাকি ক'রত, তাই তারে মেরেছিলুম, খেতে দেইনি ; তার পর যেন কি হ'য়ে ম'রে গেল।

দ, পতি। তা যাক্‌, ফেলে দিতে বল্‌গে।

ইস্‌মাইল সহ দস্যুর প্রবেশ।

আরে ছ্যা ছ্যা, এ বড় বিশ্রী বুড়ো, কোন কাজ পার্‌বে না ; সাবাড় ক'রে দাও।

সাখা। এই গিদ্ধড়, তস্‌লিম দেও!

( ইস্‌মাইলকে বেত্রাঘাত। )

ইস্‌। উঃ মা, প্রাণ যে যায়।

আব্‌দা। বাহবা উল্লুকের মত লাফায় দেখ। ( বেত্র লইয়া আঘাত ) বাহবা! বাহবা!

ইস্। রাবেয়া, রাবেয়া! কোথা রইলি মা আমার!

আব্দা। (বেত্রাঘাত সহ) ফিন্ কুদো—ফিন্ চিল্লাও! এইসা—এইসা—হাঃ—হাঃ—হাঃ।

দ, পতি। নে যাও সাবাড় কর, খোরাক নষ্ট ক'র না।

আব্দা। না বাবা ওবে রাখ, আমি উল্লুকের নাচ্ দেখ্ব। (বেত্রাঘাত) নাচ্ উল্লু নাচ্।

ইস্। ওঃ মাঃ!—

দ, পতি। তবে ঘেসেড়ার কাজেই লাগিয়ে দাও। যে ক'দিন বাঁচে, থাক্।

ইস্মাইলকে লইয়া জনৈক দস্যুর প্রস্থান।

আব্দা। চল্ উল্লু চল্, নাচ্তে নাচ্তে চল্।

বেত্রাঘাত করিতে করিতে প্রস্থান।

দ, পতি। হাঁ হে, সে দিন যে এক বেটা বান্দা পালিয়েছে, তার খোঁজ পেলে না? এখান থেকে ম'রে গেলে টাকা লোক্সান, কিন্তু পালিয়ে বাঁচ্লে বড় খারাপ হবে। লোকে আমাদের আড্ডা জেনে নিলে বিষম মস্কিল ক'র্বে। যদি দল বেঁধে দু'চার শ' এসে চড়াও করে, তবে একদম আমাদের নিকেশ ক'র্বে।

সাথা। তা আর ব'ল্তে। আমি দলের সবাইকে সাবধান ক'রে দিয়েছি, যে খবরদার যদি কোন বান্দা পালায়, জান্ কবুল ক'রে তার পেছনে ছুট্বে। যদি কোন গ্রামে গিয়ে ঢোকে, তবুও ছাড়্বে না; ধ'রে না আন্তে পার, মেরে ফেল্বে। এতে দলের কারও জান্ দিতে হয় সেও ভাল।

দ, পতি। বেশ বেশ, ভাল ক'রেছ। চল এখন নূতন

লুটের জোগাড় দেখি। খুব খবর্‌দারীতে কাজ ক'র্‌তে হবে, লুটের আগে কথা প্রকাশ পেলে কঠিন হ'য়ে পড়ে; দেখ না এবার একরকম শুধু হাতে ফির্‌তে হ'য়েছে। সোণা দানার ত কথাই নেই, ক'টা লোক পেলে—তাও এক রকম অকেজো। এখন হ'তে রেতে গিয়ে প'ড়্‌ব।

সাখা। এবারে একে সকাল বেলা, তায় দলের কতক যেতে দেরী করে, কাজেই গাঁয়ের কাছে গিয়ে আমাদের দেরী হওয়াতেই লোকে টের পায়। ঐ জন্যই ত বলি, সব শুদ্ধ এক সঙ্গে বেরুন উচিত।

দ, পতি। তবু রেতে গেলে অনেকটা সুবিধা হয়।

সাখা। তা'ত হয়ই। তবে রেতে আবার মরুপথ ঠিক রাখা কঠিন যে।

দ, পতি। তাও ত বটে। যাক্ এস।

সকলের প্রস্থান।

---

## পঞ্চম দৃশ্য।

মরূদ্যান—বেদুইন্‌-পল্লীস্থ পথ।

কাল—অপরাহ্ন।

দস্যু-বালকগণ।

### গীত।

এইসা কাম্ সব্ করো ভেইয়া,
দিল্ যিসে খোস্ হোই;

ধরম করম ঝুটা বাৎ, আউর
　　দীন্‌দার নেহি কোই।
মুদেগা আঁখি, মিলেগা মট্‌টী,
　　শেষ হোগা তেরা কাম্;
সোণে দানে জহরৎ নেহি তুম্,
　　তুল্‌নে কিস্‌কা দম্।
য্যায়সা মোরগ, ত্যায়সা মরদ্,
　　জান্ ত একৃই সব্;
ইস্‌কা মার্‌ণে দরদ্ নেহি যব্,
　　উস্‌কা নেহি তব্।
ঝুটা ঝুটা ঝুটা বয়েদ্ সব্,
　　ঝুটা পয়গম্বর হোয়;
মরদ্ যো সব্ উড়াওয়ে স্ফূর্ত্তি,
　　নাতাকৃৎ সব্ রোয়।

সকলের প্রস্থান।

## সাখাওতের প্রবেশ।

সাখা। এক পা এক পা ক'রে অনেকটা উঠে প'ড়েছি, এখন উপর থেকে এই বেটাকে সরিয়ে দিতে পার্‌লেই, বস্ একৃদম দলের মাথা। সর্দ্দার—সর্দ্দার—সর্দ্দার! যেন মাথা কিনে ব'সেছে। সর্দ্দারী মান সহজেই ঘুচিয়ে দিতে পারি; লোক গুলোকে বুঝিয়ে দিলেই হ'ল, সেও যা—তোরাও তাই। কিন্তু তা'তে এক গোল আছে, যদি নিজে কখন সর্দ্দার হ'তে পারি, তখন বেটারা আমায়ও মান্‌বে না। আবার দলের কর্ত্তা

না থাকলে কাজ চলাও মস্কিল। কাজেই সর্দ্দারও চাই, সর্দ্দারের সম্মান, ক্ষমতাও থাকা চাই; কিন্তু সর্দ্দারিটী নিতে হবে আমায়, এই হ'চ্ছে মূলকথা—তা যেমন ক'রেই হ'ক। ও কে আসে,—আব্‌দা বিবি! না বাবা স'রে দাঁড়াই, দেখা হ'লেই একটা না একটা আব্‌দার ধ'রে ব'স্‌বে।

অন্তরালে অবস্থান।

বেত্রহস্তে আব্‌দার প্রবেশ।

আব্‌দা। হাঃ হাঃ হাঃ, বেশ কথা! স্বর্ণবর্ণ জল, বাক্‌শক্তি-বিশিষ্ট পক্ষী, সঙ্গীতকারী বৃক্ষ, জিনী, পরী, হীরামুক্তা;—বাহবা! হাজার রাত্রি গল্প ক'রে কাটিয়ে দিল!—নিত্য নূতন সোণার স্বপন! বুড়া ইস্‌মাইল বড় আচ্ছা লোক! বাহবা সব গল্প বলে। ওর ঘেসেড়াগিরি ছাড়িয়ে নিতে হ'চ্ছে। আহা!—

গীত।

সত্যি যদি সোণার স্বপন,
অম্‌নি অম্‌নি ফ'লে যেত;
বাগান বাড়ী, ফুল-কেয়ারী,
ফোয়ারাটী গড়িয়ে দিত।
হীরার পাহাড়, সোণার খনি,
ঝিলে মুক্তা স্ফটিক মণি,
জব্‌দা আমার মূর্ত্তিখানি
হুরীর মত দেখ্‌তে হ'ত।

আস্‌ত কোন্ সে রাজার ছেলে,
ক'র্‌ত প্রণয় রাজ্য ভুলে,
চাইতাম যদি আঁখি তুলে
ভাগ্য মান্‌ত কতশত।

আস্‌গরের প্রবেশ।

আস্। এঁ—এঁ—বিবি সাহেবা! তা'ত আর হয় না। তবে যা আছ, ওইতেই যদি একবার নেক্ নজর ক'র্‌তে, তবে—(সুরে) 'ভাগ্য মান্‌তাম কতশত!'

আব্‌দা। ফিন্ আয়া গোলাম? (বেত্রাঘাত)

আস্। ইয়া আল্লা! (ভূমিতে গড়াগড়ি দেওন।)

আব্‌দা। কেঁও, তবিবৎ হুয়া বেতমেজ।

আস্। বহুৎ বিবি সা'ব—বহুৎ!

আব্‌দা। ফিন্ দিক্ করোগে, তও বাপ্‌জীকো বোল্‌কে কুত্তাসে খিলাওঙ্গে।

প্রস্থান।

আস্। ইঃ হিঃ হিঃ, খুব পীরিত ক'র্‌তে এসেছিরে বাবা! আবার খাঁড়ার ঘা, ভয় দেখিয়ে গেল—বাপ্‌জীকো বোল্‌কে!—তবেই হ'য়েছে। ইঃ হিঃ হিঃ, বেজায় জ্ব'ল্‌ছে। ও বাবা, ও আবার কে?—দুরের কাজ নিকটেই হ'ল, আর ফিনের দরকার হ'ল না। শাকের আটি বুঝি সঙ্গে সঙ্গেই চাপে। (গম্ভীর-ভাবে উপবেশন।)

সাখাওতের প্রবেশ।

সাখা। ওরে—এই!

আস্। (স্বগত) ধরা প'ড়ে গেছি বাবা!।

সাখা। এঁ—বেটার মুখের কাট দেখ, যেন পাঁচ উল্‌টিয়ে আছে। অরে—ওই!

আস্। ( উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন। )

সাখা। আরে গেল; বেটা চেঁচাস্‌নি!

আস্। ভুল হ'য়েছিল সাব্—ভুল হ'য়েছিল, মানুষ ঠাওরাতে পারিনি।

সাখা। তা কুকুর গুলো ভুল ক'রেই তোকে খাবে এখন।

আস্। দোহাই সাহেব দোহাই, জান্ বাঁচিয়ে দাও।

সাখা। তো বেটার জান্ বাঁচিয়ে লাভটা কি?

আস্। গোলাম হ'য়ে থাক্‌ব সাহেব, গোলাম হ'য়ে থাক্‌ব।

সাখা। এখনই বা কোন্ নবাবজাদা আছিস?

আস্। কুত্তার মত পায়ে ফির্‌ব সাহেব, কুত্তার মত ফির্‌ব। দোহাই তোমার, আজকার মত জান্‌টা বাঁচিয়ে দাও।

সাখা। ঠিক্ ব'ল্‌ছিস?

আস্। তোবা তোবা, বেঠিক্ জবান্ পাবে না সাহেব, বেঠিক জবান্ পাবে না।

সাখা। আচ্ছা, দাঁড়া ভেবে দেখি।

আস্। আর ভেব না সাহেব, আর ভেব না; মেহেরবানী হ'য়ে যাক্।

সাখা। আচ্ছা, চেপে গেলুম। শোন্, যা বলি যদি হুকুম মত চলিস, তবে শুধু আজ ব'লে নয়, তোর যখন যে বিপদ আসুক, বাঁচিয়ে দেব। আর যদি কাজ দেখিয়ে খুসী ক'র্‌তে পারিস, তবে পুরচার রখ্‌সিস—চাই কি একদিন স্বাধীন হ'তে পার্‌বি; এখন যা সন্ধ্যার পর দেখা করিস।

আস্। যো হুকুম মেহেরবান্! আদাব্ জনাব আদাব্! ( স্বগত ) এ বেটা বলে কি গো? দেখ বরাতের কথা, কিসে কি হয়? পথ ভুলেও ত মস্জিদে যায়।

প্রস্থান।

সাখা। লোক্টা চালাক চতুর বটে; তা'তে সর্দ্দারের পেয়ারের নফর। হাতে পেয়ে সুবিধা হ'ল, অনেক কাজ পাওয়া যাবে।

প্রস্থান।

খুরপী হস্তে ইস্মাইলের প্রবেশ।

ইস্। একে একে চ'লে গেল কত দিনমান,
কত সন্ধ্যা খেলে গেল আলো-ছায়া ল'য়ে,
কত নিশি বহি' গেল জ্যোছনা-আঁধারে,
কত ঊষা হাসি-মুখে মেলিল নয়ন।
প্রকৃতির আবর্ত্তনে জড়-জগতের,
সময়ের গতি-ফলে মানব-কুলের,
সুখে দুঃখে হ'য়ে গেল কত বিপর্য্যয়।
যে নদীতে খরস্রোতে ডুবেছে তরণী,
সেই খানে খেলিতেছে কৃষক-বালক;
যে গৃহেতে কেঁদেছিল পুত্র শোকাতুর,
পুনঃ তাহা মুখরিত জন্ম-মহোৎসবে।
এইত এ জগতের নীতি! কিন্তু হায়,
জগতে থাকিয়া আমি জগৎ বাহিরে;
অদৃষ্টের দোষে, বিবর্ত্তন নাহি মোর

এ দগ্ধ ললাটে ; এক ভাবে, এক ধ্যানে,
এক মনস্তাপে কাটিতেছে নিশি-দিন।
রাবেয়া ! রাবেয়া ! সরলা বালিকা তুই,
পাপের সংসারে একা চলিবি কেমনে ?—
পড়ে মনে ক্ষুদ্র মুখে মাতার মহিমা !
শুনি আশাহীন আনন্দবিহীন প্রাণ,
দেহে নাহি রয়। কই, কোথা আশা—কোথা
আনন্দ আমার ? শূন্য—শূন্য চারিদিক্ !
আহা, স্নেহের করুণা-ধারা, মায়াময়ী
দুলালী আমার, তোর(ই) সনে হারায়েছি
আনন্দ, আকাঙ্ক্ষা, তৃপ্তি—প্রাণের বন্ধন !
তবু কেন বেঁচে আছি ?—তবু কেন রহে
নিরানন্দ আত্মা মোর এ দেহে এখন ?
হাঁ হাঁ, আছে আশা ;—সেই হতাশের আশা,—
সন্ধ্যাকাশে সবিতার শেষ রাগমত,
ভাতে মোর আনন্দের ক্ষীণ রশ্মিটুকু ;—
রক্ত-সন্ধ্যা যথা, ক্ষণে চমকিয়া উঠি,
উজলিয়া দিশি দশ লোহিত কিরণে,
স্বাগত বন্দনা করে সন্ধ্যা-সুন্দরীর—
ঢালিতে ধরার বক্ষে নিবিড় আঁধার,
আমিও তেমতি—শেষ দেখিয়া তাহায়,
ডুবাব জীবন-জ্যোতিঃ অনন্ত আঁধারে।
মরু ! তুমি কতই বিস্তৃত ? হে দুস্তর,
হে আমার স্নেহ-ধারা বিশুষ্ক-কারক,

দুস্তর হ'লেও তুমি নহ ত অপার !—
পার হব অবহেলে রহিলে আবেগ !
হে প্রান্তর ! হে উদাসী, বাসনার লতা-
গুল্ম তরু-ছায়া সনে—স্নেহ করুণার
নির্ঝর-বিহীন ! পাষাণ হ'তেও তুমি
নির্ম্মম সংসারে ! পাষাণ হইলে মোর
অন্তর্ভেদী দীর্ঘশ্বাসে, ভেদি' অন্তস্তল
উঠিত ও বক্ষে তব উৎস করুণার !
কত সন্তাপিত তাহে লভিত সান্ত্বনা।
অহংকারী ! ভাব বুঝি নির্ব্বিকার তুমি ?
নির্ব্বিকার ! নাহি তব ও শুষ্ক পরাণে
এক বিন্দু প্রেম-বারি প্রেমসাগরের ;
বিশ্ব-জনকের নিষ্করুণ অংশটুকু
পূর্ণ প্রতিভাত শুধু অস্তিত্বে তোমার !
নহ নির্ব্বিকার, মহতে বিকার তুমি।
আর কিছু দিন, ক'রেছে বিশ্বাস মোরে
দস্যু-দলপতি, কন্যা তার হইয়াছে
অনুগতা মম, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হইতেছে
শিথিল ক্রমশঃ ; রহ ধৈর্য্য কিছু দিন,
সুবিধা সুযোগ আসি মিলিবে নিশ্চিত ;
পাব পুনঃ স্নেহশীলা কন্যারে আমার।

প্রস্থান।

—০—

## ষষ্ঠ দৃশ্য।

ইস্‌মাইলের কুটীর।

কাল—সায়াহ্ন।

রাবেয়া।

### গীত।

সময়-সাগরে খেলিছে লহরী,
জীবন বেলাটী ভাঙ্গিছে।
শিশির-শীকর বহিছে সমীরে,
শিহরি' সেফালি ঝরিছে।
মধুর কাকলী উঠিছে বীণায়,
আকুল বিরহী কাঁদিছে;
নবীন কিরণে হাসিছে নলিনী,
কুমুদ নয়ন মুদিছে।
হাসিতে যাতনা মিশিছে সদাই,
দুখে পুনঃ সুখ আসিছে;
এ খেলা কি খেলা, অবোধ পরাণ—
না বুঝি' রহসে মিশিছে।

### মোহসীনের প্রবেশ।

মোহ। রাবেয়া!

রাবেয়া। ( নীরবে উদাস দৃষ্টি। )

মোহ। কি ভাব্‌ছ?

রাবেয়া। কি আর ভাব্‌ব; চুপ ক'রে ব'সে আছি।

মোহ। শুধু ব'সে আছ, তবে চোখে জল কেন? ছি, প্রায় বৎসর ঘুরে এল; তবু এত দিনেও ভুল্‌তে পারনি? সংসারে প্রীতির মালা ত চিরদিনই ছিন্ন হয়! মাতার কোল থেকে পুত্র, প্রণয়িনীর বাহু হ'তে প্রণয়ী, মানবের শত আকর্ষণের বস্তু চিরদিনই ত একে অন্যকে পরিত্যাগ ক'র্‌ছে। তোমার যেমন হ'য়েছে, এর চেয়ে অনেক বিষাদপূর্ণ ঘটনা ত অহরহঃ ঘ'ট্‌ছে। তা' কি চিরদিন স্মরণ ক'রে রাখ্‌লে মানুষে সহ্য ক'র্‌তে পারে? কেঁদে কি ক'র্‌বে, ভেবে কি ক'র্‌বে? যা হবার হ'য়ে গেছে, বৃথা চিন্তায় তার কি সংশোধন হবে? ভুলে যাও, ভোলাই সংসারে শান্তির উপায়। ভুল—ভুল, সব ভুলের খেলা! ভোলার সংসারে ভুল্‌তে পারাই মনুষ্যত্ব।

রাবেয়া। মোহসীন্! সারাদিন পরের ঘরে থাকি, যার যে দিন খাই, তার সে দিন খেটে দি; না খাট্‌লে পরে দেবে কেন? তখন ভাব্‌তে পারি না। কেবল বাবার ছবিটী যেন আশে পাশে ঘুরে বেড়ায়। পাখী ডাক্‌লে—কোন শব্দ হ'লে চ'ম্‌কে ফিরে চাই, মনে হয় সে যেন দাঁড়িয়েছিল,—ওই স'রে গেল। মুহূর্ত্তে প্রাণ কেঁদে ওঠে, পরের বাড়ী—তাই সাম্‌লে থাকি, কেঁদেও কাঁদ্‌তে পারি না। তারপর দিন শেষ হ'লে যখন ঘরে ফিরি, তখন,—তখন আমার বাঁধ ভেঙ্গে যায়; বাধাশূন্য প্রাণে কেঁদে কেঁদে শোকের মলা ধুয়ে ফেলি; কি এক বিমল শান্তি এসে সদা-ক্লিষ্ট নরজগতের মাঝ থেকে আমায় পৃথক ক'রে রাখে। রাত্রে তোমাদের বুড়ী এলে সেই বৈকল্য ভেঙ্গে যায়, তার সনে গল্প করি, সে ঘুমিয়ে পড়ে; স্বপ্ন এসে আমার কল্পনা-রাজ্যে আবার বাবাকে এনে দেয়; রাত কখন চ'লে যায় তা' জান্‌তে

পারি না। তুমি আমায় কি ভুল্‌তে বল—তারে? ঐ দেখ, ঐ খেজুর গাছগুলি সে লাগিয়েছে, ঐ দেখ ঘরখানা সে বাঁধিয়েছে; এই দেখ কাঠখানা সে এনেছে, ঐ বেড়াটা সে ঘিরেছে, কখন কি ক'রেছে—কেমন ক'রে ক'রেছে, সব যেন আমি দেখ্‌ছি। আমি যে তখন তার পাশে ছিলুম। এই দেখ বাঁ হাতখানায় কাটা দাগ আছে, বাবা এতে এম্‌নি ক'রে পটি বেঁধেছিল। দেখ এই বিকেল বেলা, আমি হেথায় এম্‌নি ক'রে ব'সে থাকৃতুম—বাবা এসে ডাকৃত, রাবী—রাবেয়া! ওগো! সেই ত বিকেলে ব'সে আছি, সে ত এসে ডাকেনা রাবী—রাবেয়া! সব তেম্‌নি আছে,ওই ঘর—এই আমি; তেম্‌নি ক'রে শ্রান্ত কৃষক—পাঠক্লান্ত বালক গৃহে ফির্‌ছে, সে কেন ফেরে না? ঘরে খাবার রাখি, আমার রেতের খাবার—সে এলে খাব! সে আসে না, আমিও খাইনা। যা' ছিল সব আছে, নেই কি? নেই শুধু জল! জল আন্‌তে গিয়ে আমি তারে হারিয়েছি, আর জল আন্‌বনা!—ওগো, আর আমি জল আন্‌ব না।

মোহ। তুমি সন্ধ্যা-বেলা আমাদের বাড়ী যেতে পার? নেই বা সেখানে থাক্‌লে, যেতে দোষ কি? যখন বুড়ী আসে তার সঙ্গে ঘরে এস, হেথা একলা থেকেই তোমার মন খারাপ হয়।

রাবেয়া। সেথা তোমার পিতার সান্ধ্য-বিশ্রামে তোমার ভগিনীরা—

মোহ। না না, সেথা গিয়ে কাজ নেই, আমি বরং বুড়ীকে সকাল সকাল পাঠিয়ে দেব। তুমি অত ভেবনা! ভুল্‌তে না পার নেই পার্‌লে, তা' ব'লে চিরদিন শোক ক'র্‌তে হবে সেটা ত ঠিক নয়! তুমি খেয়েছ?

রাবেয়া । ( নীরবে শিরশ্চালনা । )

মোহ । তবে খাওগে যাও ! আমি চ'ল্লুম, বুড়ীকে এখনই পাঠিয়ে দেব, কেমন ?

রাবেয়া । আচ্ছা ।

মোহসীনের প্রস্থান ।

( কিছুকাল নীরব থাকিয়া ) কি ও ? কি যেন ছুটে আস্‌ছে ! ( চক্ষু মুছিয়া ) এ সময় এ মরু-পথ ভেঙ্গে কে আস্‌বে ? কে আসে ? যে হয় হ'ক, আমার কি ? আহ', যদি ওই বাবা হ'ত ; যদি সেই অম্‌নি এখন ছুটে আস্‌ত, তা হ'লে আমি কি ক'র্‌তুম ? ছুটে গিয়ে তার গলা জড়িয়ে কেঁদে বুক ভাসিয়ে দিতুম । না না, তা' ক'র্‌তুম না, তারে হেসে আদর ক'র্‌তুম, যত্ন ক'রে খাবার রেখেছি, কাছে ব'সে খাওয়াতুম । কত গল্প শুন্‌তুম, কোথা ছিল— কেমন ছিল জিজ্ঞাসা ক'র্‌তুম । আমার কথা সব তারে ব'ল্‌তুম ; কেবল যে তার জন্য আমার বুক ফেটে যায়, রোজ রোজ যে কেঁদে রাত কাটাই, সেইটুকু ব'ল্‌তুম না । তা' ব'ল্‌লে সে হয়ত শুনে কেঁদে ফেল্‌ত । আমার তা'কে খাওয়ান হ'ত না । ও কে ও ? এ দিক্ পানেই আস্‌ছে যে ; সে ত নয় ; বাবা ত নয় ? না সে অত রোগা নয় ; আর সে আস্‌বেই বা কি ক'রে ? না না, সেই ত যেন বোধ হ'চ্ছে ! সেই—না—হাঁ সেই, বাবা—

ইস্‌মাইলের প্রবেশ ।

বাবা, বাবা ! তুমি—তুমি ! তুমি এসেছ ! সত্যই তুমি এসেছ ?

ইস্ । এসেছি রাবেয়া, আমি বেদুইন্‌দের কাছ থেকে

পালিয়ে এসেছি। এই দীর্ঘ মরু ছুটে পার হ'য়েছি! উঃ বড় পিপাসা, মা একটু জল। ( ভূমিতে উপবেশন। )

রাবেয়া। জল—জল ত ঘরে নেই।

ইস্। ও মা প্রাণ যায়, শীঘ্র একটু জল আন। এক ফোটা জলও কি ঘরে নেই?

রাবেয়া। না বাবা তুমি একটু ব'স, আমি ছুটে গিয়ে জল আন্‌ছি। একটু বিশ্রাম কর, আমি যাব আর আস্‌ব।

জলভাণ্ড লইয়া প্রস্থান।

ইস্। উঃ বুক ফেটে যাচ্ছে, কাণ মুখ দে আগুন বেরুচ্ছে; বড় পিপাসা। ( ভূমিতে শয়ন ) উঃ মা রাবেয়া! একটু জল! জল, জল—রাবেয়া—মা—একটু জল, রাবেয়া—মা— ( আক্ষেপ ও মৃত্যু। )

কিছুক্ষণ পরে জলভাণ্ড লইয়া রাবেয়ার প্রবেশ।

রাবেয়া। বাবা, বাবা! জল এনেছি, এই নাও। ( নিকটে গিয়া ) বাবা, ও বাবা! ওঠ, জল খাও! কথা ক'চ্ছনা কেন; এর মধ্যে ঘুমিয়ে গেলে? ওঠ, জল খাও! ( গাত্রস্পর্শ করিয়া ) বাবা, ও বাবা! ওঠ না, জল খাও! একি চোখ চেয়ে আছ, কথা নেই কেন? ব'ল্‌তে পার্‌ছ না? এই খাও! ( মুখে জল প্রদান ) যা সব জল গড়িয়ে গেল, খাও না! এঁ্যা কি হ'ল, এ যে শ্বাস চ'ল্‌ছে না!

দুইজন বেদুইন্ দস্যুর প্রবেশ।

ওগো, দেখ কি হ'ল! বাবা আমার বেদুইন্‌দের কাছ থেকে

পালিয়ে এসে জল চাইলে, আমি জল আন্‌তে গেলুম; এসে দেখি শুয়ে আছে—শ্বাস বন্ধ! ডাক্‌লে সাড়া দিচ্ছেনা, জল দিলে খাচ্ছেনা, একবার দেখ না গা কি হ'ল!

১ম দস্যু। (দেখিয়া) ওহে, শালা ম'রে গেছে!

রাবেয়া। ম'রে গেছে? না না, মরে নি! এইত এল—এইত জল চাইল; যেমন দেখ্‌লুম—তেম্‌নি আছে, তবে কেমন ক'রে ম'রে গেল?

২য় দস্যু। আল্‌বৎ ম'রেছে! না ম'র্‌লে আমরাই মেরে ফেল্‌তুম। যাও শালা জাহান্নমে যাও, বড় হয়রাণ ক'রেছ।

( পদাঘাত )

রাবেয়া। ও কি ও?—

১ম দস্যু। আরে ছ্যা, মড়া মেরে কি হবে? এখন চ' এইটাকে পাক্‌ড়াই, খাট্‌্যান বর্‌বাদ হবে না।

২য় দস্যু। তা আর ব'ল্‌তে। (রাবেয়াকে ধৃত করণ।)

রাবেয়া। কেন ধ'র্‌ছ?—ছেড়ে দাও, বাবাকে দেখি!

২য় দস্যু। আরে ছুঁড়ি, মরা বাপ দেখে কি ক'র্‌বি? এখন খসম্ দেখ্‌বি চল্!

রাবেয়া। ম'রে গেছে, সত্যি ম'রে গেছে? ওগো কেন আমি জল আন্‌তে গেলুম! বাবা, বাবা!—( মূর্চ্ছা )

১ম দস্যু। বেড়ে সুবিধা হ'য়েছে, মূর্চ্ছা গেছে; ধর্ ঘোড়ার পিঠে বাঁধি।

রাবেয়াকে লইয়া উভয়ের প্রস্থান।

—০—

## সপ্তম দৃশ্য।

আব্‌দুলের গৃহ।

কাল—প্রভাত।

### আব্‌দুলের প্রবেশ।

আব্‌। না বাবা স'রে পড়াই ভাল, কাজ কি এত ঝঞ্ঝাটে থেকে! আর কাজ কর্ম্ম বন্ধ ক'রেই বা কতদিন থাকা যায়? যাই, বসোরা মুখেই রওনা দি। এখন শ্রীমতীর মত হ'লেই হয়। আঃ এক রকম ভয়টয় দেখিয়ে রাজি ক'রে নেব এখন। ব'ল্‌তে না ফ'ল্‌তে, মাথার রতন ত দেখা দিয়েছেন! সুর তোলা যাক।

### সোফিয়ার প্রবেশ।

সোফি। একঘরের একার রাজ্যি, আর বল অমন সোয়ামী, তা মন্দই বা কি? গোলামে বরং কখন অগ্রাহ্য করে, তা মিন্‌সে সাহস পায় না। তবে কি না, একটু কড়া মেজাজে না থাক্‌লে শেষ হয় ত বিগ্‌ড়ে যাবে, তাই—ওমা মিন্‌সে এখানে দাঁড়িয়ে হাঁ ক'রে কি ভাব্‌ছে! (প্রকাশ্যে) বলি ও গো,—বলি শুন্‌ছ? ঢং দেখ! (নিকটে গিয়া নাড়া দিয়া) বলি ও গো!

আব্‌। এ হে হে, সব গেল গো—সব গেল!

সোফি। ওমা গেল কি গা?

আব্‌। আর কি গা? সব গেল—সব গেল!

সোফি। ওমা সে কি গো?

আব্। ওগো, তাই—তাই! আহা, কিছু রইল না গো—কিছু রইল না!

সোফি। ওমা বল কি গো?

আব্। আহা উট ভেড়া দুম্বো গো!—

সোফি। পোড়ারমুখো! যা মুখে আস্‌ছে, তাই ব'লে গাল্ দিচ্ছ।

আব্। ধন দৌলত মাথার মণি সবই গো!—

সোফি। নাও আর জুতো মেরে পা'র ধূলো কাজ নেই! অত আর মুখের আদর—

আব্। ও আমার সাধের ধন—প্রেমের কেতন, সো—সো—সোফিয়া গো!

সোফি। আঃ মিছে ব'কৃছ কেন?

আব্। তুমি আমার কোথা যাবে গো!—

সোফি। ওমা আমি কোথা যাব?

আব্। আর কোথা? আহা, আমার কি হ'ল গো,—আমার যে সবই গেল গো!

সোফি। (ক্রন্দন সুরে) ওমা আমি কি ক'র্‌ব গো?—মিন্‌সে কেমন হ'ল গো?—

আব্। আহা, আমার এমন সাধের সোফিয়া গো,—তুমি কোথায় গেলে গো!—

সোফি। (সমস্বরে) ওমা এই যে আমি, তবু মিন্‌সে বলে কি গো—ওমা মিন্‌সে বুঝি পাগল হ'ল গো!—

আব্। চুপ্ চুপ্! হুঁ—, তুই আমায় পাগল ঠাওরেছিস?

সোফি। ( পূর্ব্ববৎ ) ও গো, তেম্‌নি ধারাই লাগ্‌ছে যে গো !—

আব্‌। বটে ?—

সোফি। ( পূর্ব্ববৎ ) ও গো, সত্যি সত্যি মিন্‌সে আমার ক্ষেপেছে যে গো !—

আব্‌। চোপ্‌রাও !

সোফি। (পূর্ব্ববৎ) ও গো, কে কোথায় আছ এস না গো ! মিন্‌সে বুঝি মেরে ফেলে গো !—

আব্‌। এই মজালে, সোফি—সোফি, চুপ কর্‌ !

সোফি। ( পূর্ব্ববৎ ) আর যে আমি চুপ্‌ ক'র্‌তে পার্‌ছি নি গো !—

আব্‌। না বাবা ঘাট হ'য়েছে, খুব লোক্‌ কে ঘাঁটিয়েছি। ওরে দোহাই তোর, চুপ কর্‌ !

সোফি। ( পূর্ব্ববৎ ) ও গো, আর অমন পাগ্‌লামো ক'র্‌বে না ত গো ?

আব্‌। ওরে না না, এখন কাজের কথা শোন্‌।

সোফি। আচ্ছা বল !

আব্‌। বেশ ঠাণ্ডা মেজাজে সম্‌ঝে দেখ্‌, যা ভাব্‌ছি তা'তে কান্না আসে কিনা ?

সোফি। আচ্ছা, আচ্ছা, বল।

আব্‌। বলি কাণ্ডখানা কি হ'চ্ছে, দেখ্‌তে পা'চ্ছ ?

সোফি। কি ?

আব্‌। কি ? এত বড় কাণ্ডটা চোখের উপর হ'চ্ছে, তবু ব'লছ কি ?

সোফি। আরে ছাই, না ব'ল্‌লে বুঝ্‌ব কি ক'রে ?

আব্‌। তা বটেই ত, নইলে আর খোদা মেয়ে মানুষ ক'রেছে কেন ?

সোফি। আরে গেল, অধঃপেতে মিন্‌সে জ্বালিয়ে খেলে গা, ভাঙ্গ্‌বেও না—আঁশও ছাড়্‌বে না।

আব্‌। বুঝ্‌বেও না, ব'ল্‌তেও দেবে না।

সোফি। তবে রে হতচ্ছাড়া !—নিজে ব'ল্‌বে না, আবার পাল্টা দুষ্‌বে।

আব্‌। (স্বগত) এইবার বিপরীত, আর বাড়ালে তিত হবে। ( প্রকাশ্যে ) বলি এই যে সব লুট্‌পাট হ'চ্ছে, দেখ্‌ছ না ?

সোফি। ওমা বেদুইন্‌ ! আবার তা'রা এসেছে ! ( কম্পন )

আব্‌। আসে নাই, তবে আস্‌বে ত ! দেখ্‌ছনা, ক্রমে পথ ক'রে নিচ্ছে ! একে ভয়—দুয়ে সয়, তিনের বেলা চেপে রয়। দু'বার গেছে, এইবার তিন, তারপর চ'ল্‌বে দিন দিন।

সোফি। তাইত কি হবে ?

আব্‌। কি আর হবে ? ধন দৌলৎ গরু জরু সবই যাবে।

সোফি। ওগো আমায় বাঁচাও গে !

আব্‌। সেই কথাই ত ভাব্‌ছি গো।

সোফি। কি—কি ভাব্‌ছ ? যা হয় একটা কিছু উপায় কর গো।

আব্‌। তাইত, বড় বিষম সমস্যা।

সোফি। ওগো আমি যে গেলুম গো !

আব্‌। চেঁচাস নি, তা' হ'লে কাজ হবে না। যা বলি তা পার্‌বি ?

সোফি। ওগো, যদি বাঁচি তবে নিশ্চয় পার্‌ব!

আব্‌। আহা, তা নইলে কি আর কবরে গিয়ে পার্‌বি? শোন্, দেশ ছাড়্‌তে পার্‌বি?

সোফি। পার্‌ব।

আব্‌। এই সব ঘর দোর?

সোফি। পার্‌ব।

আব্‌। বোঝ্, তা হ'লে বাপ মা ভাই বন্ধু সবই এক রকম ছাড়্‌তে হবে।

সোফি। ওমা তাইত!

আব্‌। আবার তাইত কি? এ তবু আশা থাক্‌বে, বেঁচে থাক্‌লে দেখা হবে। কিন্তু বেদুইন্‌দের হাতে প'ড়লে যে চির-কালের মত সে গুড়ে বালি।

সোফি। তবে সবাইকেই সঙ্গে নাও না কেন?

আব্‌। ক্ষেপী, দেশ ছেড়ে যাওয়া অম্‌নি সহজ কথা কিনা, যে মনে ক'র্‌লেই হ'ল?

সোফি। তবে তুমি যে ব'ল্‌ছ?

আব্‌। আমার সঙ্গে তোমার বাপ ভায়ের ঢের তফাৎ। তাঁ'দের মস্ত সংসার। জমি-জমা ঘর-দোর, ছেড়ে গেলেই ত হ'ল না; বলি পেট ত সঙ্গে থাক্‌বে?

সোফি। আর তোমার বুঝি রেখে যাবে?

আব্‌। রেখে কি আর যাব? তবে সব খুলে বলি শোন্! জানিস ত সংসারে আমার কেউ ছিল না। ভালমন্দ যা নিজের খেয়ালে আস্‌ত তাই ক'র্‌তুম, দুঃখে কষ্টে খেয়ে না খেয়ে দিন চ'ল্‌ত। ছেলে বুদ্ধি—দু'একটা অকাজও যে না ক'র্‌তুম তা নয়, তবে

কাজের চেয়ে নাম বেরুল বেশী; আমার হ'য়ে দু'কথা ব'ল্‌বে, ছুটো সাম্‌লে নেবে, সে লোক ত ছিল না; বাপ মা না থাক্‌লে, বিশেষতঃ হাভাতের আত্মীয় বন্ধুই বা কে থাকে? কাজেই গাঁয়ের লোকের তাড়ায়, মনের দুঃখে একদিন দুত্তোর ব'লে ভেসে প'ড়্‌লুম। কোথায় গেলুম জানিস? হীরাট, কাবুল, তিহারাণ, ইস্পাহান, একদিক্ থেকে ঘুরে শেষ বসোরায় গিয়ে জ'ম্‌লুম। সায়েত ভাল, সেখানে এক মহানুভব সদয়হৃদয় ভদ্রলোকের আশ্রয় পেলুম, তাঁর নাম এব্রাহিম সাহেব। এ নাম তোকে কত বার ব'লেছি। তিনি কথায় কথায় সমস্ত ঘটনা জেনে, দয়ার সাগর আমায় পুত্রের ন্যায় স্নেহ ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। হায় সোফিয়া, এ দুনিয়াতে অভাগাকে যে দয়া করে, তার তুলনা কার সঙ্গে দেব? তার তুলনা সেই! যাক্, শেষে সেই মহাপুরুষের স্নেহ-ছায়ে লেখা পড়াও কিছু শিখ্‌লুম; ভদ্রলোক হ'লুম। তাঁরই সাহায্যে পাঁচ রকম কাজ কর্ম্ম ক'রে—শেষ স্বাধীন ব্যবসা আরম্ভ ক'র্‌লুম। বহু দেশ দেখা ছিল, কাজে সুবিধা হ'ল; খোদার মর্‌জিতে দু'পয়সা সংস্থান ক'র্‌লুম। চ'লছিল বেশ সুখ-স্বচ্ছন্দে। কিন্তু মন মান্‌লে না, এই যে সাত পুরুষের এই একরত্তি ভিটে, এই যে জন্মস্থান টুকু, যার প্রতি অণুতে দৃষ্টি প'ড়্‌লে মনে হয়— আমার পূর্ব্বপুরুষগণ কতবার এই ধূলিতে পদস্থাপন ক'রে ভ্রমণ ক'রেছেন, বুঝি এখনও এতে তাঁ'দের সে পদসৌরভ মিশ্রিত আছে; এই ভিটের মোহ আমায় এখানে টেনে আন্‌লে। এব্রাহিম সাহেব! যিনি একাধারে আমার পিতা মাতা ভ্রাতা বন্ধু, তাঁর স্নেহ-বন্ধনও আমায় আবদ্ধ রাখ্‌তে পার্‌লে না। আমি আমার এই পূর্ব্বপুরুষের সগৌরব স্মৃতি-জড়িত জীর্ণ কুটীরে ফিরে এলুম।

সোফি, সোফি, সে কুটীর আজ অট্টালিকা! যাক্, তারপর শোন্! ধন হ'লেই মানুষ ব'দ্‌লে যায়, শুধু যে সে নিজে বদ্‌লায় তা নয়; আশ্চর্য্যের বিষয় সঙ্গে সঙ্গে অন্য পাঁচজনেরও চোখ বদ্‌লায়! আর ছাই শুধু চোখ বলি কেন? চোখ মুখ হাব ভাব ভাষা সমস্তই বদ্‌লায়; ঠিক যেন পুনর্জ্জন্ম। কাজেই ছিলুম আব্‌দুল্লা, হ'লুম মীর মোহাম্মদ আব্‌দুল জব্বার; তুই ব'দ্‌লে হ'ল আপ্‌নি, চাঁটি ব'দ্‌লে হ'ল দোস্ত, যারা ছিল পর—তা'রা হ'ল আপন। অবশ্য দুই একজন লোক পূর্ব্বাপরই ভাল ব্যবহারে চ'লেছে, যেমন মোহসীন্‌দের গোষ্ঠী। কিন্তু সে ক'টি? আঙ্গুলে গোনা যায়। যা হ'ক ফিরে এসে যখন এমারত গাঁথ্‌লুম, তখন অনেক আপনার লোক—অনেক দরদি জুটে গেল। দু'চার জন মুরুব্বিও দেখা দিল, তার মধ্যে তোর বাপ কিছু বেশী। চটিস নি, খাঁটী কথাই ব'ল্‌ছি! শেষ কি দিয়ে কি হ'য়ে, তোকে নিয়ে ম'জ্‌লুম।

সোফি। যাও!

আব্। যাও নয়! লোকে ব'ল্লে বটে, যে বে থা ক'রে সংসারী হ'লুম, কিন্তু আমি—( সুরে )

"কি রকম যে হ'য়ে গেলুম, বলিব তা কাহারে?"

সোফি। আহা কত রঙ্গই জান?

আব্। রঙ্গই বটে সোফি! সংসারে সবই রঙ্গ। নইলে আর মহাপুরুষেরা দুনিয়াকে নাট্যশালা ব'লেছে কেন? ভাব্‌তে গেলেও বিশেষ তফাৎ নাই, এ পঞ্চাশ বছর—সে নয় পাঁচ ঘণ্টা; ব্যাপারটা একই। যাক্ কথাটা শেষ করি, ভাল হ'ক মন্দ হ'ক—সংসার পেতে তোকে নিয়ে দেখ্‌তে দেখ্‌তে প্রায় ছ'মাস কেটে

গেল! চ'ল্‌ছিল মন্দ নয়, কিন্তু কোথা থেকে এই বেদুইন্‌দের উপদ্রব জুটে, মনের স্বাচ্ছন্দ্য ঘুচিয়ে দিলে; সদাই ভয়—কখন্ কি হয়? তাই ভাব্‌ছিলুম কি, এমন ঝঞ্ঝাটে থাকার চেয়ে একটু নিরুপদ্রব জায়গায় যাওয়া ভাল।

সোফি। এই না তুমি বল, তোমার কোন ভয় নেই! তবে যে পালাতে চাচ্ছ?

আব্। কথাটা কি জানিস সোফি? এই ঘুরে ঘুরে এমন স্বভাব হ'য়েছে, যে এক ঠেঁয়ে ব'সে থাক্‌লে প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে; তারপরও একটু সূক্ষ্ম আছে; বলি কি মনে কর, আমি অফুরন্ত ধন রোজ্‌গার ক'রে এনেছি, যে চিরকাল ব'সে খেলে চ'ল্‌বে? তা'ত নয়, কাজেই কাজ কর্ম্মের চেষ্টাও দেখ্‌তে হয়। আর বেদুইন্‌দের ভয়টাও যে একেবারে কিছু নয়, তা ব'ল্‌লে মিছে কথা বলা হবে। তাই ব'ল্‌ছিলুম কি, চ' কিছুদিনের জন্য বসোরা যাই। কাজ কর্ম্মও চ'ল্‌বে, নিশ্চিন্তও থাকা যাবে। তারপর যখন খুসী এলেই হ'ল, কি বলিস?

সোফি। সবাইকে ছেড়ে আমি কি ক'রে যাব গা?

আব্। তবে থাক গা! বেদুইনে ধ'র্‌লে তখন নাকি সুরে কেঁদ গা! তা'রা তোমায় খোস্ মেজাজে ছেড়ে দিয়ে যাবে গা!

সোফি। ওমা তাওত বটে গা?

আব্। এখন ওগো আগো ছেড়ে, কি ক'রবে তাই বল; বেদুইন্‌দের হাতে প'ড়্‌বে—না আমার সঙ্গে বহাল তবিয়তে বসোরা যাবে?

সোফি। ওমা আমি কি ক'র্‌ব গা?

আব্। আহা, যা হয় একটা কিছু ত ক'র্‌বে গা?

## ইউসুফের প্রবেশ।

ইউ। ( কাশিয়া ) এই যে, বাবা কি ঠিক ক'র্‌লে ?

আব্‌। আজ্ঞে কি করি তাই ভাব্‌ছি।

ইউ। আমি বলি কি তোমরা বস্‌রাতেই যাও। কি জান বাবা, বড় ভয়ের কথা হ'য়ে প'ড়েছে ; তোমরা ভাল আছ জান্‌লেও অনেকটা নিশ্চিন্ত হব। আর আমরাও দেখি, যদি উপদ্রব বেড়ে যায়, তবে সব শুদ্ধ না হয় তোমাদের কাছে গিয়ে কিছুদিন কাটান যাবে।

আব্‌। সে ত বেশ ভাল কথা ! আমি বলি কি, কেন এক সঙ্গেই চ'লুন না ?

ইউ। না আরও কিছুদিন দেখি। কি জান বাবা, ঘর-সংসার ছেড়ে যাওয়া ! তা তোমরা যাও, দরকার বুঝি তবে নিশ্চয়ই যাব।

আব্‌। আজ্ঞে আমি ত সংকল্প এক রকম ঠিক্‌ই ক'রেছি। তবে এরা আপনাদের ছেড়ে যেতে চায় না।

ইউ। কে সোফি ? পাগল আর কি ! যাও মা, নেহাত দায়ঠেকেই তোমাদের তফাতে পাঠাচ্ছি, নইলে কি ছেড়ে থাক্‌তে আমাদেরই মন যায় ? উপদ্রব থাম্‌লেই আবার চ'লে এস, নইলে ত আমরাই তোমাদের কাছে যাব। নাও, আর অন্যমত না ক'রে গুছিয়ে সুছিয়ে বেরিয়ে পড়্‌বার জোগাড় কর। এখন আমি আসি ! ( প্রস্থানোদ্যোগে ফিরিয়া ) হাঁ, আর একটা কথা, পথ চ'ল্‌তে টাকা কড়ি বেশী সঙ্গে না রাখাই ভাল, কি জান পথও ত বড় ভাল নয় ! আর তোমার সেখানে গিয়ে যখন কোন

অভাব হবে না, তখন এখানে যা আছে ইচ্ছা ক'র্‌লে আমার কাছে রেখেও যেতে পার। আর বাড়ীর চাবিটী দিয়ে যেও, ঘর দোর না দেখা থাকৃলে একেবারে নোঙ্গ্‌রা হ'য়ে যাবে।

আব্‌। যে আজ্ঞা! টাকা কড়ি বিশেষ কিছু নেই, তবে চাবী ত রেখেই যাব। আপনারা বই আমার আর কে আছে?

ইউ। তা'ত বটেই, তুমি আর সোফি ত আমার একই। তবে আসি!

আব্‌। ব'স্‌বেন না?

ইউ। না, একটু দরকার আছে। সন্ধ্যার পর আমার ওখানে একবার যেও, সব ঠিক ক'রে দেব এখন। সোফি, তুইও যাস; কত দিনের মত যাবি, যে দু'দিন আছিস কাছে থাকৃবি।

প্রস্থান।

সোফি। হাঁ গা, কি কি গুছোতে হবে?

আব্‌। একেবারে যে ডানা বের ক'র্‌লে?

সোফি। যাও!—বল না, আমি সব ঠিক ক'রে রাখ্‌ছি!

আব্‌। গুছোবে আর কি? তোমার ঝা'ল ঝাঁপী, বাসন কোশন, পেঁট্‌রা পোঁট্‌লা; আর এই,—

গীত।

আব্‌। সাগর ছেঁচা অমূল্য ধন,
　　যত্নে বেঁধ অঞ্চলে!
সোফি। ভাগ্যে আমি পেয়েছিলুম,
　　নইলে যেতে জঞ্জালে!

আব্‌। মাইরি না কি কদর কত ?

সোফি। নও জহুরী বুঝ্‌বে না ত,

আব্‌। জহর তুমি জানি তা' ত,

ওগো প্রিয়া চঞ্চলে !

সোফি। নইলে কি রই সাপের মুখে,

আব্‌। বিষের থোলো আর কে রাখে ?

সোফি। সমং সমঃ শময়তি

আব্‌। তাই ত আছি মস্‌গুলে !

নেপথ্যে। আব্‌দুল জব্বার মিঞা বাড়ী আছ ?

আব্‌। যা যা স'রে যা, কে আস্‌ছে।

সোফিয়ার প্রস্থান।

নেপথ্যে। বলি মিঞা ঘরে আছ কি ?

আব্‌। কে গা কে, ভিতরে এস !

জনৈক গ্রামবাসীর প্রবেশ।

আরে কে ও, মীর সাহেব ! ভাল ভাল, কি মনে ক'রে ?

গ্রামবাসী। একটা কথা আছে, সকলে মিলে এই বেদুইন্‌দের উপদ্রব নিবারণের একটা উপায় ক'র্‌তে হবে। সন্ধ্যাপর যুক্তির জন্য মজ্‌লিস ব'স্‌বে, সবাইকে ডাকা হ'চ্ছে ; তোমায় ব'লে গেলুম, অবশ্য অবশ্য যেও।

আব্‌। তা নিশ্চয়ই, যাব। এত সবারই ভাব্‌বার কথা, কোথায় মজ্‌লিস হবে ?

গ্রামবাসী। খাঁ সাহেবের বাড়ী, আমি চ'ল্লুম; আর দেখ, যা'র সঙ্গেই দেখা হ'ক, ব'লে দিও।

আব্। আচ্ছা, আমিও বেরুচ্ছি; যতটা পারি খবর দেব।

উভয়ের ভিন্ন দিকে প্রস্থান।

—o—

## অষ্টম দৃশ্য।

দস্যু-শিবির সম্মুখস্থ ময়দান।

কাল—অপরাহ্ণ।

দুইজন দস্যু ও আস্গর।

১ম দস্যু। সে ত ঠিক! সর্দ্দার আছ, সর্দ্দারী ভাগ নাও। বাড়াবাড়ি ক'র্‌লে চ'ল্‌বে কেন?

আস্। এই বোঝ ত মিঞা, এ কথা উচিত কি না?

২য় দস্যু। আজ স্পষ্ট ব'ল্‌ব। না মানে নূতন সর্দ্দার হবে।

আস্। বলাই ত উচিত, আপনারাও যা—সেও ত তাই। তবে কিনা একটা মান; তা মান কি আর আপনাদের নেই?

১ম দস্যু। আঃ চুপ কর্, আর জ্বালাস নি। সে কি বড় সহজ মনে কর?

২য় দস্যু। কঠিন কি?

১ম দস্যু। কে সর্দ্দার হবে?

২য় দস্যু। কেন সাখাওৎ।

আস্। আহা, অমন লোক আর হয় না।

১ম দস্যু। তো বেটাকে ঘা কতক, না দিলে আর ঠিক হ'চ্ছিস নি।

আস্। আজ্ঞে—

১ম দস্যু। ফের ?

আস্। আজ্ঞে হ'য়েছে। ( মুখে অঙ্গুলি স্থাপন। )

১ম দস্যু। যাক্, তা'তেই বা সুবিধা কি ?

২য় দস্যু। অনেক! লোক ভাল, এয়ার, সমানে চ'ল্‌বে। সর্দ্দারী মান আমরাই দেব, সে ব্যস্ত হবে না।

আস্। অবশ্য!

১ম দস্যু। ফিন্ ?

আস্। কসুর হুয়া। ( পুনরায় মুখে অঙ্গুলি স্থাপন।)

অন্য একজন দস্যুর প্রবেশ।

৩য় দস্যু! কি অন্যায়, সে বাঁদীটার পঞ্চাশ আস্‌রফি দর হ'য়েছে, সর্দ্দার তা'রে বেচ্‌তে দেবে না।

আস্। এই বুঝুন্!

১ম দস্যু। তবে রে বেইমান্! ( আস্‌গরকে তাড়া করণ। )

আস্। ইয়া আল্লা। ( বেগে পলায়ন। )

২য় দস্যু। বেচ্‌তে দেবে না কেন ?

৩য় দস্যু। ঐ তার সোহাগের বেটীর আব্‌দার! বেটী তারে পাল্‌বে। সর্দ্দারের বেটী হ'লেই যে তার জন্য নিত্যি নূতন বাঁদী দিতে হবে, তার মানে কি ? তাও যদি যখন পুরা'ন গুনো বিক্রী হয়, তখন তার ভাগ দিত তবে না হয় কতক বুঝ্‌তুম।

২য় দস্যু। পুরা'ন বাঁচ্‌লে ত বিক্রী, অর্দ্ধেক ত ম'রেই যায়।

অন্য দুইজন দস্যু ও আস্‌গরের পুনঃ প্রবেশ।

৪র্থ দস্যু। এই যে, খবর শুনেছ ?

২য় দস্যু। শুন্‌লুম ত।

৫ম দস্যু। সর্দ্দার যদি বাঁদী চায়, দাম দি'ক। আর কথা না রাখে তবে আজ হ'তে তার সর্দ্দারী খতম্‌। সাখাওৎকে সর্দ্দার ক'রে আমরা নুতন দল ক'র্‌ব।

১ম দস্যু। দলাদলি কি ভাল হবে ?

আস্‌। কিছু ভয় নেই মিঞা, কিছু ভয় নেই। যা' হয় ওই একটা দিয়েই যাবে। ওর আর আদলি হবে না।

১ম দস্যু। আবার যুটিছিস বেটা বাস্তু ঘুঘু ?

২য় দস্যু। তুমি ওর উপরেই রুখ্‌ছ কেন ? ঠিক কথাই ত ব'ল্‌ছে। এর আবার দলাদলি কি ? বাবা, পয়সার কথা, অত খাতের জোগাতে রাজি নই। যার সখ থাকে—যে পারে সে জোগাক, আমরা পার্‌ব না।

৩য় দস্যু। এই ত সোজা কথা।

৮র্থ দস্যু। দুত্তোর সর্দ্দারের কিছু ব'লেছে। বলি তোমরা রাজি কি না ?

সকলে। আলবৎ রাজি।

১ম দস্যু। চুপ্‌ চুপ্‌, সর্দ্দার আস্‌ছে।

আস্‌। (স্বগত) স'রে পড়ি বাবা, কি জানি কাছে থাক্‌লে, আগুনের হল্‌কায় নিজের মুখ পোড়াও বিচিত্র নয়।

প্রস্থান।

রাবেয়া, আবদা, দস্যুপতি, সাখাওৎ ও অন্যান্য দস্যুগণের প্রবেশ।

আব্‌দা। না বাপ্‌জী, এরে দেব না। এও সেই বুড়োর মত অনেক গল্প জানে, আমি শুন্‌ব।

দ, পতি। আচ্ছা, তুই ওকে নে যা! আমি সব বুঝ্‌ছি।

আব্‌দা। আয় তুই চ'লে আয়।

রাবেয়াকে লইয়া প্রস্থান।

সাখা। যদি নেহাতই বাঁদী রাখেন, তবে দাম দিয়ে রাখুন। সর্দ্দারী মানের জন্য দর কিছু কম হ'ক! পাঁচজনের কাজ, নিজ মৎলবে চ'ল্‌লে মান্‌বে কেন? বিশেষতঃ পয়সার বেলায়।

দ, পতি। কি ব'ল্‌লি?

২য় দস্যু। অন্যায় কিছু বলে নি। কর্ত্তা হ'লে স্বার্থ ছাড়্‌তে হয়, তা' নয় আপন কোলে ঝোল টানা!

দ, পতি। তবে রে বেইমান্, মুখের উপর জবাব! এত দূর বেয়াদবি?

৪র্থ দস্যু। কিসের বেয়াদবি, বাঁদী আমরা দেব না!

দ, পতি। তোর ঘাড়ে দেবে! শয়তান!—(প্রহারোপক্রম)

সাখা। খবরদার ব'ল্‌ছি, গায়ে হাত দিও না। সর্দ্দার ব'লে ঢের স'য়েছি।

দ, পতি। তবে দেখ্‌বি! (সাখাওৎকে আক্রমণ।)

দস্যুগণ। মার সর্দ্দারকে, সর্দ্দারী ঘুচিয়ে দিচ্ছি। (আক্রমণ)

১ম দস্যু। হাঁ হাঁ, সর্ব্বনাশ হ'ল যা!

(পরস্পর যুদ্ধ ও সর্দ্দারের পতন।)

৩য় দস্যু। ঠিক হ'য়েছে, যেমন কর্ম্ম তেম্‌নি ফল। সাখাওৎ, ভাই আজ থেকে তুমি আমাদের সর্দ্দার।

২য় দস্যু। ওহে, সর্দ্দারের সেই সয়তানী বেটীকে বেচে, এই নূতন বাঁদীকে নূতন সর্দ্দারের নজর দেওয়া যাবে, কি বল?

সকলে। ঠিক কথা!

৩য় দস্যু। সে বিক্রীর টাকাও নজর দেওয়া যাবে।

৫ম দস্যু। বহুৎ আচ্ছা!

সাখা। ভাই সব! আমার আবার নজর কি? চল দুটোকেই বেচ্‌ব। ও ছার্‌পোকার বিছন যাক। বরং তোমরা আমায় সর্দ্দার ক'র্‌লে, সেই জন্য আমি এ সওদার ভাগ যা পাব, তোমাদের খাইয়ে দেব।

সকলে। বহুৎ দিলওয়ারি, বহুৎ দিলওয়ারি।

৩য় দস্যু। চল চল, এখন সুখবরটি সবাইকে দিতে হবে।

২য় দস্যু। চল, লাসটা নাও।

৫ম দস্যু। (লাস ধরিয়া) ধর পীরবক্‌স।

৪র্থ দস্যু। ধর, ধর।

লাস লইয়া সকলের প্রস্থান।

—০—

## নবম দৃশ্য।

আব্‌দুলের গৃহ-সম্মুখস্থ পথ।

কাল—রাত্রি।

মোহসীন্‌।

মোহ। শিশির-শীকরবাহী শরৎ-অনিলে,
শিহরিত ধীরে যেই কনক-কমল;

যা'র আশা-মুগ্ধ অক্লান্ত নয়নে চাহি',
নিশি শেষে হতাশ পরাণে, আঁখি-বারি—
হিমকণরূপে ঘন ঢালিত চন্দ্রমা ;
উষাতে মলিন হেরি বিধুমুখখানি,
উল্লাসে যে সরোহৃদে ফুটিত হরষে ;
ছুটিয়া আসিত যাহে, মকরন্দ আশে—
গুণ-মুগ্ধ অলিকুল করিয়া গুঞ্জন ;
প্রেমিক পাইলে যা'রে রাখিত হৃদয়ে ;
ভক্ত যাহে সাজাইত দেবতা-চরণ ;
শোকাতুর ল'য়ে যেত সমাধি-প্রাঙ্গণে—
ভগ্নপ্রাণে দিতে যায় শেষ উপহার ;
আজি সেই জগতের আদর্শ প্রসূন,
অবহেলা-বিমর্দ্দিত করি পদতলে,—
দীর্ণ, ছিন্ন, ভূলুণ্ঠিত কর্দ্দম-পুলিনে !—
মিটে গেছে সাধ আশা হাসি খেলা তার,
কঠোর আঘাতে হায় ভুলে গেছে যত—
বুক-ভরা স্নেহপ্রীতি প্রেম করুণায় ;
ছিঁড়েছে মৃণাল-ডোর প্রাণের বন্ধন,
শুকা'বে অচিরে আহা তাপিত পবনে !—
নাহি কোন আশা তার ; তবু যেন আছে-
দীর্ণ সেই বক্ষ ল'য়ে বহুক্লেশে চাহি'
কা'র ক্ষীণ রেখাঙ্কিত আশাপথ পানে ;—
নিশান্তে বিরহী মত, আশা তার—যদি—
যদি হায়,—আসে যদি সেই পথ দিয়া,

পথভ্রান্ত কোন কেহ প্রেমের পথিক ;—
পড়িলে নয়নে তার যদি তুলে লয়,
একবার শেষ যদি পরশে হৃদয়ে,
তবুও সার্থক হবে কমল-জীবন ;
হ'ক না সে মুহূর্ত্তেক, তথাপি সফল—
তথাপি স্বরগ-সুখ মুহূর্ত্ত-স্বরগ।
নহি ত প্রেমিক আমি—উদ্‌ভ্রান্ত পথিক,
নাহি ত হৃদয়ে মোর স্বরগ-সুষমা,
পূর্ণ এ পরাণ শুধু স্বার্থ-হলাহলে,
এ হৃদয়ে শান্তি নাহি পাইবে কমল !
তবু যাব আমি, যেথা আছে পথ চেয়ে
সেই দলিত কমল ; ( অচেনা পথিক—
খুঁজে লব পথ তা'র মুগ্ধ-আকর্ষণে )
হ'ক না এ সচ্ছিদ্র আধার ; হ'ক না এ
জড় প্রাণ ! আধেয় স্বগুণে, পূরাইবে
ছিদ্রকুম্ভ—এনে দেবে মধুর স্পন্দন।
আর যদি—যদি হায়,—এই মরুতুল্য
হৃদয় দরশে, আশঙ্কায় সঙ্কুচিত
হয় সে কমল ; তবে ?—তবে ?—তবে ধীর—
অতি ধীর স্পর্শে, রাখি' ফিরায়ে বদন,
নিশ্বাসে কি জানি যদি শুকায় তখনি ;
তাই ফিরায়ে বদন, অতি সন্তর্পণে
তুলি আনি দিব, তার যথা অভীপ্সিত—
যে কেন না হয়, সেই দেবতার শিরে।

শুধু দূরে থেকে একবার,—একবার
ফিরায়ে নয়ন, দেখি' চির-সাধনার
প্রাণভরা হাসিটুকু কমলের মুখে,
পরিপূর্ণ করি সাধ উদ্‌ভ্রান্ত পথিক,—
চ'লে যাবে চিরতরে অনন্তের পথে।
রাবেয়া! রাবেয়া! এত কষ্ট ছিল তোর
ভালে? অভাগিনী, আজনম দুঃখ পেতে
এসেছিলি হেথা? কত সাধ ছিল মনে,
বলিব কাহারে?—হায়, মিটিল সকলি;—
এত যত্ন করি, ঘুচা'তে নারিনু তোর
আবাল্য দুর্দ্দশা! হায়, ভাগ্য-বিপর্য্যয়—
বিধি-বিড়ম্বনা, অবিশ্বাসী ছিনু আমি;
বিশ্বাস দানিলি তুই দৃষ্টান্ত প্রদানে।
তবু—তবু শেষ বার দেখিব যতনে,—
ফিরাইতে পারি কিনা অদৃষ্টের খেলা।

একান্তে আব্‌দুলের প্রবেশ।

আব্‌। (উকি দিয়া, স্বগত) কে বাবা! বেলেল্লা জোয়ান, রাত দু'পুরে দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে বিজির বিজির ক'র্‌ছে; রকম খানা কি, অপদেবতা না চোর ছ্যাঁচর?

মোহ। আরে দস্যু হিংস্র পশু মানব আকারে,
আরে আরে বেদুইনগণ! ভগ্ন যদি
নাহি হয় শক্তি মোর প্রিয়ার কারণে,
যদি সে হেলায় মোরে দলিত না করে,

যদি তার হৃদয়েতে স্থান থাকে মোর,
নতুবা যে জ্ঞান বীর্য্য হারা হব আমি ;—
( সন্দেহ র'য়েছে তাই প্রতিজ্ঞা পালনে )
এক মাত্র সে কারণ বিনা, জেন স্থির,—
প্রতিহিংসা মোর উথলি সাগর জলে—
মুহূর্ত্তেকে মুছাইবে ধরাপৃষ্ঠ হ'তে,
চিরতরে বেদুইন্ দস্যুদল নাম।

আব্। ( স্বগত ) কি রকম বাবা ! হাত পা খিঁচুনিও যে আছে ! আচ্ছা, ঠাউরে দেখি। প্রথম ধর—নিশাচর পঞ্চবিধ, যথা,—চোর, অভিসারক, পাগল, কবি, প্রেমিক, এই পাঁচ রকমের লোক—রাত জেগে পথে ঘোরে। আরও এক রকম আছে, যা'রা কাজের খাতেরে বেরোয়—যেমন আমি মজ্লিস থেকে ফির্ছি ; কিন্তু তা'রা অমন ঠায় দাঁড়িয়ে ভঙ্গির বহর দেখায় না। সুতরাং এখন দেখ্তে হ'চ্ছে, এ অপদেবতাটী কোন লক্ষণাক্রান্ত ;— তার পর কর্ত্তব্য অবধারণ। প্রথম ধর চোর ; যথা,—

সচকিত ক্ষিপ্রগতি দৃষ্টি চারিভিতে,
সন্তর্পণে গৃহকোণে ফিরে রজনীতে।

এ ত গোড়াতেই মিল্ল না। তারপর ধর—অভিসারক; অবশ্য এখানে অজ পাড়াগেঁয়ে অভিসারকের লক্ষণই বিবেচ্য ; তার হ'ল দু'টী অধ্যায়, প্রথম—পথে, দ্বিতীয়—কাণাচে। পথের লক্ষণ,—

চ'লে যায় হাসি মুখে,          চাহে না কাহার দিকে,
এক ধ্যানে একমনে প্রিয়া-মুখ ভাবিয়া ;
কল্পনায় ভরা বুক,          ভাবি মিলনের সুখ,
পলে পলে হেসে ওঠে স্বর্গ-দ্বার খুলিয়া।

অপিচ কাণাচে,—

কোণে গিয়ে কাণ পেতে, র'য়েছে আধেক রেতে,
ভোঁ ভোঁ ক'রে মশা দেয় কটাস্ কামড়।
সন্তর্পণে হস্ত তুলে, ধীরে তা'রে ড'লে ফেলে,
শব্দ ভয়ে নাহি দেয় চটাস্ চাপড়।

সদা সচকিত কাণ, হাঁচি কাশি চেপে যান,
কুকুর দেখিলে ঘটে বিষম ফাঁপড়।
যদি কেহ দ্বার খুলে, আশে চায় আঁখি তুলে,
প্রিয়া নাহি হ'লে ত্বরা সামালে কাপড়।

এও মেলেনা। তিনে ধর উন্মাদ; যথা,—

ক্ষণে হাসি ক্ষণে রোল, তুলে করে গণ্ডগোল,
ক্ষণে স্থির ক্ষণে নৃত্য ক্ষণে উঠে কাঁদিয়া;
ক্ষণে চাহে পথ পানে, ক্ষণে রহে আনমনে,
ক্ষণে স্তব্ধ ক্ষণে যায় বিড় বিড় বকিয়া।

এর শেষটা মিল্ছে বটে! তবে কবি, প্রেমিকেরও এ লক্ষণের সঙ্গে কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। কাজেই নিশ্চিত মীমাংসা হ'ল না। আচ্ছা তার পর ধর কবি; শক্ত কথা, পুরো ব্যাখ্যায় অভিধান লিখ্তে হয়, সংক্ষেপে বুঝি,—

অহং ভুলিয়া প্রকৃতি মাঝে,
রহে সে বিভোর আপন কাজে;
জগতে রহিয়া জগতে নাই,
প্রাকৃত নয়ন উদাস তাই।

ভেদি আবরণ মরমে থাকি,
খুঁজিছে রতন বিবেক আঁখি।
সহজ সরল জীবন তা'র,
প্রকৃতি তথাপি বুঝিতে ভার।

কিন্তু এ লক্ষণ ঝাঁ ক'রে যার তার ঘাড়ে চাপান চলে না।

অন্যচ্চ,—

লম্বা গুছান চুল,　　পিরানেতে অতি ঝুল,
ফিট্ ফাট্ টেড়ী কাটা ললিত গমন ;
নিশিতে কদাচ তায়,　　বাহিরে পাবার নয়,
করে মাত্র মেয়ে-ঘাটে সাঁঝেতে ভ্রমণ।

বলে বটে সারানিশি,　　প্রকৃতির শোভারাশি,
নেহারি ফিরিয়াছিনু বিপিনে পুলিনে ;
মূলে সেটা বাজে কথা,　　রেতে ভয় যাবে কোথা,
পুথি পাঠে ঢোকে মাত্র কাব্যের কাননে।

বড় জোর,—

কচিৎ জানালা খুলি,　　লিপিক্লান্ত নেত্র তুলি,
চেয়ে দেখে ফুটিয়াছে জ্যোছনা কেমন ;
খেজুর তালের বন,　　ঝাউ করে শন্ শন্,
মেলে না তাহার সনে লিখেছে যেমন।

যাক্, এও ত নয়ই। তারপর প্রেমিক! সে লক্ষণ ধরা কিছু কঠিন ; আর ছাই প্রেমিকের লক্ষণই বা কি? সে প্রায় পাগলেরই এ পিঠ আর ও পিঠ। লোকটাও তারই একটা কিছু হবে। যাই হ'ক, চিন্তার কারণ নেই ব'লেই বোধ হয় ; সাড়া

দিয়ে বুঝি। (পদ-শব্দ-করণ) কই, খেয়াল ত করে না। (পুনরায় শব্দ-করণ)

মোহ। (ফিরিয়া দেখিল)

আব্। (স্বগত) না বাবা বদ্‌লোক নয়। তা' হ'লে এত-ক্ষণ পাঁইতারা ক'র্‌ত। (প্রকাশ্যে) কে গা, কে ওখানে?

মোহ। কে আব্‌দুল? আমি মোহসীন্।

আব্। তুমি এত রাত্রে এখানে,—মজ্‌লিসে যাও নি?

মোহ। গিয়েছিলুম, অল্পেই ফিরিছি। কি হ'ল?

আব্। স্থির হ'ল, গ্রামের সমর্থ ব্যক্তি মাত্রের আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকা। প্রয়োজন হ'লেই দলবদ্ধ হ'য়ে দস্যুর আক্রমণ প্রতিরোধ ক'র্‌তে হবে। পাড়ায় পাড়ায় এক একজন দলপতি নির্ব্বাচিত হ'ল, প্রত্যহ পালাক্রমে এক এক দলের উপর গ্রাম পাহারার ভার রইল। সে যাক্, তুমি এখানে কি ক'র্‌ছিলে?

মোহ। কিছুই না, আকাশ পাতাল ভাব্‌ছি; মনে একটা খেয়াল উঠেছে—দেশ-ভ্রমণে যাব। শুন্‌লুম, তুমি বসোরা যাচ্ছ; সঙ্গী হওয়া চলে কি না জান্‌তে এসেছিলুম।

আব্। না ভাই, শাদা কথা কইছ না!

মোহ। সত্যই তাই।

আব্। মৎলব খানা কি?

মোহ। পালান!

আব্। সে কি, কেন?

মোহ। (ঈষৎ হাস্যে) ডাকাতের জন্যে!

আব্। বল কি হে?—

বাঘ ভালুক সব উজোড় হ'ল,

শেষ—ছার্‌পোকাতে দেশ ছাড়ালে ?

মোহ। দোষই বা কি ?—সে যে শয্যাকণ্টক !

আব্। 'মাথা নেই তার মাথা ব্যথা !' তোমার ত শয্যাই নেই হে, তার আবার কণ্টক কি ? বাজে কথা ছাড়, আসল মৎলব কি ?

মোহ। আগে বল তোমার যাওয়া ঠিক কি না ?

আব্। হাঁ।

মোহ। কবে যাবে ?

আব্। পরশু ; এখন বল ?

মোহ। না শুনে ছাড়্‌বে না ?

আব্। ব'ল্‌লে সন্তুষ্ট হই।

মোহ। একটা রত্নের সন্ধানে।

আব্। তা এই গোলমালের সময় ! বাড়ীতে যদি কোন বিপদ ঘটে ?

মোহ। আরে ভাই, ডাকাতেও জায়গা বুঝে ডাকাতী করে। আর ও ত নূতন নয় ! তবে ব'ল্‌বে বছর না ঘুর্‌তেই দু'বার হ'ল ; সে কিছু নয়, শেষেরটা তা'দের পলাতক ধ'র্‌তে এসে ফাঁকে পেয়ে নিয়ে গেছে। ভায়া, ব্যবসায়ী চোর সজাগ ঘরে সিঁধ কাটে না। যদি ফের আসে, তবে দু'চার বছর পরে যখন সকলে নিশ্চিন্ত থাক্‌বে, তখন হঠাৎ একদিন এসে প'ড়্‌বে। সে চিন্তা আমার নেই।

আব্। আচ্ছা বুঝ্‌লুম ! এখন তোমার সে রত্ন কোথা আছে ?

মোহ। তা জানি নি, তবে দরে বিকোবে। ব'ল্‌তে পার,—কোথা রত্ন-ক্রেতা অধিক ?

আব্‌। ও হো, তোমার মন গিয়েছে হারিয়ে ? এখন সবই বুঝ্‌লুম। ভায়া হে !—

যৌবনের বিষম নেশা,
দুনিয়া করে অন্ধকার !
মন হারিয়ে ফেল যদি,
কুড়িয়ে আনা হবে ভার !

এঃ ঘুণ ধরিয়ে ব'সেছ !

মোহ। সে হ'ক, তোমায় যা জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম, তার উত্তর দাও।

আব্‌। তা অনেক জায়গার সন্ধান দিতে পার্‌ব। তবে বসোরা একটা বড় জায়গা বটে ! কিন্তু কথা এই, হারাধন যে খুঁজে পাবে, তার প্রমাণ কি ?

মোহ। পাব আশায় চ'লেছি, না পাই —আশায় ঘুর্‌ব।

আব্‌। এ যে ভাই, বড় বাড়াবাড়ি ?

মোহ। কমাবার উপায় নেই ; তুমি বন্ধু—বিশ্বাস ক'রে ব'লেছি।

আব্‌। নিশ্চিন্ত থাক ! কিন্তু—

মোহ। না, আর কিন্তু নেই ; আমি স্থির-সংকল্প। তুমি বন্ধু, তোমার সাহায্য পাব কি না ?

আব্‌। অবশ্যই পাবে। তোমার মত লোকের সাহায্য ক'র্‌তে পারাও সৌভাগ্য।

মোহ। তবে আমি প্রস্তুত হই ?

আব্। হও! মনের গতি—জলের মত, বর্ষা গেলেই শান্ত হ'তে পারে। কিছু দিন আমার সঙ্গে থাক, সে ভালই।

মোহ। জান ত, ধীর ধারা পাথর কাটে!

আব্। ধীর ধারা কি হঠাৎ প্লাবন তার ঠিক কি? সে দেখা যাবে।

মোহ। (ঈষৎ হাস্তে) তবে চ'ল্‌লুম, কাল দেখা হবে।

প্রস্থান।

আব্। হুঁ, হাসির রকমটা ভাল নয়! (দ্বারে আঘাত করিয়া) ওরে ও— ও রহিম! ওরে—ও রহমৎ! ওরে,—না বেটারা সব ম'রেছ। ও—সো—সো—সোফি!—ও হো, সে না বাপের বাড়ী,—ইয়া আল্লা! ওরে, ও রহিম—ওই! (দ্বারে আঘাত)



# দ্বিতীয় অঙ্ক।



## প্রথম দৃশ্য।

বসোরা—বাঁদীর হাট।

কাল—প্রভাত।

ব্যাপারী ও বাঁদীগণ।

বাঁদীগণ। গীত।

লুটে নাও ফুলের মধু, রেখ না শেষটুকু তা'র,
বাসি হ'লে শুকিয়ে যাবে, আজ গেলে কাল আর পাবে না।
পিয়ে নাও চাঁদের সুধা, ঘুমিয়ে রাত যেপ না,
প্রভাতের মলিন শশী হের্'লে চকোর আর গা'বে না।
মলয়ার মৃদু পরশ, বসন্তের ক'দিন পাবে,
মন-কোকিলা কুহুতানে যৌবনেই প্রেম শিখাবে,
বরষা আস্'বে যখন, এ নেশা ছুট্'বে তখন,
জেনে কেন সে পরিণাম ভোগের সময় ভোগ কর না।

মোহসীনের প্রবেশ।

মোহ। কোথায়—কোন্ দেশে, জগতের কোন্ প্রান্তে গেলে তারে দেখ্'তে পাব? মূর্ত্তিমতী সরলতা, ভগবানের আদর্শ সৃষ্টি, সে কোথা—কোন্ পাপিষ্ঠের করে নির্য্যাতিতা হ'চ্ছে, তা কি ক'রে জান্'তে পাব? এ কেন হয়?—নিষ্পাপ, নিরীহ, যারে

দেখ্‌লে করুণার উদ্রেক হয়, সংসারে যে সর্ব্বপ্রকারে শক্তিশূন্য, তার প্রতি শক্তিমানের অত্যাচার! কে ব'ল্‌বে কেন হয়? রাবেয়া, রাবেয়া! স্বর্গের দেবী তুমি,—শয়তানের বিলাস-সামগ্রী হবে, এই কি তোমার পরিণাম? হা হতভাগিনি! কেবল অনন্ত যাতনা ভোগ ক'র্‌তেই সংসারে এসেছিলি?

## জনৈক দালালের প্রবেশ।

দালাল। বলি কোর্ত্তা! আস্‌ছ্যান কন্ থিক্যা?

মোহ। বহুদূর হ'তে।

দালাল। বাহুরীর দ্যাশ থিকা! তা বাল ক'র্‌ছ্যান; এ বস্‌রার গুলাবী খোস্‌বা না ললি আপনাগরে হ্যাখাল আমীর ওম্‌রার চ'ল্‌বি কিসি? বাল ক'র্‌ছ্যান কোর্ত্তা, বোরই বাল ক'র্‌ছ্যান! এ্যাহন এহানে খোস মেজাজে কিছুদিন রয়্যা, পেরাণ ডারি মাজি গসি লন। এ্যাম্বা মাজবান যে দ্যাশি যাইয়া আজির ওলি, চক্‌মহানি দেহেই লোকির তাক্ লাগ্যা যায়। হ্যাদে কোর্ত্তা বাসা লইছ্যান্ কোতি?

মোহ। (নিরুত্তর)

দালাল। এ তো—বোরো কথা! বস্‌রা সহরে আস্যা ঠাঁই পান্ নি? পথে দাঁরায়্যা বাব্‌তিছ্যান। আস্যান আমার সাতি! এমন ঠাঁই দেবয়নে, যে কিছুরি নাজাই পাব্যান না।

মোহ। জায়গার জন্য আমি চিন্তিত নই। আমার এই বাজারে প্রয়োজন আছে।

দালাল। বাঁদী লবান, বাঁদী লুবান! আরে তাই কন! আমি বাব্‌ছি মিঞা তালাস করে কি? এই ত হব বাঁদী আছে,

পোছন্দ করেন—পোছন্দ করেন। দরের লাগ্যা বাব্‌বান না, তা আমি ক'র‍্যা দেবয়নে, এহি বারেই ঠগ্‌বান না।

মোহ। এ বাঁদীতে আমার প্রয়োজন নাই, আমি যা খুঁজছি তা এখানে নেই।

দালাল। বুচ্‌ছি, বুচ্‌ছি! অয় অয়, বোয়স কাল, না'লি চ'ল্‌বি ক্যা? তা আস্তান্ দ্যাহাই গ্যা।

মোহ। তুমি যা বুঝেছ—তাই বটে, কিন্তু আমি একটী পছন্দ করা লোকের চেষ্টায় এসেছি; তারে যদি পাই তবেই নোব, নইলে নয়।

দালাল। অঃ—পিরীতির ময়না খাঁচায় পোর্‌বান! তা ক'লিই অয়! এ হাটত যদি থাহে, তো নিয্যশ আপনারে লয়্যা দিমু। এহানকার যোত ব্যাপারি, হব্ হালাই আমার নেঙ্গুর ধরা।

মোহ। তা যদি পার, তবে তুমি যা পেলে সন্তুষ্ট হও, তাই তোমায় দেব।

দালাল। আস্তান কোর্ত্তা, দেহাই গ্যা! আমাক দেওয়া থোয়ার কথা বাব্‌ব্যান না, উজুরগরে গোলাম আমরা, যা তা পালিই ওল।

উভয়ের প্রস্থান।

১ম ব্যাপারী। খ'দ্দের চ'লে যায়। গান ধর্, গান ধর্! রসের সাগর উথ্‌লে উঠুক।

বাঁদীগণ। গীত।

যদি রস উথ্‌লে ওঠে, কেন তবে গুম্‌রে মর।
জোয়ারের জলের ধারা, বালিতে কি বাঁধ্‌তে পার।

ভেসে যাও স্রোতের সাথে, ফির' না আধেক পথে,
গেছে ত দু'কূল দূরে চুবন খেতে কেন ফের।

১ম ব্যাপারী। খ'দ্দেরটা রকম সই আছে, চল না দেখি!

২য় ব্যাপারী। দেখ্‌তেই ত হয়। এই, তোরা সব আয় ত!

সকলের প্রস্থান।

মোহসীন্ ও দালালের পুনঃ প্রবেশ।

মোহ। যা খুঁজ্‌লুম তা ক'ই?

দালাল। হঃ!

মোহ। এখানে যদি না এসে থাকে, তবে কোথা গেল?

দালাল। অয় কোর্ত্তা!

মোহ। কি, পূর্ব্বে এসেই বিকিয়ে গেছে? তা' হ'লে কি আমার সমস্ত যত্ন বিফল হবে?

দালাল। অইছে কোর্ত্তা অইছে! সে দিন দুড্যা বোরো খাপ্‌সুরত বাঁদী বেচ্‌ছি।

মোহ। তার মাঝে যে সে ছিল, তার প্রমাণ কি?

দালাল। রন্ রন্ বুঝি, এই এট্‌টু বাঁঠ্যা?

মোহ। তত নয়, তবে কিছু বটে।

দালাল। রোংডা গুলাবী?

মোহ। হাঁ।

দালাল। নাক্‌টা এট্‌টু তোলা, বোরির ন্যাথাল?

মোহ। হবে!

দালাল। বয়স বুজিন্ বছর ষোল?

মোহ। ঐ রকমই।

দালাল। এহিবারে হব্‌দা মোত ?

মোহ। কি ব'ল্‌ছ ?

দালাল। এই যারে হাবা বোবা কয়! কথা বার্ত্তা ক'তি চায় না, সাতেও নাই—পাঁচেও নাই; হুঁ তো হুঁ—না তো না।

মোহ। কি ক'র্‌ত ?

দালাল। গালে আত দিয়্যা ব'স্যা আপনার কথা বাব্‌ত।

মোহ। দূর পাগল!

দালাল। পাগল নয় কোর্ত্তা, ওইড্যাতিই যত গোল! আমরা বাব্‌ত্যাম হাবা, য়্যাহন বুচ্‌ছি তা নয়—পিরীতির চাপি দাবা।

মোহ। ব'ল্‌লে না দু'জন ?

দালাল। এ্যাট্‌টা তার ছন্‌বোন্যা, ভার চাপি নি; হয় যদি তো এইড্যাই।

মোহ। নামটী কি ব'ল্‌তে পার ?

দালাল। নাম,—নাম! কি য্যান ? রা—রা—

মোহ। রাবেয়া ?

দালাল। অয়—অয় কোর্ত্তা অয়!

মোহ। তা'দের কে কোথা ব'ল্‌তে পার ?

দালাল। ক'ইলাম তো ৰিক্যাইছে, দুড্যারি কিন্‌ছে একই জোনা।

মোহ। কে কিনেছে,—কত মূল্যে;—কোন উপায়ে কি ফিরে পাওয়া যায় না ?

দালাল। কিন্‌ছে সহরের মোস্ত ধোনী, বোরো ওম্‌রা; নাম

তার সলিমান্ সাহাব। তার গরে কি ট্যাহার নাজাই, যে বাঁদী বেচ্‌পি ? আর বেচ্‌লি কি মান থাহে ? লোকে ক'বি সলিমান্ সা'ব বাঁদী ব্যাচে। সে ওবি ন্যা মিঞা—সে ওবি ন্যা! তার চায়্যা চলেন, বাল দেহে এট্টা কিন্ত্যা দেই গ্যা। আঃ—যাব্যার দ্যান, ও চোহির গর্‌মাই দু'দিনি ছুট্যা যাবি।

মোহ। একবার চেষ্টা ক'রে দেখ না, যদি কোন উপায়ে ফিরাতে পার—শত মুদ্রা পুরস্কার দেব।

দালাল। সে ওলি কি আপনার কামে গোস্তাকি কোর্‌ত্যাম কোর্ত্তা!

মোহ। তবে আমায় বাড়ীটি দেখিয়ে দাও, আমি নিজে চেষ্টা ক'রে দেখি।

দালাল। কোর্ত্তা তুমি খ্যাপ্‌ছ দেহি! তা যাও, খুজ্যা দ্যাহ গা। বাজার ছার্‌্যা যাওয়ার আমার সোময় নি।

মোহ। এই নাও। ( অর্থ প্রদান ) বাড়ী দেখিয়ে দিলে আরও পাবে।

দালাল। চলেন কোর্ত্তা চলেন! আপনাগরে গোলাম আমরা, গোস্তাকি কি ক'র্‌তি পারি ? চলেন, চলেন।

মোহ। চল।

উভয়ের প্রস্থান।

——০——

## দ্বিতীয় দৃশ্য।

বসোরা—রাজপথ।

কাল—প্রভাত।

সুসজ্জিত আস্‌গর।

আস্। বেড়ে বাবা, সব ফক্কিকার;—বিস্‌মোল্লাতেই গলদ্! দিব্বি গুছিয়ে সুছিয়ে জোগাড় ক'রে, সাখাওৎকে সর্দ্দারী পাইয়ে দিলুম; ভাব্‌লুম বুঝি বরাত ফির্‌ল,—আব্‌দা বিবিকে ত পাবই, আরও কত কি? শেষ দেখি, সেই বাঘ আর বকের গল্প ফ'লে গেল; বলে দাসত্বে মুক্তি দিলুম, মাথা বের ক'র্‌তে দিলুম, এই ঢের! আর কিছু নয়, বেটা যে ছেড়ে দিয়েছে, সে শুধু ভয়ে; শেষ আবার আর কা'রও সঙ্গে মিশে, ঠিক এম্‌নি পাল্‌টা সুর গাই। কি বাবা, পদে ব'স্‌লে—জায়গায় প'ড়লে সবারই মেজাজ ব'দ্‌লে যায়? এই সাখাওৎ মিঞা চাকর ডাকে, (মৃদুস্বরে) ওরে—ওই; ও বাবা, সর্দ্দার হ'য়েই দেখি সুর ব'দ্‌লেছে, গুরু গম্ভীরে আওয়াজ দিচ্ছে,—এই! ভাগ্যে সেই খুন-খারাপীর সময় মৎলব ক'রে সর্দ্দারের তহবিল হাত্‌ড়েছিলুম; নইলে ত দেখ্‌ছি শুধু হাতে বেরুলে বিঘোরে মারা যেতুম। যাক্, এখন এই আব্‌দা ছুঁড়ী যে হাত ছাড়া হ'ল, তার কি করি? মৎলব ক'র্‌লুম, দালাল লাগিয়ে বেনামী কিন্‌ব; কোত্থেকে আমীর শালা এসে ছোঁ মেরে নে গেল। না বাবা, সহজে আশা ছাড়া হবে না! যখন নজর ধ'রেছে, আর মনটাও খরিয়েছে, তখন যে ক'রেই হ'ক আব্‌দা বিবিকে চাই। শুন্‌লুম আমীরের এক ছেলে আছে, তারই সঙ্গে যোগে যাগে ভিঁড়ে

প’ড়তে হ’চ্ছে। আর বল, নইলে চল্‌বারও ত একটা উপায় চাই। সেই বেটাকে পটাতে পার্‌লে, কোচোয়ানি গাড়ী চড়া দুইই হবে। ভদ্দরলোক ত সেজেছি, এখন যা হ’ক ক’রে মিশ্‌তে হ’চ্ছে। দেখা যাক্‌!

প্রস্থান।

বান্দা বেশে মোহসীনের প্রবেশ।

মোহ। পরিচিত কেহ নাই নগরে আমার,
ছদ্মবেশ সহজে চলিবে। একমাত্র
আব্দুলের ভয়! সহৃদয় বন্ধুবর
সরল উদার, কার্য্য শেষে দেখা হ’লে
যাচিব মার্জ্জনা! হায়, যদি সফলতা
আসে মোর সুকঠিন উদ্দেশ্য-সাধনে।

ভিখারিণীদ্বয়ের প্রবেশ।

ভিখা। গীত।

খেলা ধূলো ছেড়ে দে মন, ঘরে যাবার সময় হ’ল।
ভবে এসে খেল্‌লি কত, তবু না তোর সাধ মিটিল।
নিত্য নূতন আশার ছলা, করিস নে আর মিছে খেলা,
চোখ মেলে দেখ্‌ গেল বেলা, কাজ যে বাকী প’ড়ে র’ল।
ডেকে ঐ দেখ্‌ ব’ল্‌ছে পাখী, খেলেও ত কাজ ক’রে থাকি,
শতেক ভুলেও মনে রাখি, সে আমায় যা ব’লেছিল।
মানুষ হ’য়ে ক’র্‌লি হেলা, বৃথা যে তোর ডুব্‌লো বেলা,
যাবে যখন ভেঙ্গে খেলা, ভাব্‌বি শুধু হায় কি হ’ল।

মোহ। এ দিকে এস, ভিক্ষা নাও!

১ম ভিখা। আপনি ছেঁড়া ন্যাকড়া প'রে,
পরকে দিচ্ছেন কাপড় ধ'রে!

কি দাতার বেটা দাতা রে?—ভিক্ষে নিয়ে যাও! আ মরণ!—ইয়ার্কির আর যায়গা পাও নি? আয় লো আয়!

প্রস্থান।

মোহ। বেশ বেশ, বেশ সনে গিয়াছে সম্মান,
মিটিয়াছে বহুতর কর্ম্ম-অধিকার;
দান দয়া সদাচার তাও অনুচিত।
ধন্য রে সংসার! মানুষের পরিচয়
শুধু পরিচ্ছদে—শুধু ধনের আভাসে,
অভ্যন্তর দেখিবার নাহি প্রয়োজন।
দরিদ্র ভিখারী, সেও কিনা ঘৃণা করে
দরিদ্র দেখিয়া! ধনী কেন দোষী তবে?
সংসারে ত পদের (ই) সম্মান, যত তেজ
নামের গৌরবে! শুধু নাম, নামে যেন
ক'রে দেয় শ্রোতার পরাণে—কি যেন কি
সম্মোহন প্রভাব বিস্তৃত, স্বতঃ যাহে
নত হয় মানবের বিবেক বিচার!
শুধু কথা—শুধু নামের(ই) সংসার। যাক্,
ভ্রম কেন হয় পুনঃ পুনঃ? এবে দীন,
সম্বল বিহীন, ভৃত্যপদপ্রার্থী আমি;—
ফিরিতেছি ধনি-দ্বারে জীবিকা-সন্ধানে।

(ঈষৎ হাস্যে) আজন্ম সংস্কার, সহজে কি ভোলা যায় ?
তাহে মাত্র স্বেচ্ছালব্ধ ছলনার বেশ ;
বিশেষতঃ সদাই বিমনা আমি, তাই
মুহূর্ত্তে ভুলিয়া ছল, রহি আত্মবোধে।
না না, কোন ভ্রম যেন নাহি আসে প্রাণে,
উদ্দেশ্য বিফল তাহে হইবে আমার।
যাই দেখি সলিমান্-গৃহে, বিনা পণে
রাখে কিনা কর্ম্মহীন দরিদ্র নফর।

**প্রস্থান।**



## তৃতীয় দৃশ্য।

সলিমানের প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যান।

কাল—অপরাহ্ন।

রাবেয়া ও আব্‌দা।

আব্‌দা। সই! আমার জন্য এত পরিশ্রম কর কেন? একবার নিজ দায়িত্বের কার্য্য সম্পাদন ক'র্‌বে, আবার আমার ;— শরীরে স'বে কেন ?

রাবেয়া। তুমি আমায় সই বল কেন ?

আব্‌দা। তুমি বল, তাই বলি! 'সই হ'লেই যে তার সমস্ত ভার ঠেল্‌তে হবে, তার মানে কি ? পূর্ব্বে আমার আরও সই ছিল ; কই, তা'রা ত আমার কোন কাজ ক'রে দিত না।

রাবেয়া। তুমি কি তা'দের কিছু ক'র্‌তে ?

আব্‌দা। তা কেন ক'র্‌তে যাব? আমি সর্দ্দারের মেয়ে তখন, আমি পরের কাজ ক'র্‌ব!

রাবেয়া। তা'রাও সেই জন্যই তোমার কিছু ক'র্‌ত না।

আব্‌দা। তুমি কর কেন, তোমার কি কিছু করি?

রাবেয়া। আমি দরিদ্রের কন্যা, আবাল্য খেটে খেতে হ'য়েছে; বাড়ীতেও খাট্‌তুম—এখানেও খাটি; কিন্তু তুমি ত তা নও সই! কত বাঁদীতে তোমার হুকুম তামিল ক'রেছে, একদিনে বিপরীত অবস্থা, সেই বাঁদীর খাট্‌নি তুমি পার্‌বে কেন? তাই যতটুকু সাধ্য, তোমার সাহায্য করি।

আব্‌দা। সই! তোমার কথা বড় মিষ্টি, কেন জানি না তোমায় বড় ভালবাসতে সাধ হয়! এমনটা আর কখন কারও ওপর আমার হয় নি।

রাবেয়া। তোমার মত সরল-প্রাণ সই, আমিও আর কখন পাই নি।

আব্‌দা। তুমি আমায় যা ভাব, আমি ত তা নই সই! তোমার পিতা বুড়ো ইস্‌মাইল্‌কে আমোদের জন্য আমি কত চাবুক মেরেছি, তা'ত তুমি জান না সই।

রাবেয়া। (স্বগত) খোদা, এ কি শুন্‌লুম! (প্রকাশ্যে) তুমি—আব্‌দা! বুড়ো মানুষের উপর অত্যাচার ক'র্‌তে, প্রাণে একটুও কষ্ট হ'ত না?

আব্‌দা। তখন হ'ত না, তা হ'লে কি আর ক'র্‌তুম।

রাবেয়া। এখন?

আব্‌দা। এখন মনে হয় তার বড় কষ্ট হ'ত। কাল গুলাব আন্‌তে দেরী হওয়ায়, মিঞা সাহেব আমায় এক ঘা চাবুক

মেরেছিল, এখন পর্য্যন্ত ব্যথা র'য়েছে। আহা! এমন চাবুক আমি কতজনকে মেরেছি, তা'রা যন্ত্রণায় চীৎকার ক'রেছে,—আমি হেসেছি। কখন ত জানি নাই—সে চীৎকার কেন করে? তাই মেরেছি, তাই হেসেছি।

রাবেয়া। মিঞা সাহেব মেরেছেন! সেকি, তা ত বল নি?

আব্‌দা। ব'লে কি ক'র্‌ব সই? তুমিই ত ব'লেছ, কষ্ট সহ্য ক'র্‌তে না পারা—কেবল তার ভোগ বাড়ান।

রাবেয়া। সই! অনেক কষ্ট পেয়েছি। ভেবে দেখেছি, যেটা হ'য়ে যায়—সেটা মনে ক'রে রাখা, কেবল যাতনার সময় বাড়ান মাত্র। সে হ'ক, তুমি মিঞা সাহেবের সাম্‌নে একটু ত্রস্ত হ'য়ো। সে মনীব, সে রুখ্‌লে কে তারে বাধা দেবে?

আব্‌দা। কি ক'র্‌ব সই? মিঞা সাহেব দিন রাত মাতালের দলে থাকেন, তা'দের সাম্‌নে গেলে ভয়ে আমি কেমন হ'য়ে যাই। কি বলে, কি ক'র্‌ব, কিছুই বুঝ্‌তে পারি নি।

রাবেয়া। সই! বুড়ো যতদিন তোমাদের কাছে ছিল, শুধু কি ঐ রকম যন্ত্রণাই দিয়েছ?

আব্‌দা। তোমার পিতাকে? না সই! যখন অন্য লোক্‌কে যন্ত্রণা দিতুম, তা'রা কত কাকুতি মিনতি ক'র্‌ত, কাঁদ্‌ত, চীৎকার ক'র্‌ত, হয় ত সময়ে গালাগালি দিত; আমি আরও আমোদ পেতুম। কিন্তু ইস্‌মাইল তা ক'র্‌ত না, দু'এক দিনের পর হ'তেই সে সমস্ত অত্যাচার নীরবে সহ্য ক'র্‌ত। বড় অসহ্য হ'লে, ক্বচিৎ দীর্ঘশ্বাসে ব'লে উঠ্‌ত,—রাবেয়া, রাবেয়া! আমার প্রাণ কেঁপে যেত! আর তা'কে কষ্ট দিতে পার্‌তুম না। সে ভাব আমার সেই প্রথম। শীঘ্রই তার সঙ্গে আমার ভাব হ'য়েছিল,

আমায় যেন সে কেমন বশ ক'রে ফেলেছিল। আমি তার কাছে গল্প শুনতুম, শুনতে শুনতে মন কেমন হ'য়ে যেত, যেন কি একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা, কি একটা অশান্তি, আমার মনে আপনা আপনি এসে প'ড়ত, আমি আর কাউকেই কষ্ট দিতে পারতুম না। তার গল্পে আমি বিভোর হ'য়ে যেতুম, সেই গল্পের মেয়েদের মত হ'তে আমার ইচ্ছা ক'রত। কত কল্পনা ক'রতুম! বাপ্‌জীকে ব'ললে সে হাসত। ( অশ্রুমোচন )

রাবেয়া। সই, সই!

আব্‌দা। আমি তার সমস্ত কষ্ট দূর ক'রেছিলুম। কেন সে চ'লে গেল?—কেন তারে ধ'রতে গেল,—কেন তোমায় আনলে?—হায়, কেন আমি তোমার জন্য বাপ্‌জীকে অনুরোধ ক'রলুম! ( রুদ্ধকণ্ঠে অশ্রুমোচন )

রাবেয়া। সই, দুঃখ ক'র না। ভগবানের রাজ্যে অতি সূক্ষ্ম বিচার। আমরা আপাত দৃষ্টিতে যেটাকে ঘটনার কারণ ব'লে মনে করি—বাস্তবিক সেটা উপলক্ষ মাত্র। ভেবে দেখতে গেলে—

## মোহসীনের প্রবেশ।

একি, মোহসীন্ যে! কোত্থেকে এলে?

মোহ। তুমি কোত্থেকে এলে?

রাবেয়া। আমায় বেদুইনরা ধ'রে এনে বিক্রী ক'রেছে, আমি এখন বাঁদী।

মোহ। আমি আপনি এসেছি, এখন আমি বান্দা।

রাবেয়া। সে কি, কেন এলে?

মোহ। তোমায় কেন আন্‌লে ?

রাবেয়া। তা জানি নি !

মোহ। আমিও ব'ল্‌তে পারি নি।

প্রস্থান।

আব্‌দা। কে সই ?

রাবেয়া। জানি না।

আব্‌দা। সে কি কথা ! ( কিছুপরে ) কি ভাব্‌ছ ?

রাবেয়া। ভাব্‌ছি—কি কথা !

আব্‌দা। তোমায় বুঝ্‌তে পারি না, তুমি কি সই ?

রাবেয়া। কেন সই ?

আব্‌দা। তোমায় হাস্‌তে দেখি না, কাঁদ্‌তেও দেখি না। সুখও বুঝি না, দুঃখও বুঝি না। সাধও নাই, বিষাদ ও নাই ! তুমি কি সই ?

রাবেয়া। গীত।

যদি হাসিতে চাই দুখ আপনি আসে,
কাঁদিতে গেলে সুখ ছলিতে বসে।
তাই চাহি না মধু-নিশা, চাহি না সাঁঝ,
আমি রাখি না কোন আশা হৃদয়-মাঝ,
যেন নিয়তি ললাটে শুধু লুকিয়ে পশে।

কিছু না, জলের ঢেউ সখি ! কত উঠছে, কত মিলিয়ে যাচ্ছে। একের পর আর—তারপর আর, অবিশ্রান্তে এ গতি অনন্ত কাল চ'লেছে। আমি উঠিছি, তুমি উঠেছ, আরও কত অগণ্য অসংখ্য উঠেছে ; সব মিলিয়ে যাবে, আবার উঠ্‌বে।

আব্‌দা। তুমি কি ভাব সই ?

রাবেয়া। ভাবি, এই ঢেউ কেন ওঠে, কেন মিলিয়ে যায় ? কে তোলে, কে মিলায় ?

আব্‌দা। ঢেউ আবার কে তোলে ? বাতাসে ওঠে, বাতাসে মিলায়।

রাবেয়া। ( কিছুক্ষণ আব্‌দার মুখ চাহিয়া ) বাতাসে ওঠে, বাতাসে মিলায় ! কি কথা ব'ল্‌লে সই ? এ সহজ কথাটা এত দিন বুঝি নাই ! বাতাসে ওঠে—বাতাসে মিলায়। জল—জলই থাকে, কোন পরিবর্ত্তন নাই। যে ঢেউ তীরে আছ্‌ড়ায়, তা'তেই শুধু কর্দ্দম মেশে। সই, সই ! মাঝখান দে' চ'লে যেতে পার্‌ব কি ? শুধু মাথা তুলে দু'ধারে তটপ্রান্তে মোহমুগ্ধ আবিল তরঙ্গের আত্মনির্য্যাতন দেখ্‌তে দেখ্‌তে তীরবাহী সম্মোহন প্রতিকূল বায়ুকে উপেক্ষা ক'রে মাঝের ঢেউ আমি—মাঝখানে মিলিয়ে যেতে পার্‌ব কি ? সই, সই ! যদি ব'ল্‌লে তবে ব'লে দাও !

আব্‌দা। কি বল ছাই, বুঝ্‌তে পারি নি। এখন এস, আবার বকুনি খেতে হবে।

রাবেয়া। কি বলি, নিজেই জানি না। আমি বলি, না কেউ আমায় বলায় ? কি জানি, আমার সমস্তই যেন দিনে দিনে কেমন ঘুলিয়ে যাচ্ছে।

আব্‌দা। আবার দাঁড়িয়ে রইলে, এস না !

উভয়ের প্রস্থান।

——o——

## চতুর্থ দৃশ্য।

বসোরা—আব্‌দুলের গৃহ-কক্ষ।

কাল—প্রভাত।

আব্‌দুল।

আব্। এই খানে জীবনের দারিদ্র্যের ভোগ,
আবাল্য ক্লেশের স্মৃতি, দিয়াছিল ফেলি
তার শেষ যবনিকা। এনেছিল হাসি,
নব ভাবে নব রঙ্গে সুখের বাসর
সাজাইয়া নবসাজে রতন-প্রভায়।
প্রতি অঙ্গ এ গৃহের করিছে বহন
মোর ধনের গৌরব—অতি সযতনে
আবরিয়া সেই, শৈশবের পল্লীস্থিত—
সেই ক্ষুদ্র মোর মাতৃভূমি-বক্ষে জাত
যাতনা যতেক। কিন্তু কই, কোথা তৃপ্তি
এ গৃহে আমার? সেই যাতনার দেশ,
বিচিত্রতা-শিল্পকারু-সৌষ্ঠব-বিহীন
মরুপল্লী খানি এসেছি ছাড়িয়া, তাহে
এত ব্যথা বাজে কেন হৃদয়ে আমার?
সে ত শুধু শত্রু আর হিংস্রকের স্থান,
সে ত শুধু বালি আর উত্তাপের দেশ,
তুলনায় বসোরা যে স্বর্গতুল্য তার;
তবু কেন তা'র(ই) তরে কেঁদে উঠে প্রাণ?
হউক এ স্বর্গ কিম্বা হ'ক পল্লীস্থান,

প্রবাসী পথিক আমি—পরের এ দেশ!
হ'ক গৃহ—থাকুক সম্পদ, তবু হায়
সূত্রহীন মালার মতন, প্রশ্বাসের
অভিঘাতে ছিন্ন হয় যাহা, সেইরূপ
স্নেহ-প্রীতি-বন্ধন-বিহীন। আর সেই
অযত্ন-সঞ্জাত মোর প্রকৃতির দেশ,—
সেই স্মৃতিপূর্ণ পৈতৃক-আবাস, যার
প্রতি ধূলি-সনে জড়িত র'য়েছে মোর
পিতৃ-পিতামহদের চরণের রেণু;—
হায়, সে যে মাতৃভূমি পুণ্যভূমি মোর!—
জগতে কোথায় আছে মাতার তুলনা?
সেই স্বর্গ, স্বর্গ কভু এ নহে আমার;—
তাই প্রাণ সম্পদেও বিষাদ-কাতর!

## সোফিয়ার প্রবেশ।

সোফি। কি গো কি, খুঁজে পেলে?

আব্। কই আর পেলুম।

সোফি। আচ্ছা লোক যা হ'ক! সঙ্গে এল, কোথাও যেতে হ'লে ব'লে যাওয়া ত উচিত। ওমা, কথা নেই বার্ত্তা নেই, বেমালুম ডুব। আমরা এখন সৃষ্টি খুঁজে হল্লাক হ'চ্ছি; দেখ দেখি কি আক্কেল!

আব্। তাই ত ভাব্‌ছি!

সোফি। এখন কি ক'র্‌বে?

আব্। তাও ত ভাব্‌ছি।

সোফি। আমি বলি, এক খানা চিঠি লিখে লোক পাঠিয়ে দাও, যে এই রকম মোহসীন্ কোথায় চ'লে গেছে; আমরা খুঁজে পেলুম না। যা ক'র্‌তে হয়, তার বাপ ভাই আছে—ক'র্‌বে এখন, আমাদের ত ঝুঁকি গেল। তুমি একা মানুষ, তোমার প্রাণে আর সয় কত?

আব্। তা আমার কিন্তু আদৌ অসহ্য হয় নি; সত্য কথা ব'ল্‌তে কি, অসহ্য বা ঐ রকম কোন কথা মনে কর্‌বারও আমি কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছি নি।

সোফি। তবে যা খুসী কর, আমি আর পারি নি।

আব্। না একটু পার্‌তেই হবে।

সোফি। ওমা, কি পার্‌ব গা?

আব্। এই যে কি পারি নি ব'ল্‌লে?

সোফি। যাও, সব কথাতেই ঠাট্টা!

আব্। ঠাট্টা কি? মোহসীন্ তোমার মাথায় কত বড় ভার চাপিয়েছে, যে তুমি অস্থির হ'য়ে প'ড়েছ।

সোফি। আমার মাথায় আবার কি ভার চাপালে?

আব্। সে ত আমিও খুঁজে পাচ্ছি নি।

সোফি। তবে যে ব'ল্‌ছ?

আব্। তুমিই ত ব'ল্‌লে, অন্ততঃ কথার ধরণে সেইটা মনে এসেছিল।

সোফি। আমার না হ'ক! তোমার ত চিন্তা হ'য়েছে বটে; তা হ'লেই হ'ল। এখন কি ক'র্‌বে তাই বল?

আব্। ও প্রণয়-বন্ধনের অভিব্যক্তি? তবে ব'ল্‌তেই হ'ল! দেশে খবর সহজে দিচ্ছি নি। আর সেটা কিছু মনে

ক'র্‌লেই ত হবে না; এত দূরদেশে লোক পাঠান সহজ কথা নয়। দেখা যাক্, সে ত আর নাবালক নয় যে পথ ভুলে হারিয়েছে? আর তার মৎলবও কিছু জানি, তত চিন্তার কারণ নেই ব'লেই ত বোধ হয়। যাক্, সে যা হয় দেখা যাবে; এখন শুনি, বলি সহরে এসে লাগ্‌ছে কেমন?

সোফি। কেমন আর, ভালই!

আব্। ইঃ, কতই যেন সহর দেখে অশ্রদ্ধা ধ'রেছে! কথার মহড়া দেখ।

সোফি। দেখি যেন নাই, এই বা কি দেখালে? শুনিছি সহরে এসেছি—ঐ পর্য্যন্তই! দোলা থেকে নেবে অবধি ঘুরে ফিরে ত তোমার এই ঘরদোর গুনোই দেখ্‌ছি। সহর কি তা তোমরাই জান! গাঁয়ে বরং ছিলুম ভাল; হেথা সেথা যেতে পেতুম। এ একেবারে চন্দ্র স্থর্য্যের মুখ দেখা বন্ধ হ'য়েছে।

আব্। হবে গো হবে! কেবল এসেছ, দু'চার দিন ঠাণ্ডা হ'য়ে ঘর সংসার গুছিয়ে নাও, তারপর খুব ঘুরো।

সোফি। সে হ'ক, তুমি একবার আমায় এব্রাহিম সাহেবের বাড়ী নে চল। যাকে তুমি বাপের মত ভক্তি শ্রদ্ধা কর, আমি তার ঘর দেখ্‌লুম না—বৌ ঝীদের দেখ্‌লুম না, সে কি হয়? আমায় আজই সেখানে নে যেতে হবে।

আব্। এ কথা ব'ল্‌তে পার।

নেপথ্যে। আবদুল বাড়ীতে আছ?

আব্। ঐ এব্রাহিম সাহেবের গলার সাড়া পাচ্ছি। তুমি স'রে যাও, আমি তাঁকে আন্‌ছি।

প্রস্থান।

সোফি। যাক্, লোকটীকে ত আজ দেখ্‌ব।

প্রস্থান।

এব্রাহিম ও আহ্‌সান্ সহ আব্‌দুলের পুনঃ প্রবেশ।

এব্রা। সুখের কথা! তোমার স্ত্রী আমার পুত্রবধূতুল্যা। আমার বাড়ীতে যেতে চান, অত্যন্ত আনন্দের কথা। আগ্রহ ক'রে নে যাওয়া আমারই উচিত। এতদিন নে যেতুম, তবে কি জান,—কেবল এসেছ, ঘর সংসার নে ব্যস্ত থাকা সম্ভব মনে ক'রেই চেষ্টা করি নি। তুমি ও আহ্‌সান্ আমার প্রায় তুল্য।

আব্‌। দাস আমি! আমার বৈভব বিত্ত সুখস্বাচ্ছন্দ্য, অধিক কি আমার মনুষ্যত্বই আপনার কৃপালব্ধ। আপনার দয়ায়, আপনার স্নেহে সন্দেহ ক'র্‌ব, এত নরাধম আমি নই।

এব্রা। যা'ক্ যা'ক্! তোমায় কি আর ব'ল্‌ছি? আচ্ছা, মাকে বল, আজ বিকেলেই নে যাব; কিন্তু একটা কথা; সেখানে গেলে দু' চা'র দিন আস্‌তে পাবেন না।

আব্‌। আপনার গৃহ তার ভূ-স্বর্গ। স্বর্গবাসে আপত্তি কার?

এব্রা। বেশ ত, সর্ব্বদাই থাক্‌তে পারেন। তবে কি জান বাবা! মানুষের সংসার হ'লেই একটা পৃথক আস্তানা চাই, তাই সংসার কর্‌বার পূর্ব্বেই তোমায় এই বাড়ী ক'র্‌তে উপদেশ দিয়েছিলুম।

আব্‌। এও আপনারই গৃহ; পৃথক ব'ল্‌বেন না, তা'তে আমার কষ্ট হয়।

এব্রা। ছি, মনে কি তাই ভাবি? সে যা'ক্, তুমি যে সেই

ভদ্রলোকের কথা ব’লেছিলে—হাঁ মোহসীন্ মিঞা, তাঁর কোন সন্ধান পেলে ?

আব্। আজ্ঞে না, কোন সন্ধানই পাই নি।

এব্রা। তবে ত বড় চিন্তার বিষয় হ’য়ে প’ড়্ল। তা হ’লে উপযুক্ত অনুসন্ধানের বন্দোবস্তই ক’র্‌তে হয়।

আব্। না, বিশেষ চিন্তার কারণ বোধ হয় নেই।

এব্রা। তা তুমি যদি মনে না কর, তবে আমি ব্যস্ত হব না।

আব্। না, যা ক’র্‌তে হয় আমিই ক’র্‌ব। তবে যদি দরকার বুঝি, অবশ্যই আপনাকে ব’ল্‌ব।

এব্রা। তা’ত ব’ল্‌বেই। তবে এখন আমি আসি, বিকেলে দোলা পাঠাব, বৌমাকে পাঠিয়ে দিও।

আব্। যে আজ্ঞা।

এব্রা। এস আহ্‌সান্!

প্রস্থান।

আহ্। ভাই সাহেব! বিকালে বাড়ী থাক্‌বে ত ?

আব্। কেন ?

আহ্। অনেক দিন পর এসেছ, দেশের গল্প গুজব শোনা যেত।

আব্। বেশ ত!

উভয়ের প্রস্থান।

সোফিয়ার পুনঃ প্রবেশ।

সোফি। দিব্বি ছোক্‌রা ত! নাম ব’ল্‌লে কি আহ্‌সান্ ?

হাঁ আহ্‌সান্‌ইত ওঁর ছেলে, এদের খুব দোস্ত ; বেশ ফুট্‌ ফুটে চেহারা, হাসি হাসি মুখ, এই আহ্‌সান্‌!

## আব্‌দুলের পুনঃ প্রবেশ।

আব্‌। ওগো—ওগো!

সোফি। কি গা ?

আব্‌। আমার কি হ'ল গা ?

সোফি। কি হ'ল ?

আব্‌। ঐ যে সাহেব ব'ল্‌লে দু' চ'ার দিন আস্‌তে দেবে না। হায় হায়, তুমি যেতে চেয়েছ, দোর গোড়ায় পা দিতে না দিতেই সে কথা কেন মাথা খেয়ে ব'ল্‌লুম গা ?

সোফি। আ মরি, ঢং দেখ! দু'দিন সেখানে রইলে উনি ভেসে যাবেন। সব কাজেই অত হাঁক্‌ পাঁক্‌ কর কেন ?

আব্‌। করি কি আর সাধে ? প্রাণে যে বিষম বাধে!—

## গীত।

আব্‌। বুঝ্‌লে না ত প্রাণের রতন,
　　　　ফুলের বাঁধন কঠিন কত ?
সোফি। ( ওগো ) ব'ল্‌তে কথা শুনায় যেমন,
　　　　মূলে কিন্তু নয়কো তত।
আব্‌। ছি ছি, তুমি নও প্রেমিকা,
সোফি। তোমার মত নই ত বোকা,
আব্‌। প্রেমিক য'ারা বোকা ত'ারা ?—
সোফি।　　　　নয় অনুমান, দেখ্‌ছি তা'ত।

সোফি। নাও এখন রস রাখ, কাজ আছে।

প্রস্থান।

আব্। এমন প্রাণটা, মাঠে মারা গেল গা!

প্রস্থান।

——০——

## পঞ্চম দৃশ্য।

সলিমানের প্রাসাদ-সংলগ্ন বৃক্ষ-বাটিকা।

কাল—অপরাহ্ণ।

নসের ও আস্গর।

নসের। বড় অসুখ ক'রেছিল, সকালে আর মাথা তুল্তে পারি নি।

আস্। প্রথম কিনা, দু' চা'র দিন পরে আর হবে না।

নসের। স্নান আহারের পর ভাল ছিলুম, এখন যেন আবার কেমন বোধ হ'চ্ছে।

আস্। খোঁয়াড়ি লেগেছে, একটু খেলেই সব সেরে যাবে।

নসের। বড় ভয় করে; শেষ যদি বাপ্জী জান্তে পান?

আস্। এ সব কথা কি বাপ মার কাণে গেলে তা'রা কিছু বলে? আপনিও যেমন, লায়েক ছেলে—আরও চাপা দেবার চেষ্টা ক'র্‌বে; হাঁ, নাবালক হ'লে সে চিন্তা ছিল বটে। (ঈষৎ হাস্যে) আর আমীর সাহেবই বা একজন কম কি! আন্‌ব?

নসের। এখনই?

আস্। এই ত সময়, খোঁয়াড়ির মুখে বড় মধুর লাগ্‌বে।

নসের। (ঈষৎ হাস্যে, স্বরে)

"তাড়ি ঢাল দেও পাসানিয়া, খোঁয়াড়ি লাগল্ বা।"
বহুৎ আচ্ছা! কিন্তু খবর্দার, কেউ যেন দেখ্তে না পায়।

আস্গরের প্রস্থান।

আবার খাব? মদ খাওয়াটা ঠিক নয়, নানা দোষ ঘ'টে ওঠে। আঃ, একটু আধটু আমোদ না ক'রেই বা করি কি? নিষ্কর্ম্মা ব'সে ব'সে বিরক্তি ধ'রে গেল। সেই একঘেয়ে জীবন,—সকাল, সন্ধ্যে, দিন, রাত্রি, খাও শোও ব'সে থাক—কাঁহাতক ভাল লাগে?

আস্গরের পুনঃ প্রবেশ।

কেউ ত দেখে নি?

আস্। আমি ত পাগল নই! আপনার অত ভয় কেন? নিন্! ( মদ্য প্রদান )

নসের। বিস্মোল্লা! তোবা, তোবা! এ সময় ও কথা ব'ল্তে নেই, মদ ধর্ম্মের শত্রু; কেমন?

আস্। তবে ত কোন কথাই নেই। 'যে ধর্ম্মের শত্রু তা'র রক্ত পান ক'র্ব, শাস্ত্রে তাই বলে।'

নসের। সোভানাল্লা! তবে শত্রুর রক্ত পান করি! ( মদ্যপান )

আস্। কাল্কের চেয়ে আজ বেশ খেয়েছেন।

নসের। ওঃ বাপ্রে, কাল বিষম লেগে মরি আর কি।

আস্। প্রথম অমন হয়। শেষে কুঁজোয় মুখ দিলেও ঝাঁঝ লাগ্বে না। ( মদ্যপান ও প্রদান। )

নসের। তত পাকা হ'তে ঢের দেরী। ( মদ্যপান ) ছুনিয়ার সার জিনিষ বটে, এরেও লোকে নিন্দে করে!

আস্। যেতে দি'ন যত হাভাতের কথা। ভিখারী পোলাওয়ের গন্ধে হ্যাকার করে; তাই ব'লে পোলাওটা কি অখাদ্য ব'ল্‌তে হবে?

নসের। কদাচ নয়। চ'লুক!

আস্। না, প্রথম আর বেশী নয়।

নসের। তবে থাক্, যখন বারণ ক'র্‌ছ, ওস্তাদের কথা মানাই ভাল।

আস্। (স্বগত) বারণ তোমায় ক'র্‌ব; একে চন্দ্র—আলো দেখ্‌ছ, দুয়ে পক্ষ—উড়্‌তে হবে, তিনে চোখ, চা'রে জ্ঞান, তা'তে যদি ফের—তবে বাঁচ্‌লে, নইলে বাবা পঞ্চ বাণেই কুপোকাৎ।

নসের। বড় পিপাসা পা'চ্ছে! কোই হ্যায়?

জনৈক বান্দার প্রবেশ।

এক পেয়ালা সরবৎ পাঠিয়ে দে।

বান্দা। যো হুকুম খামিন্!

প্রস্থান।

আস্। চ'লুন বেরুই।

নসের। নেশা ধ'রেছে ভাই। শেষ কি পথে ঢলাঢলি ক'র্‌ব?

আস্। জায়গা মত গেলে, সে ভয় নেই। যা খুসী করুন, কেউ জান্‌বে না।

নসের। বল কি, কোথায় সে?

আস্। আছে, যদি যান—আমি ঠিক ক'র্‌তে পারি।

নসের। তা মন্দ কি? বাড়ীতে ফূর্ত্তি জমে না। কে কোথায় দেখ্‌বে, ভয় করে।

আস্‌। সে সব নিশ্চিন্ত জায়গা। হর্‌দম আমোদ উড়োন, কাগে বগে জান্‌বে না।

নসের। তাই নাকি, তবে দেখ না!

আস্‌। বেশ, আমি ঠিক ক'রে আসি, সন্ধ্যে বেলা নে' যাব; কিন্তু কিছু খরচ হবে।

নসের। আচ্ছা, কুছ্‌ পরোয়া নেই!

আস্‌। তবে চ'ল্‌লুম। (স্বগত) তোমার মাথাটী ভাল ক'রেই খেতে হ'চ্ছে।

প্রস্থান।

নসের। প্রাণটার ভেতর যেন রুণ্‌ঝুনু খেল্‌চে। কেয়া ফূর্ত্তি! আমীরের ছেলে হর্‌দম আমোদ লুট্‌বে,—ঠিক কথাই ত! আচ্ছা দোস্ত পেয়েছি বটে! এমন না হ'লে আমিরী?

পাত্র হস্তে আব্‌দার প্রবেশ।

কেয়া খবর বিবি সা'ব?

আব্‌দা। আপনি সরবৎ চেয়েছেন?

নসের। ও—হাঁ; দাও! (সরবৎ পান) আঃ, ঠাণ্ডা হ'লুম। ব'ল্‌তে পার বিবি, প্রাণের তৃষা কিসে যায়?

আব্‌দা। (নিরুত্তর)

নসের। উঁ? (মুখ-পানে স্থির ভাবে চাহিয়া) আব্‌দা বিবি! তুমি অতি সুন্দর! আমি অনেক সময় তোমায় দেখে থাকি, কিন্তু যেন সাধ মেটে না। কেন ব'ল্‌তে পার? সুন্দরী

ত হারেমে অনেক আছে, তা'দের ত এমন দেখ্‌তে সাধ হয় না। তুমি লজ্জা পা'চ্ছ? আমার এ কথা বলা উচিত ছিল না! কি জান, এখন মনটা কেমন হ'য়ে আছে, তাই ব'লেছি; নইলে ব'ল্‌তুম না। তুমি কি রাগ ক'র্‌ছ?

আব্‌দা। ( আনত বদনে ) আপনি এ সব কি ব'ল্‌ছেন?

নসের। কিছু না, তুমি রাগ ক'র না!

আব্‌দা। ( সেলাম করিয়া প্রস্থানোদ্যোগ। )

নসের। ব'লে যাও,—রাগ ক'র্‌লে?

আব্‌দা। আজ্ঞে না।

প্রস্থান।

নসের। ছি, মদের দোষই এই, মনের কথা চাপা থাকে না। যা ব'ল্‌ব না মনে ছিল, তাই ব'লে ফেল্‌লুম। আচ্ছা, দোষই বা কি? বাঁদীকে বল্‌বার ত আমার অধিকারই আছে। না সেটা ভাল লাগে না। বাঁদী ভাব্‌লে, বিলাসে মেশা'তে পারি কিন্তু তা'তে মন পাব না; ছি, সে ত পৈশাচিক কামনা। ( উচ্চ হাস্যে ) মদ ধ'রেছি, আর দ্রব্যগুণের কামনাটীকে ঘৃণা ক'র্‌ছি? বাহবা বুদ্ধি! ( ক্ষণেক পরে ) আব্‌দা সত্যই সুন্দরী। মনটাও যেন ভাল, যদি মন মেলে—ভালবাসা জন্মে—আঃ, মনে ক'র্‌তেই আনন্দ বোধ হ'চ্ছে। আস্‌গর কোথা গেল? না, তা'কে বলা হবে না। এ'সব কথা কাউকে ব'ল্‌তে নেই। ব'ল্‌লে মধুর কল্পনাটা ভেসে ওঠে।

প্রস্থান।

——o——

## ষষ্ঠ দৃশ্য ।

সলিমানের হারেম-সংলগ্ন রাবেয়ার কক্ষ ।

কাল—নিশীথ ।

প্রার্থনার্থ উপবিষ্টা রাবেয়া ।

রাবেয়া । যেন দূর বিস্মৃতির কোলে—ছায়াময়ী
কোন স্বপনের মত, আধ আধ কেন
মনে হয়, কি যেন—কি যেন ছিল মোর ?
যেন কোথা, শত্রু মিত্র আত্মজন সনে—
হাসা কাঁদা বাদ-বিসম্বাদ-পূর্ণ, ছিল
কোন মায়াময় সংসার আমার ! যেন—
কত জ্বালা অগণন ধরিয়াছি বুকে,
আঘাতে আঘাতে যেন,—ছিঁড়েছিল সেথা—
ধীরে ধীরে প্রীতিপূর্ণ মরমের তার-
গুলি মোর ! যেন শোক-তাপে মুহ্যমান
হ'য়ে, খুঁজেছিনু আমি—কোথা, কেবা আছে
সংসারের মাঝে, পরম করুণাময়—
জুড়াইতে স্নেহছায়ে সে জ্বালা আমার !
কত কেঁদেছিনু তাঁর চরণ আশায় ;
আকুল পরাণে ব'লেছিনু যেন,—দাও
দয়াময় মোরে, এক বিন্দু প্রেম-বারি
জুড়াইতে ভীষণ সন্তাপ । তার পর
সব অন্ধকার ! সেই ঘোর তমোমাঝে
হ'য়ে আছে ক্ষীণ স্মৃতি পথ-হারা মোর,—

ক্লান্ত—যেন ঘুমে অচেতন। তার পর
পুনঃ ফুটিল আলোক, নহে দূর—সে ত
এই সে দিনের কথা, সেই কুটীরেতে,—
পিতৃ-স্নেহে সদানন্দে শৈশব যাপন।
এ আবার কি খেলা দেখিনু, না না আর
যেন নাহি ভুলি, কে—কে তুমি, কোথা তুমি,—
এস দয়াময় অনাথ-শরণ, শূন্য
এ হৃদয়াসনে হও বিরাজিত ; দাও
নাথ, শক্তি মোরে আপনা শাসনে,—যেন
তোমা ভুলে নাহি থাকি তোমার মাঝেতে !

## গীত।

তোমায় জানি না হে ! ( অনাথ-নাথ )
চিনি না বুঝি না ভাবিতে পারি না,
তবু তোমারি চরণ-প্রয়াসী হে !
ব্যথা পেলে শুধু কেঁদে ফিরে চাই,
বিপদে অভয় পদ-ছায়া পাই,
ভুলে ভুলে ফিরি তবু নাহি ভুলি,
সে যে তোমারি অতুল দয়াতে হে।



# তৃতীয় অঙ্ক।



## প্রথম দৃশ্য।

বসোরা—আবদুলের গৃহ।

কাল—পূর্ব্বাহ্ন।

সোফিয়া।

সোফিয়া। হাঁ এরেই বলে বড় লোক! আহ্সানদের বাড়ী কি দেখ্লুম! কেমন ঘর দোর, কেমন সাজান বাগান, ফুলের কেয়ারী, পরী-চেহারা—মাঝে ফোয়ারা উঠ্ছে। কত লোকজন বান্দা বাঁদী, ঘরে ঘরে জাজিম পাতা; কত ছবি, মেয়েদের গায়ে গহনা কত! আমি যে সখের পোষাক প'রে গেছ্লুম, তা'রা তা দিন রাত পরে। আবার গাঁয়ের লোকে কি না আমাদের মিন্সেকে ব'ল্ত বড়লোক; আ আমার বড় লোক রে? অধঃপেতে পোড়ারমুখো পাড়াগেঁয়ে ভূতগুনো বড় লোক ত কখন দেখে নি, তাই যে একটা কোটা-বাড়ী করে, দু'টাকা নাড়ে চাড়ে তা'রেই ভাবে মস্ত লোক। বাবা আমার এরি সঙ্গে বে দিতে, না বুঝে কতই ব্যস্ত হ'য়েছিল। তখন যদি একবার এ সব জায়গা দেখে যেত? মা আবার বলে কি না মিন্সের মন জুগিয়ে চ'ল্তে, নইলে যদি তালাক্ দেয়! দেয় দি'ক না—আমি ত বাঁচি। আহ্সানের আমার ওপর চোখ প'ড়েছে। তা'দের বাড়ীতে দেখা হ'লে কেমন যেন ভাব ক'র্ত,—তা কি আর বুঝি নি? বাবা আস্তে চেয়েছে, টাকার দরকার হ'লে নিশ্চয়ই আস্বে। তখন স্পষ্ট ব'লব, দেবার মত লোকের হাতে দিলে দু'হাতে

দিতুম। এর আছে কি ছাই যে দেব? ভারি দু'দশ হাজার টাকা! দেখি, সে কিছু উপায় ক'র্‌তে পারে কি না?

## আব্‌দুলের প্রবেশ।

আব্‌। ও গো, একটা সুখবর আছে।

সোফি। কি?

আব্‌। খুসী হ'য়ে খবর দিতে এলুম, আর ন্যাড়া বোঁচা কথায় জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে কি?

সোফি। তবে আবার কতখানি কথা ব'ল্‌তে হবে?

আব্‌। অন্ততঃ বলা উচিত ছিল,—কি গো কি, বল না কি? আরও দু'টো সাধ্য সাধনা।

সোফি। বাজে না ব'ক্‌লে কি কথা হয় না?

আব্‌। কথায় হিসাবী হওয়া ভাল বটে, কিন্তু ব্যক্তি-বিশেষে!

সোফি। কেন?

আব্‌। দেখ, বহির্জগৎটা কেবল আদব কায়দায় বাঁধা, তার মধ্যে হাঁফ্‌ জিড়োবার স্থান—স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরে। যদি তা'দের মধ্যেও চোস্ত কথা অর্থাৎ সেই বন্ধন এসে পড়ে, তবে সংসারটা যে একেবারেই দুর্ব্বহ হ'য়ে প'ড়্‌বে।

সোফি। নাও, তোমায় আর মোল্লাগিরি ফলাতে হবে না। ইচ্ছা হয় ত কথাটা বল।

আব্‌। সোফি! সহরে এসে তোমার যেন কিছু পরিবর্ত্তন বোধ হ'চ্ছে। অনভ্যাসে একা এমন আবদ্ধ স্থানে থাক্‌তে কষ্ট হওয়া আশ্চর্য্য নয়; তাই যদি কারণ হয়, তবে না হয়

আরও একবার এব্রাহিম সাহেবের বাড়ী গিয়ে দু'চা'র দিন কাটিয়ে এস। সেখানে ত তুমি ভাল ছিলে ব'লেছ।

সোফি। সে যেতে হ'লে, আমি কিন্তু ভাল পোষাক না পে'লে যাব না।

আব্। ও, এতক্ষণে তোমার ভাব বু'ঝ্লুম। সেখান থেকে ফিরেই মেজাজ ব'দ্লেছে বটে। দেখ্ সোফি! আমি পাড়াগাঁয়ের ধনী হ'লেও এখানকার কেউ নই। এখানে বড়র বড় তস্য বড় আছে। কি জানিস, এই রকম সহরগুনো দুনিয়ার পরীস্থান—উপভোগের, বিলাসের কেন্দ্রভূমি। যার ক্ষমতা আছে, সে পল্লীর সেই সংযমের মধ্যে বাস ক'র্তে চায় না; কারণ ধন-মদই সর্ব্বাপেক্ষা বিলাস ও লালসার উত্তেজক। তাই দেশের অধিকাংশ ধনী, তা'দের ধন-মদের তৃপ্তিস্থান—বিলাস-বাসনের অবাধ ক্ষেত্র সহরে এসে জোটে। এখানে তুলনা ক'রে মন ভার ক'র্লে, ফকীরের ছেলের ঘোড়া রোগের মত অসাধ্য হ'য়ে উঠ্বে। আজ এব্রাহিম সাহেবের পরিবারের সাজ-শয্যা দেখে আপ্শোষ হ'চ্ছে, কিন্তু কাল যদি আবার তা'দের মত পোষাকে সলিমান্ সাহেবের বাড়ী যাস, তবে ঠিক আবার এই ভাবই বোধ হবে। শোন্, মনের তৃপ্তি মনে! যা আছে তাইতেই খুসী হ'তে শেখ্, দেখ্বি অভাব চ'লে যাবে। মানুষের দীনতা বা হীনতা শুধু মনেরই বিকার, নইলে বাস্তব জগতে যার কোন শারীরিক দৈন্য নেই, সে কখন দীন নয়,—যার মানসিক হীনতা নেই, সে কখন হীন নয়! বুঝ্লি?

সোফি। তা ব'লে, একেবারে তা'দের দাসী বাঁদীর মত সেজে যেতে হবে?

আব্। তাঁদের অনুগ্রহেই আমার সব। দাসী বাঁদী হ'লেও অপমান নেই, বরং সমতা দেখাতে যাওয়াই লঘু চিত্তের পরিচায়ক। তা যাক্, আমি যতটা সম্ভব ভাল পোষাক এনে দিচ্ছি। কাল না হয় সেখানে যেও, আর মন গুম্‌রো না।

সোফি। হ্যাঁগা, কি ব'ল্‌তে এসেছিলে?

আব্। তবু যা হ'ক মেঘ কেটেছে। ব'ল্‌ব আর কি, মোহসীনের সন্ধান পেয়েছি, তার সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল।

সোফি। কোথা আছে?

আব্। আর কিছু জান্‌তে চেও না, এখন ঐ পর্য্যন্তই; তবে সে ভাল আছে।

সোফি। এর জন্য এত কথা?

আব্। শুধুই কি তাই? যে কোন রকমে তোমার চাঁদ-মুখের দুটী বাণী শ্রবণ! বুঝ্‌লে কিনা,—

## গীত।

(এই) নীরস-তৃণে নীহার তব পেলবাধর-বাক্য-সুধা।
তাই ত আকুল চন্দ্রাননে, আঁখি মেলি মিটাও ক্ষুধা।
শাদা মেঘে ফল কি বল, বর্ষে না সে ঢাকে আলো,
নীহারটুকু শেষ সম্বল, তা'তেও নিঠুর সাধে বাধা।

কি রকম, পাল্‌টা দিলে না? একেবারে ঘুণ ধ'রেছে!

সোফি। আমার এখন ভাল লাগ্‌ছে না।

আব্। খোদার মর্‌জি! যাই পোষাকের চেষ্টাই দেখে আসি। তা'তেও যদি কিছু বর্ষে।

প্রস্থান।

সোফি। বোধ হয় সন্দেহ ক'র্‌বে ? তা' করুক না, আমিও ত তাই চাই। শেষে যদি ?—না আগেই চটান ভাল নয় ; সব দিকে বুঝি, বাবাও আসুক। যা'ক, পোষাক ত আস্‌ছে ; পসন্দ হ'লে, দু'টো মিষ্টি কথা ব'ল্‌তে হবে।

আহ্‌সানের প্রবেশ।

আহ্‌। আব্‌দুল, আব্‌দুল !

সোফি। ( ঈষৎ ব্যস্তে মুখাবরণ দিয়া ) সে বেরিয়ে গেল !

আহ্‌। কোথা ?

সোফি। ( কম্পিতস্বরে ) পোষাক কিন্‌তে।

আহ্‌। আপনার ? তবে আমিও যাই।

সোফি। সে এখনই ফির্‌বে।

আহ্‌। না, দেখি কি পোষাক কেনে।

প্রস্থান।

সোফি। কথা ত ব'লে ফেল্‌লুম, শুন্‌লে হয় ত রাগ ক'র্‌বে। রাগের কথা কি ? এব্রাহিম সাহেবের ছেলে, তার প্রাণের বন্ধু, তার সঙ্গেই ত ব'লেছি। আহ্‌সান্‌ হয় ত ব'ল্‌বেই না। যদি না বলে, তবে আরও মন বোঝা যাবে। এবার তা'দের বাড়ী গেলে হয় ত কত কথাই হবে। মনের টান খুব আছে, নইলে আমার পোষাক বুঝ্‌তে পেরেই পসন্দ ক'র্‌তে গেল কেন ? বেশ লোক কিন্তু !—

প্রস্থান।

———o———

## দ্বিতীয় দৃশ্য।

সলিমানের ভৃত্যাবাসের সম্মুখ।

কাল—সায়াহ্ন।

আব্‌দা।

### গীত।

কি যেন আজ মনের পাশে, লুকিয়ে হেসে চ'লে যায়।
লহরটী তা'র ঘুরে ঘুরে প্রাণের সুরে মিশে রয়।
এ যেন কি নূতন খেলা, খেল্‌তে সাধে পরাণ ধায়,
জানি না এ নূতন তানে হৃদয়-বীণা কে বাজায়।

রাবেয়ার প্রবেশ।

রাবেয়া। এত কি কথা সই ?

আব্‌দা। কি কথা ?

রাবেয়া। গাচ্ছিলে যে ?

আব্‌দা। ও অম্‌নি একটা গান।

রাবেয়া। মনের সঙ্গে গানের সম্বন্ধ। মন যেমন চায়, তেম্‌নি গান মনে পড়ে। দুঃখের সময় সুখের গান, সুখের সময় শোকের গান, কেউ কখন গেতে পারে না। যদি বা গায়, তা'তে প্রাণের তারে ঝঙ্কার দেয় না, তাই বেসুর বেলয় না হ'লেও সে যে নীরস সখী ?—এ যে সই রসে ভঁরা !

আব্‌দা। কি জানি সই, অত কথা জানি না।

রাবেয়া। জান্‌তে না সই, এখন জেনেছ। প্রাণে প্রেমের বাতাস ব'য়েছে, মলিন কুয়াসা উড়ে গেছে, শুধু স্নিগ্ধ আলোকে

নূতন নয়ন নবীন জগৎ দেখ্‌ছে। সে ধু ধু মরুভূমির মত বালির চড়ায় প্রেমের পলি প'ড়েছে। তীক্ষ্ণ নীরস জ্বালাময় বালুকাপুঞ্জ এখন নয়ন-মনোমুগ্ধকর শ্যাম-তৃণ-সুশোভিত। তরঙ্গিণীর ভয়াবহ গর্জ্জন এখন মধুর কল-তানে মুখরিত। লুকিও না সই!

আব্‌দা। না, লুকোব না সই। সত্যই আমি কি হ'য়েছি। তোমার অনুসরণ ক'র্‌তে চাই, পারি নি কেন সই?

রাবেয়া। যার প্রাণ যে দিকে টানে সেইটীই তা'র ভাল। আত্ম-বঞ্চনায় যে সাধনার আরম্ভ, তা চিরদিনই বিফল হ'য়ে থাকে। তবে সু কু বেছে চল। আর তুফান তুল' না সই, নূতন বাঁধ ভর সবে না।

আব্‌দা। বুঝিছি সই, তুমি জেনেছ!

রাবেয়া। জেনেছি। তোমার প্রতি আমীরজাদার ব্যবহার দেখে, মনে স্বভাবতই খট্‌কা লেগেছিল; তবু যা কিছু সন্দেহ ছিল, আজ গান শুনে তা মিটে গেছে।

আব্‌দা। কি ক'র্‌ব সই?

রাবেয়া। প্রাণ কি চায়?

আব্‌দা। তা কি বোঝ নি?

রাবেয়া। পাঁচটায় মিশে দূরে স'রে গেছিলে সই, প্রেম তোমায় ফিরিয়েছে। ভালবেস—তা'তেই তা'কে দেখ্‌তে পাবে। সে আমার এক, কেবল পথই বহু; তা'রে ভুল না, সে তোমায় দেখবে। সাবধান, বিপথে চ'ল না সখি!

প্রস্থান।

আব্‌দা। বিপথে যাব না? পথাপথ যে চিনি না। কি ছিলাম, কি হ'য়েছি? আমার যে সবই নূতন। কেবল

একটী—একটী নূতন নয়! সেটী স্মৃতি। কেন সে একেবারে চ'লে যায় না? ওঃ, কি ভয়ানক! দাও খোদা, আমায় সব ভুলিয়ে—নূতন জীবন ক'রে দাও! বাল্যের দস্যু-দুহিতা আমি—আর এ আমি, যেন এক ব'লে না মনে থাকে।

আস্‌গরের প্রবেশ।

আস্। বিবিজান্!

আব্‌দা। কি চাও? তোমায় অমন্ ক'রে ডাক্‌তে আমি নিষেধ ক'রেছি, মনে নেই?

আস্। তোমার কথা মনে নেই। তুমি যে আমায় মেরে রেখেছ জানি! প্রাণ দিন রাত্তির আই ঢাই ক'র্‌ছে, আহার নিদ্রার ফুর্‌সৎ পাই না। ব'ল্‌তে গেলে এক রকম হ'ন্যে হ'য়ে আছি। হায়, তবু তুমি আমার উপর এত নারাজ কেন?

আব্‌দা। (স্বগত) ভগবন্! এ সয়তানের হাত থেকে আমায় মুক্ত ক'রে দাও।

আস্। তবে জানি! মেহেরবানী হবে কি? সত্যি সত্যি আশা ক'র্‌তে পারি কি,—(সুরে)

আমার যৌবন গোবরের তুমি হবে পদ্মফুল,
গোব্‌রে পোকা ঝেঁটিয়ে তেড়ে, আন্‌বে অলিকুল।

আব্‌দা। আবার! কেন তুমি আমায় দিন রাত বিরক্ত কর?

আস্। বটে, বিরক্ত করা হ'ল? ভাল, কথাটাই তবে খোলসা হ'ক। বলি, আমায় সাদি ক'রে, স্বাধীনভাবে ঘর সংসার করাই ভাল, না বাঁদীগিরিই ভাল? তুমি বল, আমি এখনই আমীরজাদাকে ব'লে তোমায় খালাস ক'রে নিচ্ছি।

আব্দা। আমি তোমার অত অনুগ্রহ চাই নি! যদি তত দয়া হ'য়ে থাকে, তবে আমায় আর জ্বালাতন না ক'র্‌লেই আমি যথেষ্ট মনে ক'র্‌তে পারি।

আস্। ভালবাসা কি জ্বালাতন?

আব্দা। নরাধম কুক্কুর! তুমি আমার পিতৃহত্যার অন্যতম কারণ, আমি তোমায় অন্তরের সহিত ঘৃণা করি। মূর্খ, ভালবাসার মর্ম্ম তুমি কি বুঝ্‌বে?

আস্। সে ঘটনায় আমার অপরাধটা কি?

আব্দা। সে আমি তোমায় কারণ দেখাতে বাধ্য নই!

আস্। না, তা ব'ল্‌তে হবে। খামাকা একটা দোষ চাপালেই ত হ'ল না?

আব্দা। দূর হ'ক ছাই।

প্রস্থান।

আস্। দূর নেহাত সহজে হ'চ্ছি নি বাবা! দেখা যাক্, মেয়ে মানুষের জানই কত কড়া। ঘ'স্‌তে ঘ'স্‌তে পাথর ক্ষয় যায়, আর এর গুমর যাবে না?

নসেরের প্রবেশ।

নসের। ওহে, এব্রাহিম সাহেব যে নিমন্ত্রণ ক'রে গেল; কি করি বল ত?

আস্। রাত্রে?

নসের। হাঁ!

আস্। সর্ব্বনাশ, আজ যে গুলবাহার খাবার জোগাড় রাখ্‌বে ব'লেছে?

নসের। তাই ত ভাব্‌ছি, কি করি?

আস্‌। না সে হ'তেই পারে না। এব্রাহিম মিঞাকে বরং খবর দেওয়া যাক্‌ যে হঠাৎ আপনার অসুখ ক'রেছে।

নসের। একেবারে ডাহা মিছে কথাটা?—

আস্‌। নইলে উপায় কি?

নসের। সে কিন্তু তুমি না হ'লে হবে না।

আস্‌। বেশ, আমিই যাব।

নসের। যাব নয়, তা হ'লে এখনই যাও। ভদ্রলোক শেষে আয়োজন না ক'রে বসে।

আস্‌। আচ্ছা চ'ল্‌লুম। এমন আমোদ কিছুতেই নষ্ট করা যেতে পারে না।

প্রস্থান।

নসের। বাঃ, দিনের পর দিন চরিত্রের কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হ'য়ে আস্‌ছে। মদ ধ'র্‌লুম,—কুৎসিৎ আসক্তি এসে প'ড়্‌ল, সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যা দেখা দিয়েছে। আরও কত হবে, কে জানে? আগে ভাব্‌তুম, মানুষ অধঃপাতে যায় কেন? এখন ভাব্‌ছি,—যাচ্ছি কেন? কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই; সে 'কেন'র আর উত্তর ঠিক হ'ল না। আশ্চর্য্য এই যে,—ভাব্‌ছি—তবু যাচ্ছি। তবে সে নিষ্ফল ভাবনায় দরকার কি? তার চেয়ে নির্ভাবনা ভাল। দুনিয়ায় এসেছি কেন?—জানি না! যাব—কেন? জানি না। আদিও জানি না, অন্তও জানি না। তবে আর মাঝখান্‌টা জান্‌বার চেষ্টায় দরকার কি? সেটাও জানি না(ই) থাক।

## একান্তে আব্‌দার পুনঃ প্রবেশ।

আব্‌দা। (স্বগত) আমার জীবনের অমা-রজনীর অবসানে এ কি আলো ছায়া আবার এসে জুট্‌ল? নসের আলো, আস্‌গর অন্ধকার, আবার আমায় ঘোর অন্ধকারে ডুবিয়ে দিতে চায়। ধ্রুবতারা রাবেয়া—পথ-প্রদর্শিকা; ত্রিশক্তির কি আশ্চর্য্য সংঘর্ষণ! নসেরে আস্‌গরে—এ আলোয় অন্ধকারে কেমন ক'রে মিশে আছে? হয় আলো—নয় অন্ধকার! তবে কি নসের আলেয়ার আলো? তা যদি হয়—রক্ষা ক'র দয়াময় কুহকে যেন না ভুলি!

নসের। এই যে আমার দিল্‌-বাগিচার গুল-আনার!

আব্‌দা। আমি বাঁদী, বাঁদীর সঙ্গে বাঁদী জেনেই আলাপ ক'র্‌বেন।

নসের। ছি, ফের সেই কথা। ব'লেছি ত তুমি আমার কলিজা।

আব্‌দা। একি ঠিক ব'লেছেন?

নসের। বিশ্বাস না হ'লে কি ক'র্‌ব জানি?

আব্‌দা। না না, অবিশ্বাস নয়! তবু এখনও ত আপনার ও সম্বোধনের অধিকার জন্মে নি?

নসের। সে শুধু তোমার অনুগ্রহ হ'লেই হয়।

আব্‌দা। অনুগ্রহ আপনার।

নসের। সে কি কথা? মাথায় তুলে রাখ্‌ব! (হস্তচুম্বন)

আব্‌দা। কিন্তু?—

নসের। কিন্তু কি?

আব্দা। বাঁদীর সঙ্গে বিবাহে আমীর সাহেব মত দেবেন কি ?

নসের। বে! সে কি, কা'র সঙ্গে,—তোমায় আমায় ? পাগল আর কি! সেই দিনই আমীর সাহেব দু'জনকে দূর ক'রে দেবেন। তা কি হয় ?

আব্দা। তবে আপনি কি আমায় ?—ছি !

প্রস্থান।

নসের। বস্! এত কথা—এত প্রণয়, এক কথাতেই ছি! স্ত্রী-চরিত্রের কি অদ্ভুত রহস্য! না না, এটা যে স্বাভাবিক! আব্দার উচ্চ আশা—দুরাশা। কিন্তু দোষী কে ? আমি! আমিই তা'রে এ দুরাশা হৃদয়ে পোষণ ক'র্তে প্রশ্রয় দিয়েছি। আমি গ'ড়েছিলুম—আমি ভেঙ্গে দিলুম, বস্! ( চিন্তা করিয়া ) বিবাহ কি অসম্ভব ? না, আমার মন ছোট হ'য়েছে, তাই ? যে চ'খে আব্দাকে প্রথম দেখেছিলুম, ভালবাসা জানিয়েছিলুম, সে চোখ—সে মন আর আমার নাই! বুঝি সে সাহসও নাই। নিরীহা রমণী!—মনঃক্ষুন্ন হ'লে ? হ'লে হ'লেই—আমি কি ক'র্ব ? ( চিন্তা করিয়া ) হয় ত কিছু ক'র্তে পার্তুম—কিন্তু করে কে ?—আমার আমিত্ব অনেক দূরে চ'লে গেছে, আর তা'কে বশে আন্তে পারি না। যানে দেও !

প্রস্থান।

আস্গরের পুনঃ প্রবেশ।

আস্। কি রকম বাবা! হাত ধরাধরি—প্রেমের ঝাঁকুনি, ব্যাপারখানা কি ? ডুব দিয়ে জল খাও, হুঁ! আর আমি শালা

হা প্রত্যাশায় এতকাল ঘুরে ম'র্‌ছি, দেখেও দেখ না! আমীর-জাদার ধন দৌলতে মন ধ'রেছে, বটে! আচ্ছা, দেখি কত ধানে কত চা'ল বেরোয়। কি ভাগ্য বাবা, এব্রাহিম সাহেবকে পথেই পেয়েছিলুম, নইলে ত তোমাদের এ রঙ্গ রস আঁধারেই থাকৃত। আচ্ছা!

প্রস্থান।

—o—

## তৃতীয় দৃশ্য।

আব্‌দার কক্ষ।

কাল—রাত্রি।

চিন্তামগ্না আব্‌দার প্রবেশ।

আব্‌দা। না, কিছুতেই হ'ল না। মন আমার বশ হবে না। কি ক'রে হবে? আশৈশব কেউ ত আমাকে মন বশ ক'র্‌তে শেখায় নি। প্রবৃত্তির দমন ক'র্‌তে হয়, সদসৎ বিবেচনা রাখ্‌তে হয়, সংযম সদ্বিবেক যে জীবনপথের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন, তা কেউ আমাকে বলে নি। শুধু অসংযত চিত্তের আত্মঘাতী বীভৎসাচরণ প্রত্যক্ষ ক'রেছি। শুধু ক্ষণতৃপ্তিকামী জনের ভীষণ কলুষিত কামনার স্রোত প্রবাহিত হ'তে দেখেছি। কখন দেখি নি, কখন বুঝি নি, কখন ভাবি নি যে অদৃষ্টের নিষ্ঠুর উপহাসের ক্ষণিক বিজলীর ভবিষ্যৎ ঘোর-তমোরাশি-সমাচ্ছন্ন। কল্পনা কখন ততদূর যায় নি যে এর পর আর কিছু আছে। তবে?—তবে আমি কেমন ক'রে আত্মশাসন ক'র্‌ব? (শয্যায় উপবেশন) দাও দয়াময়, আমার এ আগুন নিবিয়ে দাও!

এ জ্বালাময়ী অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার তুষানল হ'তে আমায় মুক্ত ক'রে দাও! দাও—ব'লে দাও, কি জ্ঞানের অধিকারী হ'লে, কোন অমৃতরাশি স্পর্শ ক'র্‌লে আমার এ কামনা নির্ব্বাপিত হ'তে পারে? কখন ত তোমাকে জানি নি প্রভো! কি তুমি—কেমন তুমি, কখন ত শুনি নি প্রভো! কি ব'লে ডাকৃতে হয়, কি ক'রে কাঁদ্‌তে হয়, কি ক'রে তোমায় ভাব্‌তে হয়, কখন ত কেউ বলে নি প্রভো! তাই তোমায় চিনি না, তাই তোমায় জানি না। তা ব'লে কি দয়া ক'র্‌বে না; অজ্ঞানের অপরাধ কি মার্জ্জনীয় নয়? না না, তুমি যে দয়াময়, অবশ্য দয়া ক'র্‌বে। দয়া ত ক'রেছ প্রভু, নইলে কে সে রাবেয়া—তা'র উপদেশে আমার নয়নে এ নূতন রশ্মি প্রতিভাত হবে। সর্ব্বভূতময়! রাবেয়ার সে অমৃতময় উপদেশ তোমারই বিভূতি মাত্র। তবে আমার ভয় কি? তুমি রাবেয়ারও যেমন—আমারও তেমন। (ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া) কি ভ্রম! চিরবিলাসলালিত, আবাল্য শত শত কলুষ-প্রবৃত্তির অনুকূল স্রোতে ভাসমান যুবকের হৃদয়ে আমি স্বর্গীয় প্রেমের স্থিতি-সম্ভাবনা ক'রেছিলুম। বিষধরের দন্তে অমৃতের অনুসন্ধান?—কি উন্মাদ আকাঙ্ক্ষা! (ক্ষণপরে) আমি কি ভালবাস্‌তুম? কই না;—ভালবাস্‌লে আবার তা'রে পিশাচ মনে ক'র্‌ব কেন? অন্ধকার—জীবন আমার এখনও অন্ধকার, তাই এ পদস্খলন—তাই এ আলেয়া-বিভ্রম। (শয়ন)

## আস্‌গরের প্রবেশ।

আস্। (স্বগত) হয় এস্‌পার নয় ওস্‌পার! এতদিন এত সাধ্য-সাধনা ক'র্‌ছি, তবু মন নরম হ'ল না! এত তাচ্ছীল্য

কেন? আমি কি মানুষ নই? আমীরজাদা, তা'র সঙ্গে কালকের পরিচয়,—তা'তেও এত! আর আজ আমি কতদিন পায়ে পায়ে ফির্ছি। না তা'র পয়সা দেখেছ, তাই? মেয়ে মানুষে এতদূর হতশ্রদ্ধা ক'র্বে, চ'খের উপর অন্যের সঙ্গে প্রণয় ক'র্বে, তাই সহ্য ক'র্তে হ'বে? তা'র চেয়ে মরণও ভাল। এই যে, এ কি ঘুমিয়েছে?

আব্দা। ( দেখিয়া ) কে, কে তুমি?

আস্। আমি তোমার প্রেম-সায়রের শেওলা জানি!

আব্দা। ( উঠিয়া ) সয়তান্! তুমি কেন এখানে?

আস্। তাও ত বটে আমি যে আমীরজাদা নই।

আব্দা। এখনই বেরোও ব'ল্ছি, নইলে আমি চীৎকার ক'র্ব।

আস্। সবুর, ঠাণ্ডা মেজাজ রাখ! অত বাড়াবাড়ি কেন?

আব্দা। তুমি বেরুবে কি না?

আস্। আল্বৎ বেরুব। কিন্তু আমার ক'টী কথা আছে, আগে তা'র উত্তর চাই।

আব্দা। কোন কথা শুন্তে চাই নি, তুমি দূর হও।

আস্। আমি দূর হব না! ভাল কথায় যা বলি শোন, নইলে গোলে প'ড়্বে।

আব্দা। ( চীৎকার স্বরে ) কে কোথায় আছ—

আস্। দেখ্বে তবে?—( অগ্রসর হওন )

আব্দা। বেইমান্, গোলাম! ( পাদুকা নিক্ষেপ )

আস্। তবে রে সয়তানি! ( সক্রোধে আক্রমণ )

আব্দা। ( চীৎকার স্বরে ) কে আছ, আমায় বাঁচাও!

মোহসীনের প্রবেশ।

মোহ। ( আস্‌গরের গ্রীবা ধরিয়া ) কে তুই পিশাচ, রমণীর প্রতি অত্যাচারে উদ্যত হ'য়েছিস ?

আস্। ( হস্ত মুক্তির চেষ্টা করিয়া ) খবর্‌দার, ছেড়ে দে ব'ল্‌ছি বেটা।

মোহ। কে তুই ? আস্‌গর !

আস্। জানের মায়া যদি থাকে, তবে ছাড়্ ব'ল্‌ছি ! নইলে কালই আমীরজাদার কাছে টেরটা পাবি।

মোহ। নরাধম ! তুই কি মনে করিস, তোর চেয়ে জীবনের মায়া আমার বেশী ? মূর্খ, তা নয় ! যারা তোর মত পিশাচ, তা'রাই মৃত্যুকে ভয় করে।

আস্। এ—ভাই সাহেব, তুমি ! আমি ভেবেছিলুম আর বা কে ! ই হি—ছেড়ে দে ভাই—লাগে, ওঁক্—তোর পায়ে ধরি, ছেড়ে দে দোস্ত !

মোহ। নিতান্ত কাপুরুষ তুই ! মনে ক'রেছিলুম উচিত শাস্তি দেব, তা কুক্কুরকে অন্য শাস্তি নিষ্প্রয়োজন। ( আস্‌গরকে পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ ) যাও দূর হও !

আস্। ( উঠিয়া সক্রোধে, স্বগত ) আচ্ছা !

প্রস্থান।

মোহ। আমি ঘরের পাশ দে যাচ্ছিলুম, হঠাৎ তোমার চীৎকার শুনে, এসে দেখি এই কাণ্ড। ব্যাপার কি ?

আবদা। কিছুই জানি নি, শুয়ে ছিলুম—হঠাৎ দেখি সয়তান্ ঘরের ভেতর, তার পরেই আমায় আক্রমণ ক'র্‌লে।

মোহ। তোমার ন্যায় স্ত্রীলোকের এখানে এমন ভাবে একা থাকা উচিত নয়। রাবেয়ার কাছে থাক্‌লেই পার ? বিশেষতঃ তা'র কক্ষ হারেম-সংলগ্ন, অনেকটা নিরাপদ্।

আব্‌দা। তাই যাব, আমায় সেখানে এগিয়ে রেখে এস, একা যেতে সাহস হ'চ্ছে না।

মোহ। চল। উভয়ের প্রস্থান।

———o———

## চতুর্থ দৃশ্য।

উদ্যান-পার্শ্ব।

কাল—পূর্ব্বাহ্ন।

আস্‌গর।

আস্। উদ্গার অনল-স্রোত গিরি-প্রস্রবণ,
ঢাল তপ্ত হাহা-শ্বাস রৌদ্র-দগ্ধ মরু,
বিশ্ব-নাশী এস ঝঞ্ঝা—এস বজ্রনাদ,
উথলিয়া ধাও বেগে সাগরের জল,
নাশ সৃষ্টি মুহূর্ত্তেকে প্রলয়-প্লাবনে ;
লই প্রতিশোধ আমি শত্রু-জিঘাংসায়।
বিষ—বিষ—বিষময় সকল সংসার,
জ্বালা—জ্বালা—জ্বালাময় হৃদয় আমার
প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দী অধম নফর,
পদাঘাত করিয়াছে নায়িকা-সম্মুখে !
অসহ্য এ অপমান সহ্য করা চেয়ে,
মৃত্যু ভাল মোর ছি ছি শত শত গুণে।

দিল্‌জানের প্রবেশ।

দিল্‌। আ—মরণ, গরব আর সয় না! ওলো, বয়স একদিন আমাদেরও ছিল—আমরাও একদিন গতর দুলিয়ে হেঁটেছি, এ দেমাক থাক্‌বে না লো—থাক্‌বে না, (অঙ্গুলি নিষ্পীড়ন) যাবে—যাবে—যাবে, গতরখাকীর গতর মাটীতে মিশ্‌বে—মিশ্‌বে—মিশবে।

আস্‌। কি দিদি, হ'য়েছে কি?

দিল্‌। এই গতরখাকী শকুনির ঝী—ওমা আবার কি ব'ল্‌ছি! না না, আমাদের এই বাঁদী কর্ত্রী রাবেয়া, আমীর-জাদীর আদর পেয়ে আহ্লাদে আটখানা হ'য়েছেন। ওলো!—

ধন যৌবন ঢলের ভরা,
শুকিয়ে ফাটে ডাক্‌লে খরা।
রেতের পিরীত দিনে রয়,
যদি নূতন অভাব হয়।

আস্‌। সত্যি ত, এত দেমাক কেন লা? তুই কাল্‌কের বাঁদী, আর দিদি আমাদের ব'ল্‌তে গেলে ঘরের একজন হ'য়ে প'ড়েছে।

দিল্‌। বল ত ভাই, আমি যখন আসি তখন আমীরজাদীর জন্মই হয় নাই। আর সেই আমীরজাদী আজ আমায় ওই মস্‌কুটীর কুমন্ত্রণায় এত কথা শুনালে। ওই আবাগীই কুযুক্তি দিয়েছে, ওই আমার কোট্‌না গেয়েছে।

আস্‌। আমারও তাই মনে বলে। তোমায় কি আর জানি নি দিদি! আর হাজার হ'লেও পুরা'ন লোক, তোমাদের একটু মান্য রেখেই আমাদের চ'ল্‌তে হয়।

দিল্। এই বোঝ ত দাদা! (ক্রন্দনের সুরে) আমীরজাদী আমায় দশের মধ্যে এমন অপমান ক'র্‌লে গা! ওমা সে কি কথা গা, আমি রাবেয়ার হিংসা ক'র্‌ব কেন গা,—তা'রে গা'ল দেব কেন গা,—ফরমাস ক'র্‌ব কেন গা,—আমি তা'রে বাঁদী ব'লে ডাক্‌ব কেন গা?—

আস্। ছি ছি, এমনও কথা গা!—স্রেফ কোট্‌না গেয়েছে দিদি—স্রেফ কোট্‌না গেয়েছে।

দিল্। খোদা আছেন, অত বাড় থাক্‌বে না! ও আদর—যাবে—যাবে—যাবে—

আস্। দিদি! এত দেমাকের—এত আদরের কারণ জান?

দিল্। কি—কি?

আস্। না, সে সব কথা না বলাই ভাল; আর তোমার কাছে ব'ল্‌লেই বা কি, তুমি ত আর পর নও! (জনান্তিকে কথোপকথন)

দিল্। ওমা, এত বিদ্যে তোমার পেটে! তাই ত বলি, অত আদর কেন? ধরিয়ে দিতে পার?—বাঁদী বেটীর কবর কাটি।

আস্। তা পারি। কিন্তু সাবধান, আমি না দোষী হই।

দিল্। আমায় কি তেম্‌নি মানুষ পেলে? আমার পেটের কথা কখন রটে না।

আস্। সে কি আর তোমায় জানি নি দিদি? তা কাল বিকেলে এস, বাঁদী বেটীর যা'তে আক্কেল হয় তা তোমায় বাত্‌লে দেব।

দিল্। বেশ, বেশ! লক্ষ্মী ভাইটী আমার—দেখ যেন ভুল না!

আস্। এ কি ভোলার কথা দিদি, তোমার অপমান আমি সইব ?

দিল্। বেঁচে থাক তুমি—চিরজীবী হও! আমি চ'ল্লুম! হ্যাঁ দেখ দাদা, যদি পার,—তবে তোমার অনেক কাজ ক'রে দেব।

আস্। আর তোমায় ব'ল্‌তে হবে না, আমি সব সন্ধান ঠিক ক'রে রাখ্‌ব।

দিল্‌জানের প্রস্থান।

বান্দা মোহসীন্, অবোধ নসের, তা'রা
হ'ল মনোমত জন—প্রণয়-আস্পদ,—
আর আমি ঘৃণিত কুক্কুর ? দেখ্ তবে,
কুক্কুর-দংশন-জ্বালা ভীষণ কেমন ?
তোর(ই) প্রণয়ীর প্রাণে জ্বালিয়া অনল,
সন্দেহ-ফুৎকারে তা'য় করিয়া প্রবল,
ঘৃণা, লজ্জা, ক্ষোভ, রোষে পীড়িয়া মরমে,
পুড়াইব যত তোর মনের বাসনা !
আর মোহসীন্! শুধু তোর নয়, জানি
তোর বড় আদরের প্রাণের রাবেয়া ;
তা'র(ই) রক্তে শাণিত করিয়া ছুরী, পরে
উপাড়িব তীক্ষ্ণ-ধারে হৃৎপিণ্ড তোর !
কবরে ঢাকিয়া দোঁহা, শত শত বার—
পদাঘাত করিব ঘৃণায়। রে নফর,
তবে যাবে বক্ষ হ'তে এ জ্বালা আমার !
দেখি, অগ্নি প্রজ্জ্বলিত কতক্ষণে হয়।

প্রস্থান।

## পঞ্চম দৃশ্য।

আব্দুলের গৃহ।

কাল—পূর্ব্বাহ্ণ।

সোফিয়া ও আহ্সান্।

আহ্। আবার কবে যাবেন?

সোফিয়া। তা কি ক'রে ব'ল্‌ব? বস্‌রা এসে অবধি ত প্রায় আপনাদের বাড়ীতেই কাটাচ্ছি! প্রথমে নানা ছুতো চ'লেছে, কিন্তু বেশী হ'লে হয় ত কি ভাব্‌বে। এই দু'দিন হ'ল এসেছি, আবার কি ক'রে বলি আপনাদের বাড়ী যাব।

আহ্। সেও ত বটে!

সোফিয়া। শুধু বটে নয়, অন্য লোক হ'লে কোন্ দিন সন্দেহ ক'রে ব'স্‌ত! তবে সে কিছু বোকা কিনা, তাই অত-শত ভাবে না।

আহ্। কি সন্দেহ ক'র্‌বে, কোন অন্যায় হ'চ্ছে কি?

সোফিয়া। হ'চ্ছে না হ'চ্ছে তা'র প্রমাণ কি? লোকে বাইরে থেকেই দেখে, অত কে তলিয়ে বুঝ্‌তে চায়? আর সন্দেহ এমন জিনিষই নয়, সে এক বার হ'লে তখন আর সম্ভব অসম্ভব, যুক্তি বুদ্ধি কিছুই ঠিক থাকে না। যত রকমেই ভাব্‌তে যায়, ঘুরে ফিরে সন্দেহটাকেই বড় ক'রে তোলে।

আহ্। তবু সন্দেহ কেন আস্‌বে? আমাদের বাড়ী যান—

সোফি। শুধু তা নয়, তা'র সঙ্গে এ গুলিও আছে!

আহ্। কি, আপনার সঙ্গে কথা বলি—গল্প করি? তা কি একেবারে অসম্ভব?

সোফি। অসম্ভব নয়! তবে দোষ প'ড়েছে কি জানেন, গোড়া থেকেই কেমন একটু লুকোছাপা চ'ল্‌ছে, নইলে আর বাধা কি? সে ত আদৌ জানে না যে আমাদের আলাপ হ'য়েছে? জান্‌লে ভয় ছিল না, তা'র সাম্‌নেও কথা চ'ল্‌ত।

আহ্‌। তা আপনিই ত নিষেধ ক'র্‌লেন, নইলে আমি লুকোতুম না। সেও ত আমাদের বাড়ীর প্রায় মেয়েদের সঙ্গেই কথা বলে, তা'তে দোষ কি?

সোফি। ( স্বগত ) কি বোকা! ( প্রকাশ্যে )আমি ও বারণ ক'র্‌তুম না, তবে কথাটা হঠাৎ আমিই আগে ব'লেছিলুম কি না, তাই!

আহ্‌। তাই কি?

সোফি। আপনাকে কিছু না ব'ল্লেও আমার উপর বড্ড রাগ্‌ত!

আহ্‌। আচ্ছা, এখন ব'ল্‌লে কি হয়?

সোফি। বিশেষ আর কি হবে? হয় ত আমাদের দেখা শুনা বন্ধ ক'র্‌বে! চাই কি এতদূর শুন্‌লে—মানুষের মন ত, কি বুঝ্‌তে কি বুঝে,—শেষ হয় ত আমায় তালাক্‌ দিয়ে তাড়িয়েও দিতে পারে।

আহ্‌। বলেন কি, আপনাকে তালাক্‌ দিতে পারে!

সোফি। সেটা আর বেশী কথা কি?

আহ্‌। বড়ই মস্কিল দেখ্‌ছি, কি করি ভেবেও যে পাই না। ভাল কথা, আপনার পিতা কবে আস্‌বেন?

সোফি। শীঘ্রই ত আস্‌বার কথা! আমাদের গাঁয়ের এক জন লোক এসেছিল, তা'রই কাছে শুনিছি।

আহ্। আচ্ছা, তাঁকে বলায় ত কোন দোঁষ হবে না ?

সোফি। না, তা আর দোষ কি ? সে ত আর মেয়েকে ভাসিয়ে দিতে পার্‌বে না ?

আহ্। তবে তিনি আসুন, তাঁর সঙ্গে যুক্তি ক'রে যা হয় করা যাবে। বড় মস্কিলেই প'ড়্‌লুম যে!

সোফি। অত মস্কিল মস্কিল ক'র্‌ছেন কেন ? মস্কিল মনে হয়, না এলেই পারেন।

আহ্। ( নিরুত্তর )

সোফি। চেয়ে র'ইলেন যে ?

আহ্। তা—তা—

সোফি। ( ঈষৎ হাস্যে ) অত ভাব্‌বেন না! না ব'ল্‌লে ত সহজে জান্‌ছে না ; তার পর বাপ্‌জী আসুক, যা হয় দেখা যাবে!

আহ্। তা আচ্ছা, তবে আমি এখন আসি। বাপ্‌জী আবার খুঁজবে এখন। **প্রস্থান।**

সোফি। অত ধন দৌলতের এক ছেলে ; বুদ্ধি সুদ্ধি যেমন, তা'তে আমার হাতে প'ড়্‌লে যে ক'রে চালাতুম, তাই চ'ল্‌ত। ওর বাপ কি নিকে দেবে না ? লোক্‌টা যেন কেমন কেমন ; বড্ড কঠিন কথা। তা দেখি, ওর মা বোনের ত খুব মন জোগাচ্ছি, তা'রাও আদর ক'র্‌ছে। ছোঁড়ারও মন প'ড়েছে। একমাত্র ছেলে, যদি আব্‌দার ধ'রে বসে—না রেখে কি আর পার্‌বে ? এক রকম ক'রে কাজ গুছোবই। বাপ্‌জী এলে, কৌশল ক'রে মিন্‌সেকে চটিয়ে, আগে তালাক্‌ নিতে হ'চ্ছে। তার পর কিছু দিন বাদে চেষ্টা ক'র্‌লে, তখন আর ওর বাপ কি ব'লে আপত্তি ক'র্‌বে ? ওমা মিন্‌সে আস্‌ছে যে! **প্রস্থান।**

## আব্‌দুল ও এব্রাহিমের প্রবেশ।

এব্রা। সলিমান্ মূলে খুব সহৃদয় ব্যক্তি। সুস্থচিত্তে পেলে, তা'র দ্বারা আমি সমস্ত কার্য্যই সম্পন্ন করা'তে পারি। আমার অনুরোধ সে অবহেলা ক'র্‌বে না। তবে কথা এই যে তা'কে প্রকৃতিস্থ পাওয়াই কঠিন। যাই হ'ক তুমি নিশ্চিন্ত থাক, সুযোগ পেলেই আমি সলিমান্‌কে সমস্ত কথা ব'লে, যা'তে তোমার বন্ধুর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় তা'র ব্যবস্থা ক'র্‌ব।

আব্। আমার বল ভরসা সমস্তই আপনি। সে আমার যথার্থ বন্ধু, তা'র জন্য যা কিছু ক'র্‌তে হয়, আমি মনে ক'রেই ক'র্‌বেন।

এব্রা। সে আর কেন ব'ল্‌ছ বাবা! আমার সাধ্যমত চেষ্টার ত্রুটী হবে না। এখন আসি! ভাল কথা, আহ্‌সান্ যদি এখানে আসে, তবে তা'র গতি লক্ষ্য রেখ। ছোঁড়াটার জন্য আমার কিছু চিন্তাই হ'য়েছে।

আব্। এ কথা কেন ব'ল্‌ছেন? সে অতি সচ্চরিত্র যুবক! বসোরায় তা'র মত চরিত্রবান্ সরল হৃদয় যুবক বোধ হয় অল্পই আছে।

এব্রা। সে বটে, কিন্তু কি জান,—সময়ের দোষে, ঘটনার ফেরে, মানুষ কখন কি হ'য়ে ওঠে বলা ত যায় না! বিশেষতঃ যৌবন বড় ভয়ানক কাল। যাই হ'ক, তুমি দৃষ্টি রেখ!

আব্। যে আজ্ঞা!

উভয়ের প্রস্থান।

আব্‌দুলের পুনঃপ্রবেশ।

আব্। ওগো,—ওগো!—

সোফিয়ার প্রবেশ।

সোফিয়া। কি গা?

আব্। ঝাঁ ক'রে চা'রটী খাবার দাও ত, আমায় এখনি বেরুতে হবে! আহ্‌সান্ এসেছিল?

সোফি। হাঁ—না,—আসে নাই।

আব্। (সন্দিগ্ধ নয়নে চাহিয়া) যাও, জোগাড় কর'গে!

সোফিয়ার প্রস্থান।

কি রকম হ'ল, হাঁ—না, কি? (চিন্তা করিয়া) আরে না, হঠাৎ বেরিয়ে প'ড়েছে, শাদা কথা। প্রস্থান।

—o—

## ষষ্ঠ দৃশ্য।

সলিমানের কক্ষ।

কাল—পূর্ব্বাহ্ণ।

সলিমান্ পত্রপাঠে নিযুক্ত

দিল্‌জান্ উপস্থিত।

সলি। তুই এ চিঠি কোথা পেলি?

দিল্। কুড়িয়ে পেয়েছি।

সলি। কোথায়?

দিল্। আমীরজাদীর ঘরের সাম্‌নে।

সলি। কেউ এ চিঠি খোঁজ ক'রেছিল?

দিল্। হাঁ। রাবেয়া ব'ল্ছিল একখানা চিঠি হারিয়েছে, কেউ খুঁজে দিলে আমীরজাদী তা'রে এক আস্রফী বক্সিস দেবে।

সলি। ( পত্র খুলিয়া স্বগত পাঠ ) রাবেয়াকে উপযুক্ত পুরস্কার দিও, সে যোগ্যতার সহিত দৌত্য সম্পন্ন ক'র্ছে। হুঁ! ( প্রকাশ্যে ) তুই এ চিঠি আমায় দিলি কেন?

দিল্। আমি কাগজখানা কি জান্বার জন্য আস্গর মিঞাকে দিয়েছিলুম। সে প'ড়ে ব'ল্লে এ চিঠী আমীর সাহেবকে দেওয়া উচিত। তা' হ'লে নিমকের কাজ হবে।

সলি। আচ্ছা, তুই এখন যা।

দিল্। (স্বগত) আস্গর যা শিখিয়ে দিয়েছিল, তাই ব'লেছি, ধ'র্তে পারে নি। এইবার দেখ্ব, রাবেয়া মস্কুটির আদর কোথা থাকে?

প্রস্থান।

সলি। বান্দা!

নে—বান্দা। হজুরালি!

বান্দার প্রবেশ।

সলি। নসের কোথা—তলব্ দে!

বান্দার প্রস্থান।

ছি ছি ছি, আমার কন্যা আমীনা, বসোরার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনি-কন্যা, সুন্দরী, শিক্ষিতা, তা'র এ নীচপ্রবৃত্তি—এ কুৎসিৎ লালসার সম্ভাবনা যে স্বপ্নের অগোচর। লোকে তার চরিত্রের মাধুর্য্য উপমায় ব্যবহার করে, আমি কন্যার গৌরবে গরীয়ান্; সেই আমীনা শেষে একজন নীচ বান্দার কাছে আত্মদান ক'র্লে! তবে

এ জগতে অসম্ভব কি ? আর মোহসীন্, এই তোঁর সদাচার ? তুই যে বিষকুম্ভ পয়োমুখ তা'ত স্বপ্নেও অনুমান ক'র্‌তে পারি নি। এতদুর স্পর্দ্ধা ! রে নফর ! কুক্কুর দিয়ে তোর দেহ ভক্ষণ করাব। রাবেয়া—রাবেয়া, কি প্রহেলিকাচ্ছন্ন অদ্ভুত চরিত্র ! ধীর, নম্র, শিক্ষিতা বালিকা, ব্যবহারে মুগ্ধ হ'য়ে কঠোর কার্য্যের পরিবর্ত্তে কন্যার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ক'র্‌লুম, একি তা'রই প্রতিদান ক'র্‌লি ? ছি ছি ছি, চারিদিক থেকে লজ্জা, ঘৃণা, ক্ষোভ, যেন মূর্ত্তিমান্ হ'য়ে এসে আমার মর্ম্মস্থানে আঘাত ক'র্‌ছে। অসহ্য যাতনা, শান্তি—শান্তি চাই। সাকি !—পেয়ালা ! ( বান্দার প্রবেশ ও মদ্য প্রদান, মদ্যপানান্তর) বস্‌রার গুলাবের মত সৌরভশালী যে নাম ছিল, তা'তে নরকের বায়ু মিশেছে—অতি তীব্র, অতি দুর্গন্ধময়। ভাণ্ডপূর্ণ দুগ্ধমধ্যে বিন্দুমাত্র বিষ নিজের অধিকার স্থাপন ক'র্‌বে, সব বিকৃত হবে। যুবকদলের সান্ধ্যভ্রমণে, রমণীসমাজের প্রীতি-সম্মিলনে, পূর্ব্বের ন্যায় এখনও আমার নাম প্রধান আলোচ্য বিষয় থাক্‌বে। কিন্তু সেই আলোচনায়, আমীনার নামে—আমার কন্যার নামে, সকলের আঁখিকোণে যে একটু উপহাসের তীক্ষ্ণ কটাক্ষ তরঙ্গ তুলে মিলিয়ে যাবে, তা'রই বায়ু-হিল্লোল ঢেউয়ের উপর ঢেউ তুলে এসে আমার হৃদয়-বেলা চূর্ণ ক'রে দেবে। কেউ দেখ্‌বে না, কেউ জান্‌বে না, কেউ ইচ্ছায় আঘাত ক'র্‌বে না—অথচ আমি আপনাতে আপনি ধ্বংস হব। এর চেয়ে যাতনা—এর চেয়ে সর্ব্বনাশ আর কি হ'তে পারে ? জ্বালা—জ্বালা ; সাকি, পেয়ালা চাই ! ( বান্দার প্রবেশ ও মদ্য প্রদান, পানান্তর ) এই আমার শান্তি ! ভুল, কে ব'ল্‌লে শান্তি ? তীক্ষ্ণ স্মৃতির জ্বালা ত একটুকুও যায় না। ( পেয়ালা নিক্ষেপ )

নসেরের প্রবেশ।

নসের। আমায় স্মরণ ক'রেছেন কেন?

সলি। কেও নসের? স্মরণ ক'রেছি কেন? কাপুরুষ! মান, গৌরব, তেজ, বীর্য্যাদি অভিমানরূপ যে বিশাল মহীরুহের ছায়ায় স্ফীতবক্ষে কালযাপন ক'র্‌ছ, তা একটা নগণ্য কীটের দংশনে ধ্বংস হ'তে চ'লেছে, আর তুমি তা'র ভবিষ্যৎ ফলাধিকারী নিরুদ্বেগে কালযাপন ক'র্‌ছ? এই দেখ তোমার ভবিষ্যৎ গৌরবময় জীবনের সূচনার উপকরণ দেখ! (পত্র-নিক্ষেপ) নাও, কুড়িয়ে নাও, পাঠ কর! হৃদয় হ'তে শান্তিকে বিসর্জ্জন দাও, পার যদি আত্ম-সম্মান—বংশ-গৌরব রক্ষা কর!

নসের। (পত্র পাঠ)

সলি। দেখ্‌লে?

নসের। আজ্ঞা হাঁ! এ সম্ভাবনা আসগর আমায় পূর্ব্বেই ইঙ্গিতে জানিয়েছিল। বহু পূর্ব্বে এর প্রতিবিধান হ'ত, কেবল আপনার অনুমতি—

সলি। মূর্খ! এর আবার অনুমতি কি? বংশের গৌরব, পিতামাতার সম্মান, পরিবারের পবিত্রতা রক্ষার্থ কার্য্য ক'র্‌বে, তা'র আবার অনুমতি কি? যাও, শক্তি থাকে—অভিমান থাকে, তবে এই মুহূর্ত্তে বিষবৃক্ষের অঙ্কুর লোক-লোচনের অগোচর থাক্‌তে থাক্‌তেই সমূলে তা'কে উৎপাটিত কর! নচেৎ এ দিন আর ফির্‌বে না।

নসেরের প্রস্থান।

শান্তি চাই! সাকি!—পেয়ালা, জ্ঞানশূন্য ক'রে দাও!

প্রস্থান।

## সপ্তম দৃশ্য।

সলিমানের হারেম।

আমীনার কক্ষ।

কাল—সায়াহ্ন।

আমীনাবানু ও রাবেয়া।

রাবে। ঠাকুরাণি! কুঞ্জে অই শেফালির শিরে—
শ্যামপত্র সুশোভিত মুকুলিত শাখে,
আধ ফুটো শ্বেত কলিগুলি, সায়াহ্নিক
জলধর-মাথে ছিন্ন রবিকর-মত,
শোভিতেছে সৌন্দর্য্যের অতুল উপমা।
চেয়ে দেখ, ওর(ই) পাশে শূন্যবৃন্তগুলি—
হেসেছিল কাল যা'রা কুসুমিত বুকে,
উদাস-মলিন আজি কালের পরশে;—
সংসারের নশ্বরতা করিছে জ্ঞাপন।
ওই মত আমাদের(ও) জীবন যৌবন,
মত্ত হ'য়ে আছি যাহে আনন্দ-বিলাসে,
কালে যাবে ধরা হ'তে অচিহ্নিত হ'য়ে।
সফলতা কোথা তবে মানব-জীবনে?
কীর্ত্তি গৌরবের ভাতি?—স্মৃতি-মাত্র শুধু!—
নশ্বরে নশ্বর স্মৃতি—কায়াহীন ছায়া,—
অনন্ত আকাশে খণ্ড মেঘদল মত,
অবলম্ব-হীন ছায়া ক্ষণে চ'লে যায়।

ক্ষুদ্র কীট ভাবে যথা গুল্মে মহীরুহ,
মানবের বিবেচিত কালের দীর্ঘতা,
বাস্তবের গণনায় নগণ্য তেমতি।
কীর্ত্তিমানে—সাধারণে প্রভেদ কেবল,
ওষধি ও মহাবৃক্ষে বিভেদের-মত
সাময়িক জীবনের ইতর-বিশেষ।
মহাকীর্ত্তি-স্মৃতিও সে, সময়ে নিশ্চিত—
ধ্বংস হয়—হইতেছে, হবে চিরদিন।

আমী। তবে কিবা জীবনের সাফল্য-উপায়?

রাবে। এখানে আঁধারে ঢাকা মানব-নয়ন।
শাস্ত্র শুধু তর্কময় এ প্রশ্ন-বিচারে!
বহু পন্থা, মতদ্বৈধ—বহু অনুমান,
অন্ধকার আর (ও) দেয় গভীর করিয়া।
সংস্কার-আবদ্ধ জীব সত্য ভাবে যাহা,
বিশ্বাস, ধারণা বিনা আর কিছু নয়!

আমী। তবে ত আঁধার সব(ই)! অন্ধ জীব তবে,
কেমনে যাইবে বল অমৃতের দ্বারে?

রাবে। ভগবৎ-কৃপা বিনা নাহিক উপায়!
আত্মায় জাগিলে তৃষ্ণা পিপাসু পরাণ,
হাহাকারে চা'বে যবে অমৃত-সাগর;—
অন্ধকারে দিশাহারা, ভয়ার্ত্ত কাতর—
পথাপথ জ্ঞানশূন্য,—সর্প-বিতাড়িত—
জীবনে হতাশ যথা প্রান্তরে পথিক,
সেই মত নিরাশায় ছুটিবে যখন,

অচিন্ত্য দয়াল নাথ—এ বিশ্ব-জনক,
স্নেহ-বশে চা'বে ফিরে সন্তানের প্রতি ;—
সেই দৃষ্টি সুমঙ্গল স্নিগ্ধ শান্তি-ধারা—
বরষিয়া ধৌত করি অন্তরের ক্লেদ,
আঁখি-সনে ক'রে দেবে পথের নির্দ্দেশ ;—
পাবে যাহে অমৃতের নীর-নিধি মাঝে,
তাপ-হারী জনকের চরণ-আশ্রয়।

আমী। মুগ্ধ মোরা, আকুলতা কেমনে পাইব ?

রাবে। ভাব তাঁরে—ডাক তাঁরে—কর গুণগান,
সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বলি করহ ধারণা ;
দয়াল আপনি হবে হৃদয়ে প্রকাশ !
প্রার্থনা করহ শুধু জীবের কল্যাণ,
জগৎ-কল্যাণ সে যে তাঁহার(ই) কল্যাণ ;
পিতৃ-আত্মা পুত্রে যথা হয় সংক্রমিত,
জগৎ-পিতার আত্মা জগতে তেমতি !
জ্যোতীরূপে বর্ত্তমান তিনি সর্ব্বভূতে।

আমী। এস তবে, তব সনে ক্ষীণ-কণ্ঠে মম,
গাহি সুখে সুধা-নাম ;—চাহি গো মঙ্গল,—
আত্ম হ'তে মহাবিশ্ব-চির-সুমঙ্গল !

(উভয়ের জানু পাতিয়া

## প্রার্থনা গীতি।

'আমায় ক'র না হে ! অনুর্ব্বর উচ্চ হেন,
মেঘ চুম খায়, গিরির মতন !

ক'রে দাও নীচ সমতল, শস্য-শ্যামল,
নরে—ক্ষুধার অন্ন পায় যেন হে!
ক'র না বিশাল অসীম লবণ-ভরা,
মহা জলের সাগর মত,
ক'রে দাও, তাপিত ধরায় ক্ষীণ তটিনী,
শান্তি পাবে তৃষিত যাহে!
হে দয়াময়! বীরের হাতে, চাই না হ'তে,
তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল তরবারি,
ক'রে দাও সরল লাঠি, অন্ধ আতুর
পতিত পাবে সহায় যাহে!'



# চতুর্থ অঙ্ক।

## প্রথম দৃশ্য।

রাবেয়ার কক্ষ-সম্মুখ, উপবন-প্রান্ত।

রাবেয়া ও মোহসীন্।

রাবে। কত দিন ভাবিয়াছি জিজ্ঞাসিব তোমা,
সাধিতেছ কেন এই আত্ম-নিপীড়ন?
ধনীর কুমার তুমি, দাস দাসী কত
রহিয়াছে কর্ম্ম-লিপ্ত তোমারি গৃহেতে।
সচ্ছল স্বাচ্ছন্দ্যময় আবাসে তোমার—
শুনি নাই ক্ষীণ স্বার্থে গঞ্জনা কখন,—
বিরাগ সম্ভব যাহে। জানি না কখন,-
তোমা হেন সদালাপী সজ্জনের সনে
প্রতিবাসী বিসম্বাদ ঘটিয়াছে কভু।
আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ গ্রামবাসী যত,
সকলেই মুগ্ধ তব সদাচার-গুণে।
তবে, কোন্ ভবিষ্যৎ লক্ষ্য সাধনায়—
আত্ম-ব্রতে স্থির চিত্তে হ'য়ে অগ্রসর,
সাধিয়া ল'য়েছ এই ঘৃণ্য দাস্য-ব্রত?

মোহ। (স্বগত)
জীর্ণতার বীণা বুকে স-মিড় তরঙ্গে,
এ কি নব আবেগের ঘন সঞ্চালন?

না না, বেজ না রে বীণা—নীরবে ঘুমাও,
স'বে নারে বুকে তোর এ গুরু ঝঙ্কার!
( প্রকাশ্যে )
রাবেয়া! রাবেয়া! কেন জ্বাল নির্ব্বাপিত
স্মৃতির আলোক? কি ছিলাম, কি হ'য়েছি
ভুলে গেছি সব। ভূতপূর্ব্ব সুখ-স্মৃতি
ভাবি না কখন! জানি শুধু বর্ত্তমান!
ভবিষ্যৎ চিন্তা কোন নাহিক আমার।

রাবে। একি আকুলতাময় তীব্র উন্মাদনা!
এত ব্যথা হৃদয়ে তোমার? নব প্রাণে—
কেন নাহি ভবিষ্যৎ বাসনার খেলা?
মুক্ত কর হৃদয়ের দ্বার! সম-ব্যথী,
বাল্য-সাথী আমি গো তোমার, সাধ্য হ'লে
মুছাইব তাপ-ক্লিষ্ট যাতনার রাশি।

মোহ। উন্মাদনা?—উন্মাদনা ছিল না ত কভু!—
জাগাইলে তুমি আজ সে স্মৃতি আমার!
ভুলে আছি, বহু যত্নে অবশ বাসনা,
কেন তা'রে অকারণে কর উত্তেজিত?
নিবাত সরসী-হৃদে তুলিয়া লহর,
ছিন্ন করি রবি-তপ্ত কুমুদ-পল্লবে—
কোন্ ইষ্ট সিদ্ধ তাহে হইবে তোমার?
আহা, সে যে সঙ্কুচিত মরম-ব্যথায়—
সহিবে না ক্ষীণ প্রাণে প্রবল ঝটিকা।
তবে—তবে—না না, সে যে আর(ও) অসম্ভব!

রাবে। অসম্ভব কিছু নয় জগৎ-মাঝারে!
হ'তে পারে অই তব কুঞ্চিত কুমুদ,—
চন্দ্রমা-কিরণ-সনে শিশির সেবিয়া—
পূর্ব্ব রূপাভায় পুনঃ পূর্ণ শোভাময়ী—
শতদল শোভে যথা প্রথম উষায়!
মোহ। রাবেয়া! রাবেয়া! কেন ঢাল বিষ-রাশি
তীব্র উপহাসে? জানিতাম চিরদিন,
দান করি প্রতিদান মিলে এ জগতে;—
কল্পনায় ছিনু সুখী বিশ্বাসে আপন।
ছি ছি! এতই নিঠুরা তুমি, চেয়ে দেখ—
প্রতি কেন্দ্র—প্রতি স্নায়ু—প্রতি মর্ম্মস্থানে—
তোমারি মূরতি-খানি র'য়েছে অঙ্কিত!
শয়নে ভ্রমণে কিম্বা কর্ম্ম-কোলাহলে
ফেরে শুধু জড় দেহ অভ্যাসে আপন,
আত্মা মোর আছে সদা তোমাতে বিলীন।
হায় নারি! তবু তুমি বুঝেও বোঝ না।
না না, ক্ষমা কর!—উন্মাদ হ'য়েছি আমি।
শুনিও না—পুনঃ চেও না খুলিতে আর—
কষ্টরুদ্ধ জীর্ণ মোর হৃদয়-কপাট।
রাবে। তুমি—তুমি—আমা-তরে এ দুর্দ্দশা তব?
মোহ। জানি না রাবেয়া, দুর্দ্দশা কাহারে বল?
ভালবাসি—ভালবেসে সুখী আমি সদা;—
রহিয়াছি আপনাতে আপনি, বিভোর!
চাহি নাই কা'র(ও) কাছে কভু প্রতিদান!—

আশা-নিরাশার ঘাত-প্রতিঘাতে, কভু
সংক্ষোভিত হয় নাই ক্ষণেকের তরে,
সুখদ কল্পনাময় জীবন আমার!
দুর্দ্দশা কেমনে তবে কর অনুমান?

রাবে। ভালবাস তুমি!—কেন ভালবাস মোরে?

মোহ। গিরি হ'তে উঠি প্রস্রবণ, ছুটে চলে
অনির্দ্দিষ্ট অচিন্তিত পথে, মিশে শেষ
সাগর-সলিলে। কেন ধায়—কেন মিশে
কে বলিতে পারে? বুঝি বা ফেনিল নীল
জলধির বুকে, অস্তাচলগামী রাঙ্গা-
রবিকরে মৃদুমন্দ লহরীর খেলা,
বড়ই সুন্দর লাগে নয়নে তাহার!
কাননে ভরিয়া থাকে তরু-শাখা-পরি
স্নিগ্ধোজ্জ্বল বসন্তের নব কিসলয়,
শূন্যপথে মেঘগুলি চলিতে চলিতে
সহসা থমকি কেন রহে তা'র শিরে—
বরষিতে সুশীতল নব-নীর-ধারা?
বুঝি, রৌদ্র-ঝলসিত নয়নে তা'দের
শ্যাম-শোভা-দরশনে লভিয়া সান্ত্বনা,
অতুলিত সৌন্দর্য্যের বিকাশ-কারণ
প্রতিদানে খুলে দিতে স্নেহের নিঝর!
ফোটে ফুল গভীর কাননে, কোথা থেকে—
কেন আসে আকুল ভ্রমর—মাখিতে সে
কোমল পরাগ? বুঝি কামদ সুন্দর

মোহনীয় কুসুমের ব্যাপ্ত আকর্ষণে !
সুশীতল গগনের বায়ু-কক্ষ হ'তে
কেন আসে হিম-কণ তাপিত ধরায় ?
চন্দ্রোজ্জ্বল উপবনে কুসুমের বুকে
উছলিত মধুসনে মিশায়ে আপনা—
স্বতন্ত্র অস্তিত্ব টুকু করিয়া বিলোপ,—
বুঝি, ধন্য হ'তে মধুকর মধুর চুম্বনে !
ভালবাসি—কেন বাসি কেমনে বলিব ?
বুঝি, শান্ত-সুরভিত স্নিগ্ধ-সমুজ্জ্বল
তব সিত-ফুল্ল-মালতীর দল মত
তনুখানি পরে, হেরি আমি চন্দ্রমার
নীহার-শয়ন ! বুঝি, আঁখি-যুগে তব—
শুভ্র কুমুদের বুকে ভ্রমরের মত
অচঞ্চল মণিদ্বয় প্রকাশিছে সদা,
শান্তির অমল চিহ্ন জগৎ-মাঝারে !—
স্বর-লহরীতে যেন খেলিছে সতত,—
মৃদু মধুস্বনে—বিরহিণী-করোত্থিতা
বীণা-তারে বেহাগের করুণ ঝঙ্কার !
অধরে লুকান হাসি—নব-জলধরে
যেন প্রভাময়ী চপলার খেলা ! আর—
বুঝি সরল অন্তরে তব, হেরি আমি
সদাস্নিগ্ধ নিরমল নীহারের মত
স্বচ্ছ প্রেমকণা—উজলিত নবপ্রেম
প্রভাত কিরণে—( শোভাকর সূর্য্য যেথা

কেন্দ্রে সমুজ্জল ) বিশ্বের একত্রীভূত
স্নেহলিপ্ত সৌন্দর্য্যের রাশি,—প্রতিবিম্ব
হেরি যা'র, মুগ্ধ মোর মানস-নয়ন।

রাবে। জানি আমি চিরদিন বুদ্ধিমান্ তুমি!
একি মোহে আচ্ছাদিত হৃদয় তোমার?
রস-রক্ত-ক্লেদময় রমণী-শরীর—
ভাব তুমি নির্ব্বিচারে সৌন্দর্য্যের খনি!
ক্ষণ-মুগ্ধ অস্থির চঞ্চল আত্ম-সুখী
রমণী-অন্তরে, কর তুমি সুমহান্
প্রণয়ের আশা! লবণাক্ত সাগরের
জলে, চাহ তুমি পিপাসা বারিতে! ছি ছি,
ভেঙ্গে দাও নিদ্রালস নয়নের ভুল,
মেল আঁখি নবীন কিরণে! দেখ চেয়ে
গগন-মণ্ডলে, কা'র রবি শশী তারা
শোভে অনুক্ষণ? কা'র ওই জলদের
মালা, সান্ধ্য-গগণের লোহিত কিরণে
প্রকাশি' বিমল শোভা বিবিধ স্তবকে
হাসি মুখে চেয়ে থাকে জগতের পানে?
কার ও মোহন বেণু ললিত ষড়জে—
তোলে তান তটিনী লহরী-লীলায়?
স্বচ্ছ স্নিগ্ধ নিরমল বিটপি-কল্যাণ
কোথা হ'তে আসে এই তুহিনের রাশি?
কা'র প্রেমে ফুটে উঠে কেতকী কহ্লার?
কে সাজায় বিহঙ্গমে—প্রজাপতি দলে,

কমনীয় কলাপীর কেয়ূর-কলাপে ?*
একবার ভাব দেখি জিজ্ঞাসু পরাণে—
এই যে নশ্বর হেয় রমণীর দেহ,
অতুল সৌন্দর্য্য ভাবি—মুগ্ধ তুমি যাহে,
কা'র অবহেলা-ব্যক্ত বাসনা-মাত্রেই
ধরা-পরে মুহূর্ত্তেকে হ'য়েছে উদ্ভূত !
সে যে কি সুন্দর !—পার কি গো কল্পনায়
আনিতে কখন !—যা'র অণু-পরিমাণ
সৌন্দর্য্যের কণা—ব্যক্ত করি শোভে ধরা
অতুলন প্রকৃতির বিবিধ বরণে !
ভালবাস !—প্রেমপূর্ণ পরাণ তোমার !
মহাপ্রেমে মিশে যাও সখে, মিশে যথা
সাগরের কোলে আসি তটিনীসকল !

মোহ। হ'তে পারে অনিত্য সংসার ! হ'তে পারে
অগণন দুঃখে ভরা মানব-জীবন,
হ'তে পারে বিষকুম্ভ রমণী-হৃদয়,
হ'তে পারে বিশ্বস্রষ্টা মহান্ সুন্দর !
কিবা তাহে আসে যায় মোর ? খুঁজি নাই
কোন দিন,—কেন ফুল সুগন্ধ বিলায়,
কা'র প্রেমে হাসে শশধর, গাহে পাখী
ললিত পঞ্চমে ? দিন যায়—দিন আসে,
আসে যায় জানি ; কারণ খুঁজিতে কভু
হয় নি কামনা। বেশ আছি নিরুদ্বেগে ;
অহেতুক অতীন্দ্রিয় তর্কে মন দিয়া—

সাধিয়া জ্বালিব কেন সন্দেহ-অনল ?
লুকাইয়া রেখেছিনু অতি যতনে
হৃদয়-নিহিত মোর কামনার কথা,
কেন তুমি জানিতে চাহিলে ?—কেন তুমি—
জীর্ণতার বীণা-বুকে করিলে আঘাত,
তাই ত মলিন সুর কাঁদিল আক্ষেপে !

রাবে। তবে অকারণ কেন এ সাধনা তব ?
ফিরে যাও গৃহে আপনার ! সুখ দুঃখ
করিয়া বর্জ্জন, রহ লিপ্ত কর্ম্মযোগে
সংসার-মাঝারে ! সংসারের রত্ন তুমি,
বহু কার্য্য সাধিতে পারিবে, সমাজের
বহু বিঘ্ন দূরে যাবে দৃষ্টান্তে তোমার !

মোহ। রাবেয়া ! রাবেয়া ! এতই নিঠুরা তুমি ?
পিপাসিত আমি—হও তুমি মরীচিকা,
তবু তোমা পানে চেয়ে আশে আছে প্রাণ ;
এক বিন্দু সুধা আশে দুরাশী চকোর,
ধেয়ে চলে মহোৎসাহে ছায়াপথ পানে,
বোঝে না অবোধ,—ক্ষীণ প্রাণে শক্তি তা'র
কভু না ঘটিবে, পশিবারে চন্দ্রলোকে ;
তবু আশায় মোহিত থাকে ! চন্দ্রমার
কিবা ক্ষতি তায় ? তবে অকারণে কেন
বাসনা তোমার—শুধু কাঁদা'তে আমায় ?

রাবে। মোহসীন্ ! শুন তবে মরমের কথা !
ভালবাস তুমি মোরে, অন্তরে—অন্তরে—

বুঝিয়াছি বহু দিন তাহা! কিন্তু হায়,
পারি নাই আত্মদান করিতে তোমায়!
কেন—জান? তোমা হ'তে অধিক সুন্দর—
অতি প্রেমময় মহান্ পুরুষ এক,
ভুলায়েছে নির্ব্বিকল্পে মনপ্রাণ মোর;
মুগ্ধা আমি কায়মনে প্রভাবে তাঁহার;
কিন্তু হায়, তব নীরব সাধনা-বলে—
আত্মা মোর নাহি পারে ত্যজিতে তোমায়!
সংসার-পিঞ্জর-মুক্তা বিহঙ্গিনী আমি,
পড়িয়াছি বাঁধা তব কামনার জালে!
ভালবাস—ভালবাসি সখা! ভালবেসে
মুক্ত কর মোরে! ছেড়ে দাও, ছুটে যাই
কুরঙ্গিণী সম তাঁ'র বাঁশরী-নিনাদে,
পশি গিয়া সে অনন্ত মহাপ্রেম মাঝে!
ছেও না লতিকা-জালে সে পথ আমার!
সকাতরে সাধি সখা, ফিরে যাও গৃহে—
প্রলোভনে আর তুমি ফেল না আমায়!

মোহ। রাবেয়া! রাবেয়া! একবার—একবার—
আর একবার বল শুধু ভালবাস,
একবার প্রেমাবেগে ডাক সখা বলি';
চ'লে যাব নিষ্কণ্টক করিয়া তোমায়!
তার পর?—এক পাত্র লোহিত মদিরা,
একখানি রুটী শুধু ধরিতে জীবন,
আর উদ্ভাসিত চন্দ্রালোকে—কল্পনায়

অশরীরী প্রাণময়ী প্রতিচ্ছবি তব,
এই ল'য়ে ধেয়ানে কাটা'ব বাকী দিন।
এই চন্দ্রালোক কতবার এসে যাবে,
কতই নূতন প্রেম—নব অনুরাগ,
কত বিরহীর তপ্ত আকুল নিশ্বাস,
পাবে দরশন! কত এসে চ'লে যাবে;
কিন্তু হায়, আমার এ প্রেমের সাধনা—
এই প্রণয়ের স্মৃতি, বিভোর আত্মায়—
অবিকারে অফুরন্ত র'বে চিরদিন!
বল—একবার বল—ভালবাসি সখা!

রাবে। ভালবাসি—ভালবাসি—ভালবাসি সখা!
কিন্তু আমি নহি ত আমার; হারায়েছি
বহু দিন তাঁ'র সে বিভূতি মাঝে! বল,
হারানিধি পুনরায় কেমনে মিলাব?

মোহ। ডাক পাখী—বাজ বীণা—গাও রে ভ্রমরা,
হাস চন্দ্রালোকে মুগ্ধা মালতী শেফালি;
মলয়া বহিয়া যা রে দোলাইয়া ধীরে,
অবিন্যস্ত প্রেয়সীর নিবিড় কুন্তল;
দেখে সুখে চ'লে যাই সুতৃপ্ত-পরাণে!
দূরে যা রে বিরহীর কাতর উচ্ছ্বাস—
ব্যথিত আকুল যত অতৃপ্ত কামনা!
চির মিলনেতে আজি মিলিলাম আমি।
ওই দূরে, এই পাশে, সুনীল গগনে,
মরুভূমি, প্রান্তরে কি সাগর-সৈকতে,

পর্ব্বতে, কাননে কিম্বা নির্ঝরিণী-বুকে,
প্রিয়া মোর ঐকান্তিকী কামনার ছবি—
কল্পনায় বর্ত্তমান র'য়েছে সদাই। ( প্রস্থানোদ্যোগ )

রাবে। মোহসীন্! মোহসীন্!

মোহ। না না, সখি, না না,—
দেখায়ো না আর পুনঃ নবীন অরুণ,
নিদ্রালস নয়নেতে স'বে না কিরণ!
মনোমাঝে ছবি তব আদরে রেখেছি,
শয়নে স্বপনে কিম্বা ক্ষণ-জাগরণে,
ধ্যানে জ্ঞানে বিশ্বমাঝে চাহিব যে দিকে—
অই ছবি মনশ্চক্ষে হবে প্রতিভাত;
একা তুমি কায়াময়ী সমক্ষে এখন,
বিহনে তোমার—ছায়াময়ী তোমাময়
হেরিব ভুবন! স্বার্থজ্ঞান হৃদয়েতে
দিয়াছ ললনে! সেই স্বার্থে হ'য়ে লুব্ধ—
তোমা ছেড়ে চলিয়াছি তোমার(ই) জগতে!
না না সখি, ক্ষমা কর—ফিরায়ো না মোরে!

প্রস্থান।

রাবে। আরে আরে হীন প্রাণ! আর কত দিন,
রহিবি রে মোহমুগ্ধ নিদ্রা-অচেতন?
দূরে ফেল্ বাসনার রাশি, ভুলে যা'রে
সংসারের যত কিছু আপাত-সুন্দর!
তোর চিরসখা সে জনে ভুলিয়া, বল্—
পান্থ সহ পথে কেন মিলনের সাধ?

ছুরিকা হস্তে আস্‌গরের প্রবেশ।

আস্‌। প্রতিশোধ—প্রতিশোধ করিব গ্রহণ!
দাবানল জ্বালিয়াছি আমি, ফুৎকারের
ভার প'ড়েছে আমার(ই) করে! ভস্ম হবে
রাবেয়া সুন্দরী, ভস্ম হবে মোহসীন্!
তার পর বোঝা যাবে, আব্দা সুন্দরীর—
কিবা আছে ভবিষ্যৎ ললাট-লিখন!

রাবে। কে তুমি? আস্‌গর! এ বেশে এখানে কেন?

আস্‌। মোহসীন্ কোথা?

রাবে। কেন?

আস্‌। কাল-সর্প-শিরে করিয়াছে পদাঘাত,
কাল তা'র ফুরা'য়েছে তাই! মহাকাল-
সঙ্গী আমি, আসিয়াছি তা'রে ল'য়ে যেতে
চির অন্ধকারে! তুমিও সঙ্গিনী হবে!
ভেব না সুন্দরি! প্রিয়-বিরহের ক্লেশ
দানিব না তোমা, ততটা নিষ্ঠুর নই!
( রাবেয়ার বক্ষে ছুরিকাঘাত, রাবেয়ার পতন। )
শীঘ্রই তোমার পথে যা'বে মোহসীন্,
ছায়ামূর্ত্তি ধরি কর অপেক্ষা ক্ষণেক!

বেগে প্রস্থান।

রাবেয়া। আঃ আঃ—, "যদি স্বর্গের লোভে তোমায় ডেকে থাকি প্রভু, সে স্বর্গ আমার হারাম হ'ক! যদি নরকের ভয়ে ডেকে থাকি প্রভু, তবে সেই নরকেই আমার গতি হ'ক!"

আব্‌দার প্রবেশ।

আব্‌দা। সই, সই! (দেখিয়া) একি, একি!—কে রে নরাধম, এমন বিমল জ্যোতিঃ অন্ধকারে ঢেকে দিলি? সই—সই!

রাবেয়া। সই! বড় পিপাসা একটু জল!

আব্‌দার প্রস্থান।

"তুমি যদি স্বর্গ হও, আমি প্রভু স্বর্গ-ভিখারিণী! তুমি যদি নরক হও, আমি তবে অনন্ত কাল নরকের দ্বারে প্রবেশ ভিক্ষা ক'র্‌ব।"

(আব্‌দার পুনঃপ্রবেশ, বারি প্রদান ও পার্শ্বে বসিয়া রক্ত-রোধের চেষ্টা।)

—০—

## দ্বিতীয় দৃশ্য।

নদীতীরস্থ পথ।

কাল—ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত।

মোহসীনের প্রবেশ।

মোহ। (কিছুক্ষণ উদাস-নেত্রে উপরে চাহিয়, স্বগত) নীলাকাশ! অনন্ত নক্ষত্র-মালায় পরিশোভিত হ'য়ে হাস্‌ছ! আমায় উপহাস ক'র্‌ছ? গুরু-গম্ভীর প্রশান্ত-নয়নে আমায় দেখাচ্ছ, তুমি কত সুখী? না তা' নয়, তুমি অব্যাহত সুখী নও! তোমার সুখেরও বিবর্ত্তন আছে। ঐ যে ছায়াপথের

রেখা তোমার কষ্ট-কল্পিত গাম্ভীর্য্যের অসারতা প্রতিপন্ন ক'র্‌ছে ; ও রেখা আমারই বক্ষের মত তোমার বিরহ-মিলনের প্রতিঘাত চিহ্ন। তোমার হৃদয়-চন্দ্রিকাও ঐ পথে তা'র স্মৃতি-রেখা অঙ্কিত ক'রে চ'লে গেছে। নক্ষত্র-মালায় কি সে অভাব পূর্ণ ক'র্‌তে পেরেছে ? না পারে নাই, পার্‌বেও না! স্থির আছ—শুধু আশায়, আবার তা'কে তোমার অন্ধকার জীবন-পথের সঙ্গিনী পাবে ব'লে! তবুও কাঁদ্‌ছ ;—শিশির-বিন্দু যে তোমারই বিরহ-বিধুর নয়নের অশ্রুকণা। তবে এ বৃথা অহঙ্কার কেন,—এ কপট হাস্যে উপহাসের বিড়ম্বনা কেন ?

মারুত! কুসুমিত ফুল্লকাননে হিল্লোলিত হ'য়ে স্নিগ্ধ সৌরভ মেখে মৃদু-মধুর স্পর্শে আমায় কি জানাচ্ছ ? তুমি কত সুখী—কত শীতল ? দূর কানন হ'তে পাপীয়ার সপ্তম ঝঙ্কার বহন ক'রে এনে আমায় শুনাচ্ছ—তোমার হৃদয় কত প্রফুল্ল ? আত্ম-বিস্মৃত দাম্ভিক! আপেক্ষা কর, নিশি অতিবাহিত হ'তে দাও ;—মধ্যাহ্নের প্রখর সূর্য্যোত্তাপে তোমারই বিষাদ-করুণ হাহা-শ্বাসে জগৎ প্রতিধ্বনিত হবে!

তটিনি! কূলে কূলে উছলিয়া অদূর-গত বরষার মিলন-গরিমায় আত্মবোধান্ধ স্ফীত বক্ষে তরঙ্গ-হিল্লোলে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে নেচে নেচে কলতানে আমায় শ্লেষ ব্যঙ্গ ক'র্‌ছ ? ভুলি নাই, পূর্ব্বে তোমারই বক্ষ শৈবাল-বিজড়িত শোক-মলিন স্থির নিশ্চল দেখেছি! এখনও সে শৈবাল-মূল তোমার অন্তস্তলে প্রচ্ছন্ন আছে। অপেক্ষা কর, দু'দিন পরে প্রকৃতির পরিবর্ত্তনে শীতের উষায় তোমারই হৃদয়-ভেদী বিরহের বিষাদ-কুহেলিকায় বনরাজি-নয়নেও বাষ্প বিগলিত ক'র্‌বে।

ধরিত্রি ! শ্যামল সৌন্দর্য্যে বক্ষ আবরিত ক'রে, অন্তর্জ্বালা যতই কেন লুক্কায়িত কর না—ও হৃদয়-নিহিত অগ্নিময় তরল প্রস্রবণ গোপন রাখ্‌তে পার নাই !—যতই স্থিরা ব'লে গর্ব্ব কর না কেন, সে উত্তপ্ত-যাতনা-বিগলিত তরঙ্গের প্রবল প্রতিঘাতে তোমায় শত সহস্রবার বেপথুমতী ক'রে তুলেছে ।

আর তুমি জ্যোতির্ম্ময় সবিতা ! ঘনান্ধকারকে অপসারিত ক'রে ধীরে ধীরে ঊষার অমল রাগে মৃদুহাস্যে প্রকাশিত হ'চ্ছ ; নিজের আনন্দে জগৎসংসারকে উদ্ভাসিত ক'র্‌ছ ! অত আনন্দ, অত উচ্ছ্বাস কেন ? সন্ধ্যা-সুন্দরীর নির্ম্মম নিষ্ঠুর উপহাস, যা তোমার দৈনিক জীবনের চির-নির্দ্দিষ্ট প্রতিঘাত, তা এত সহজে বিস্মৃত হ'চ্ছ কেন ? মনে রেখ, যেমন নবরাগরঞ্জিত দীপ্ত-নয়নে দিগ্‌বলয় উল্লাসে উদ্ভাসিত ক'রে উদিত হ'চ্ছ, তেম্‌নি বিষাদ-নির্য্যাতিত রক্ত-নয়নে অবসাদ বিলিয়ে অপসৃত হ'তে হবে । এই অন্ধকার আবার এসে তোমার স্থান অধিকার ক'র্‌বে ।

পঞ্চ মহাভূতাধার ! তবে তোমাদের এ ক্ষণিক সুখ দেখিয়ে তুলনায় আমার হৃদয়কে অধিকতররূপে বিষাদ-মথিত কর্‌বার প্রয়াস, এ প্রগল্‌ভতা কেন ? তোমরাই না সৃষ্টির মূল উপাদান ? যা'র উপাদানের অণু পরমাণু দুঃখ-কালিমা-লিপ্ত, তা'র সমষ্টি যে সদা ব্যথিত হবে সে ত স্বতঃসিদ্ধ কথা ।

( নেপথ্যে মস্‌জিদে প্রাতঃকালীন আজান । )

ডাক্‌ছ—ডাক ! কিন্তু তা'র কথাটি ভেবেছ কি ? সে চিরদিন নিঃসঙ্গ । ওঃ, সে অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থা—ক্ষুদ্র মানব আমাদের ভাব্‌তেও ভয় হয় ।

## পশ্চাতে আস্‌গরের প্রবেশ।

আস্‌। (স্বগত) এই যে, সমস্ত রাত্রি খুঁজে খুঁজে হল্লাক্ হ'য়েছি। শালা ঠিক কোথাও ঢুকেছিল, ভোরের হাওয়া পেয়ে বেরিয়ে প'ড়েছে। এ পাড়ায় ?—আচ্ছা তা দেখা যাবে, আগে ত শালাকে নিকেস করি। ভোর হ'য়েছে আবার সেরে যেতে হবে। (ধীর-পদ-বিক্ষেপে সভয়ে পশ্চাতে আগমন-চেষ্টা ও নেপথ্যে গীত-শ্রবণে সচকিতে অবস্থান।)

নেপথ্যে মাতাল। গীত।

খেঁদি, তুই রাগ্‌লে আঁধার দেখি,
ভয় করি না বাদ্‌সা দেখে।
হয় যদি হ'ক সহর-ডুবি,
তোর বাড়ী আর সরাব রেখে।

( জনৈক নাগরিকের প্রবেশ ও অন্যমনে প্রস্থানোদ্যোগ, শশব্যস্তে আস্‌গরের পার্শ্ববর্ত্তী ঝোপে শয়ন, জনৈক স্থূলকায় মাতালের প্রবেশ ও নাগরিকের সহিত গাত্র-সংঘর্ষ।)

নাগরিক। কি হে ? চ'খে দেখ্‌তে পাও না ?

মাতাল। মাসী, চটিস নি বাবা ! শেষ রাত্তিরে তোর বোন্‌ঝি চ'খে সুর্‌মা দিয়ে দিয়েছে, তাই দুনিয়াটাই ঝাপ্‌সা দেখ্‌ছি।

নাগ। বেটা ত বড় রসিক দেখি ! পেঁচি মাতাল !

মাতাল। কি ব'ল্‌লি ? ভর রাত্তিরে এক কুঁজো সরাব টেনেছি, তা পা টলে নি ! আর আমায় বলিস পেঁচি মাতাল ? তোর চৌদ্দ পুরুষে কখন মদ খেয়েছে রে বেটী ? কি ব'ল্‌ব মাসী তুই রাজির বোন, নইলে কোন শালা না তোকে নিকে ক'র্‌ত।

নাগ। তবে রে বেটা! ( মাতালের গ্রীবা ধারণ )

মাতাল। তবে রে বেটী, আলিঙ্গন না ক'রে ছাড়্‌বি নি?

( নাগরিককে জাপ্‌টাইয়া ধারণ )

নাগ। ছাড়্‌, ছাড়্‌!

মাতাল। ওয়াক্!

নাগ। আরে গেল, ছাড়্‌ না বেটা!

মাতাল। ওয়াক্—ও—

নাগ। ওয়া—শালা ন্যাকার ক'রে দিলি? ভোর বেলা কা'র মুখ দেখে বেরিয়েছি রে বাবা! ওয়াক্—ছাড়্‌ শালা ছাড়্‌!

মাতাল। ওয়া—

( উভয়ে জড়াজড়ি করিয়া ঝোপে লুক্কায়িত আস্‌গরের উপর পতন )

আস্। অঁক্! ( স্বগত ) এই বার গিয়েছি রে বাবা! উঃ, শালারা কি ভারি! ( নিম্ন হইতে উত্থান-চেষ্টা )

নাগ। কিরে শেয়াল নাকি? ছাড়্‌ বেটা মাতাল ছাড়্‌! শেয়ালে কাম্‌ড়ে মেরে দিলে! ছাড়্‌ না শালা! ( মুষ্ট্যাঘাত )

মাতাল। মাসী, যখন ঝাঁটা ধ'রেছিস, তখন চুমুও খেতে হ'ল! ( আস্‌গরের গণ্ডে দংশন। )

আস্। উঃ—হু—ও—

নাগ। বেটা মাতাল, শেয়াল কাম্‌ড়েছিস! খেয়ে ফেললে রে বাবা! ছাড়্‌ শালা ছাড়্‌! ( মুষ্ট্যাঘাত )

মোহ। ( নাগরিককে মাতালের হস্ত হইতে মুক্ত-করণ। )

নাগ। ( উঠিয়া ) কে মহাশয়! প্রাণ বাঁচালেন! মাতাল বেটা মেরে ফেলেছে! কাপড় চোপড় গুলো ত গিয়েছে, উপরন্তু গাময় ন্যাকার ক'রে দিয়েছে! ওয়া—ওয়া—থু থু!

মাতাল। মাসী, সুর ছাড়্‌লি কেন বাবা ? (সজোরে দংশন)

আস্‌। উঃ—হু—ও—

নাগ। শেয়াল কাম্‌ড়ে ধ'রেছে ম'শায় !

( মোহসীন্‌ কর্ত্তৃক মাতালকে উত্তোলন, গালের টানে সঙ্গে সঙ্গে আস্‌গরের উত্থান। )

আস্‌। হু—উ—

নাগ। একি রে মানুষ যে ! চোর নাকি ? ম'শায় ! ছোরা দেখেছেন ! ( ছোরা সহিত আস্‌গরের হস্ত ধারণ। )

( মোহসীন্‌ মাতালের গাল টিপিয়া ধরিলে মাতাল ছাড়িয়া দিল, সঙ্গে সঙ্গে আস্‌গরের সজোরে হস্ত মুক্ত করিয়া পলায়ন। )

নাগ। ধর্‌ বেটাকে ধর্‌ ! চোর—চোর—চোর !

মাতাল। ভর্‌ র্‌ র্‌ ! মাসী, যাস নি ! এইবারে পিরীত ঘনিয়ে আস্‌ছে !

## অন্য দুই জন নাগরিকের প্রবেশ।

উভয়ে। কি হে—কি হে ?

১ম নাগ। আঃ ভাই ! মাতালের হাতে প'ড়ে নাকাল হ'লুম !

২য় নাগ। তোর গায়ে কি ও ?

১ম নাগ। এই শালা মাতাল হ্যাকার ক'রে দিয়েছে ! এই ভদ্র লোক না এলে, মেরে ফেলেছিল আর কি !

মাতাল। মাইরি— ?

৩য় নাগ। আরে ছ্যা ছ্যা ! ধোগে যা !

১ম নাগ। তা যাব, শালাকে ঢিট্‌ করি আগে ! ধর ত, ফাঁড়িতে নে যাই ! ( তিনজনের মাতালকে ধৃতকরণ চেষ্টা )

মাতাল। হ্যা—ত! (হস্ত ঘুরাইয়া প্রস্থান।)

সকলে। ধর্—ধর্! (পশ্চাদ্ধাবন)

মোহ। এরাও মানুষ! এরাও সুখান্বেষী!

প্রস্থান।

—o—

## তৃতীয় দৃশ্য।

আব্দুলের গৃহ।

কাল—পূর্ব্বাহ্ণ।

ইউসুফ।

ইউ। এখানে এসে ত আচ্ছা গোলে প'ড়্লুম। যা বুঝ্লুম, তা'তে মেয়ে ত বিগ্‌ড়েছে। আমিও যে না বিগ্‌ড়াচ্ছি তাও বড় নয়। কথাও ঠিক, অত ধন দৌলত, যদি মেয়ে আমার সে ঘরের সর্ব্বে সর্ব্বা হ'তে পারে তবে ত পাথরে পাঁচ কিল! কি আহম্মকিই ক'রেছি, মেয়েটা যেমন দেখ্‌তে শুন্‌তে ছিল, তা'তে বে'র আগে যদি এখানে নে আস্‌তুম, তা হ'লে নিশ্চয়ই একটা খুব বড় হিল্লে লেগে যেত। যাক্, আর ভেবে কি ক'র্‌ছি; না ভেবেই বা করি কি? এত বড় একটা আশা, তাই বা ছাড়ি কি ক'রে! উপায় কি হ'তেই পারে না? দেখি ত, চেষ্টায় দোষ কি?

আহ্‌সানের প্রবেশ।

আসৃতে আজ্ঞা হয়, এই দেরী দেখে আপনার কথাই ভাব্‌ছিলুম।

আহ্। আমার কি বেশী দেরী হ'য়েছে? তা হ'তে পারে।

কি জানেন, কেন জানি নি বাপ্‌জী আমাকে এ দিক্ পানে আস্‌তে দেখ্‌লেই রাগ করেন। তাই তাঁর সুমুখ দে বেরুন চলে না। তা'তে অনেক সময় দেরী হ'য়ে যায়।

ইউ। কেন—কেন, তাঁকে কি কিছু ব'লেছেন ?

আহ্। না, বলি নি ত!

ইউ। তবে তিনি সন্দেহ করেন কেন ?

আহ্। তা'ত ব'ল্‌তে পারি নি। তবে একদিন তিনি আমাদের গল্প ক'র্‌তে দেখেছিলেন। সেই থেকেই যেন এই রকম ভাব্ দেখ্‌ছি।

ইউ। হুঁ!

আহ্। এখন কি করি বলুন দেখি ?

ইউ। সে সবই ভাব্‌ছি। কিন্তু আগে আপনার মতটা শুনি। যা জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব, ঠিক নিজের মন বুঝে উত্তর দেবেন!

আহ্। ঠিক উত্তর কেন দেব না ?

ইউ। আচ্ছা প্রথমে বলুন, আব্‌দুল যদি আমার মেয়েকে তালাক্ দেয়, তবে আপনি তা'কে নিকে ক'র্‌তে রাজি হবেন কি না ?

আহ্। তা—তা—, বাপ্‌জী কি দেবেন ?

ইউ। সে উপায় ক'র্‌তে হবে। আমার পরামর্শে চ'ল্‌লে সে সব ঠিক হ'য়ে আস্‌বে। এখন আপনি রাজি কি না ?

আহ্। তা—আব্‌দুল ?—

ইউ। এ—সে—অত খাতের ভাব্‌লে, চক্ষু-লজ্জা রাখ্‌লে ত চ'ল্‌বে না ? নিজের ইচ্ছা থাক্‌লে মন শক্ত ক'র্‌তে হবে। দরকার হ'লে শক্ত কাজও চাই।

আহ্। তা—তা—

ইউ। যাক্ বুঝ্লুম, আগে যান নিজের মন ঠিক করুন, তারপর পরামর্শ ক'র্তে আস্বেন।

আহ্। আচ্ছা, আমি ভেবেই দেখি।

ইউ। সেই ভাল, আপনার মন বুঝ্লে তখন দেখা যাবে।

আহ্। তা আচ্ছা, ভেবেই দেখি।

ইউ। তাই দেখুন।

আহ্সানের প্রস্থান।

ইউ। একেবারে কাঁচা কাঠ, ও'তে কাজ চ'ল্বে না। শেষ কি দু'কূল হারা'ব? কাজ কি অত ঝঞ্ঝাটে! মেয়েটাকে কৌশলে জানাতে হ'চ্ছে, যদি ওর মন ঠিক ক'রে নিতে পারে তবে চেষ্টা দেখ্ব। নইলে যা আছে, এই ভাল।

প্রস্থান।

—o—

## চতুর্থ দৃশ্য।

সলিমানের প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যান-পার্শ্ব।

কাল—পূর্ব্বাহ্ণ।

নসের।

নসের। কে জানে প্রকৃত ঘটনা কি? রাবেয়া—নিরীহা, ধর্ম্ম ভীতা, তা'র দ্বারা কি এত দূর সম্ভব? আমীনা—ভগিনী, সে যে স্বর্গের কুসুম, তা'তে নরকের কীট-প্রবেশ—কেমন ক'রে সম্ভব হ'ল! না, কখনই এ কথা সত্য নয়। তবে মোহসীন্ পালালে কেন? রাবেয়া হয় ত নির্দ্দোষ, তা'কে—ওঃ কি

ভীষণ! দর্দ্দর ক'রে রক্ত ছুটে বেরুল—ওঃ! আমি ত দোষী নই, আমি ত আস্‌গরকে নিষেধই ক'রেছিলুম। রাবেয়াকে আপাততঃ— ও কে, আস্‌গর না? কখন ফির্‌লে, মোহসীন্‌কে কি পায় নি? আব্‌দার সঙ্গে অত ঘনিয়ে কি কথা ব'ল্‌ছে? আড়াল থেকে শুন্‌তে হ'ল। ( অন্তরালে অবস্থান )

## আব্‌দা ও আস্‌গরের প্রবেশ।

আব্‌দা। আস্‌গর! তুমি অতি হতভাগ্য! তোমার উপর আর আমার বিদ্বেষ নাই; বুঝ্‌তে পেরেছি, তুমি নরাকারে পশু মাত্র।

আস্। তা যাই বল, আমি যা কিছু ক'রেছি তোমারই জন্য! তোমাকে পাব আশাতেই সর্দ্দারের হত্যায় সাথাওতের সঙ্গে মিশেছিলুম। তোমার জন্যই এখানে এসে, নানা কৌশলে আমীরজাদার দোস্ত হ'য়ে এ বাড়ীতে ঢুকিছি। তোমার ব্যবহার ফলেই বান্দা মো[illegible] [illegible]মায় পদাঘাত ক'রেছে! আর তা'র প্রতিশোধের জন্যই আমি [illegible]লজ্ঞানের সাহায্যে আমীরজাদির নামে মিথ্যা কলঙ্ক রটিয়ে এ সংসারে আগুন জ্বেলেছি। রাবেয়ার রক্ত পান ক'রেছি—সে যে মোহসীনের বড় ভালবাসার ধন!—

আব্‌দা। আস্‌গর, আস্‌গর! সমস্তই আমার জন্য ক'রেছ তা জানি, কিন্তু তুমি এ ভ্রম ক'র্‌লে কেন? আমার উপেক্ষার জন্য, আমার ঘৃণার জন্য, আমার পাদুকাঘাতের জন্য আমার রক্তপান ক'র্‌লে না কেন? নিষ্ঠুর নরাধম! তুমি ভুজঙ্গীকে প্রতিশোধ দিতে নিরীহা ভেকীর মস্তক চূর্ণ ক'র্‌লে কেন? মূর্খ, কাচভ্রমে তুমি হীরক চূর্ণ ক'রেছ! জান না পিশাচ, কি মহারত্ন

অবহেলায় জলধি-তলে নিক্ষেপ ক'রেছ! কি মহিমান্বিত জীবনে—তুমি সামান্য উত্তেজনার বশে বিঘ্ন এনে ফেলেছ। শোন সয়তান! আমি তোমায় চিরদিন ঘৃণা করি—চিরদিন ঘৃণা ক'র্‌ব। যদি এ ঘৃণা হ'তে মুক্তি চাও, তবে দাও—তোমার সেই শাণিত ছুরিকা আমার বক্ষে বিদ্ধ ক'রে দাও!

আস্‌। অমঙ্গলকে সেধে আন্‌তে হয় না, সে আপ্‌নি আসে। যদি—

নসেরের প্রবেশ।

নসের। সে কথা ঠিক! এ সংসারের অমঙ্গল-স্বরূপ তুমি সয়তান—তোমায় কেউ সেধে আনে নি, আপ্‌নি এসে আমার স্কন্ধে ভর ক'রেছিলে। আর কুক্কুর, তোমার অসংযত বাসনার স্রোতে বাধা দিবার জন্য, তোমার -কাহিনী কেউ তোমায় সেধে বলায় নি—আপ্‌নি ব'লেছ আমি বিনা আহ্বানে—বিনা চেষ্টায় আপ্‌নি শুনেছি। নরঃ ঃ! তোর এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি?

আস্‌। আমীরজাদা, খবরদার! আমি আপনার ভৃত্য নই, আশ্রিত বন্ধু মাত্র। আপনার বংশ-গৌরবের জন্য, আপনার ভগিনীর পাপ-স্রোতে বাধা দিবার জন্য, তা'র কলঙ্ক ঢেকে রাখ্‌বার জন্য বন্ধুত্বের খাতেরে নিজের হাতে রক্ত মেখেছি, নইলে—

নসের। আরে শৃগাল! এখনও আত্ম-সমর্থন, এখনও সরলা আমীনার নামে মিথ্যা কুৎসা-রটনার সাধ? দেখ্‌ তবে পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি? (সক্রোধে আস্‌গরকে আক্রমণ ও উভয়ের জড়াজড়ি করিয়া ভূতলে পতন।)

এব্রাহিমের প্রবেশ।

এব্রা। ( স্বগত ) বাঃ, দিব্বি ষাঁড়ে ষাঁড়ে লড়াই বেধেছে! হবে না কেন ?—'অব্যবস্থিত-চিত্তের প্রসাদও ভয়ঙ্কর।'

আস্। এ—হে—হে! গেছি—গেছি, চোখ দুটো গেল—জন্মের মত অন্ধ হ'লুম! ছাড়ুন ছাড়ুন, ঘা'ট হ'য়েছে!

নসের। পিশাচ! যা'তে জীবনময় স্বকৃত পাপের অনুতাপ ক'র্‌তে না ভুলিস, তা'র ব্যবস্থা না ক'রে ছাড়্‌ছি নি!

এব্রা। ( স্বগত ) ইঃ, এদের দেখ্‌ছি ক্ষণ-বৈরাগ্যের সঞ্চার হ'য়েছে! না, আর সংসারের ভরসা নেই; ধর্ম্মের আগাছা গজাচ্ছে!

আব্‌দা। ওগো! দেখ দেখ, দু'জনে রক্তারক্তি হ'য়ে ম'ল! আহা, দাও না গা—ওদের ছাড়িয়ে দাও না!

এব্রা। তাই ত! ( উভয়কে ধরিয়া সজোরে পৃথক্‌করণ ) বাঃ, বেড়ে মানিয়েছে, একদম লালে লাল। এঃ, একেবারে চোখ দুটোতেই আঘাত ক'রেছ।

নসের। নরাধম! এই মুহূর্ত্তে দূর হও! নচেৎ তোমার জীবন রক্ষা করা কঠিন হবে।

এব্রা। বস্ বস্, আর কেন ? চ'লে এস!—

নসেরকে লইয়া প্রস্থান।

আস্। ওঃ বাবারে!—একেবারে গেছিরে! ওঃ বাবা, একটুকু জল দাও! কে আছ, একবার আমায় ধর! চোখ দুটো গেলে দিয়েছে রে বাবা!—

আব্‌দা। হতভাগা! পাপের পরিণাম এইরূপই হ'য়ে থাকে!

এস, আমার স্কন্ধে ভর দাও! আমার কক্ষে চল, একটু সুস্থ হ'য়ে তার পর যে দিকে ইচ্ছা যেও! ( আস্‌গরকে উত্তোলন )

আস্‌। ( স্বগত ) বেটি, তোমার জন্যই আমার এ দুর্দ্দশা! থাক তুমি, যদি মরি—তবু একবার মরণ কামড় কাম্‌ড়ে নোব।

আব্‌দার স্কন্ধে ভর দিয়া প্রস্থান।

—o—

## পঞ্চম দৃশ্য।

রাবেয়ার কক্ষ-সন্নিহিত উদ্যান-পথ।

কাল—জ্যোৎস্না রজনী, প্রথম প্রহর।

সলিমান্‌।

সলি। কি ক'র্‌লুম! একটা মিথ্যা সংবাদে উত্তেজিত হ'য়ে স্ত্রী-হত্যার কারণ হ'লুম। একটু অনুসন্ধান ক'র্‌লে, একটুকু বিবেচনার সময় রাখ্‌লে, হয় ত এ ভুল ঘ'ট্‌ত না। এক মুহূর্ত্তের সামান্য একটা ভুলের জন্য, জীবনময় এমন অনুতাপের কারণ উৎপন্ন ক'র্‌লুম, যে যা'র আর সংশোধন হবে না! কি ক'র্‌ব, উত্তেজনা—ভ্রম এ ত মানুষেরই স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। কেমন ক'রে বুঝ্‌ব, সামান্য দ্বেষের বশবর্ত্তী হ'য়ে মানুষে এতদূর কূট কৌশলের সৃষ্টি ক'র্‌তে পারে, এমন সর্ব্বনেশে উত্তেজনার কারণ সৃজন ক'র্‌তে পারে? আমি কি মূর্খ, বুড়ো হ'লুম—এখনও বুঝ্‌তে পার্‌লুম না, যে সংসারে অসম্ভব কিছুই নাই। উপন্যাসের উপাদান যা' আমরা শুধু কল্পনাতেই সম্ভব ব'লে মনে করি, আমাদেরই গৃহমধ্যে যে তা'র ছায়ামূর্ত্তি সাধারণ লোক-লোচনের অন্তরালে অবস্থান ক'র্‌ছে, তা কেন বুঝি নাই?

যাক্, ভেবে আর ফল কি ?—সমস্তই সময়ের ঘটনা। দেখ্ছি—অদৃষ্টে বিশ্বাস না করা, একটা সকলের চেয়ে অজ্ঞানতার ফল।

## এব্রাহিমের প্রবেশ।

কে ?—এস ভায়া এস !

এব্রা। কি রকম ! এ যে ভরা নদে চড়া দেখ্‌তে পাচ্ছি ! এই সন্ধ্যা রাত্রিতে মজ্‌লিস ছেড়ে ফুলবাগানে ? পেয়ালা-সুন্দরীর উপর এ নূতন অভিমান কেন ভায়া ?

সলি। না ভাই আর কিছু ভাল লাগে না। কি জানি কেন—প্রাণে যেন আর কিছুতেই শান্তি পাই না।

এব্রা। বল কি হে ? আমীরলোক তোমরা, দিন রাত আনন্দ-সাগরে ডুবে আছ। তোমাদের প্রাণে অশান্তি এলে যে খোদার বিবেচনার ভুল হবে।

নেপথ্যে রাবেয়া। স্তব গীতি।

'যাতনা নিপীড়নে এ আঁখি ঝরে যত
শুধু আপনা তরে সখা কাঁদি না হে !

এব্রা। কি ও ?—

নে, রাবেয়া।

ভাবি যে কত জনা এমনি দুখ ভারে
সদা আকুল আঁখি-ধারা বরষে হে !
হায় গো কত দিনে 'তা'দের দুখ জ্বালা
দিয়া আমারি হিয়া-মাঝে সঁপিয়া হে,
দীন-দয়াল প্রভো, অনাথ-নাথ সখা,
তব সুখদ নাম সবে গাহিবে হে।'

এব্রা। কি অদ্ভুত নিষ্কাম প্রার্থনা! কি মধুর ভগবৎ-প্রেমের বিমল প্রবাহ!

নে, রাবেয়া। 'সখা হে!

পতিত জন যদি উঠিবে না,
ব্যথিত আঁখি যদি মুছিবে না,
ক্লান্ত নব-প্রাণে জাগিবে না,
তবে অভয় নাম তব স্মরিবে কে?'

এব্রা। কোথা হ'তে এই স্বর্গীয় প্রেমের আহ্বান ছুটে আস্‌ছে? মিঞা সাহেব, মিঞা সাহেব! এমন অমূল্যরত্ন তোমার গৃহে গোপন নিহিত আছে, তা' ত একদিনও জান্‌তে পারি নাই!

সলি। ভাই মূর্খ আমি, রত্নের গৌরব বুঝতে পারি নাই; তাই এ মহারত্ন হেলায় পদদলিত ক'রেছি।

এব্রা। কি ক'রেছ? খুলে বল, বুঝ্‌তে পার্‌ছি নি।

সলি। তবে শোন! পাপ প্রকাশও প্রায়শ্চিত্তের অঙ্গীভূত, তোমায় সমস্তই ব'ল্‌ব।

নে, রাবেয়া।

'না উঠে যত দিন　　পতিত জন সব,
তব বিমল স্নেহ-কর পরশে হে!
ধ'র না তত দিন　　আমার(ও) কর সখা,
সুধু আপনা সুখটুকু চাহি না হে!
তাপিত জন আঁখি　　ঝরিবে যত দিন,
যেন আমার(ও) আঁখি-ধারা মুছ' না হে!
সিক্ত কর যদি　　এ মরু-প্রাণ সখা,
তবে সকল হিয়া যেন তুষিও হে!'

এব্রা। বল বল, কি ব'ল্‌ছিলে বল? আমার যেন বোধ হয়—এমন নিঃস্বার্থ জীবনেও তুমি কোন বিঘ্ন এনে ফেলেছ।

সলি। সত্যই তাই। তবে শোন! নসেরের বন্ধুরূপে এক সয়তান এসে আমার গৃহে আশ্রয় লয়, মনে পড়ে?

এব্রা। বিলক্ষণ! এই আবার সকালে যখন সে বন্ধুত্বের বিচ্ছেদরূপ গজ-কচ্ছপী হ'চ্ছিল, তখন আমি এসে মাঝে পড়াতেই কতক রক্ষা হ'য়েছে, নইলে ফয়তা অনেক দূর গড়া'ত।

সলি। তা আমি জানি! সেই নরপিশাচ আস্‌গর, আব্‌দা নামে আমার এক বাঁদীর প্রতি অত্যাচারে উদ্যত হওয়ায় মোহসীন্ নামে এক বান্দা তা'কে বাধা দেয় এবং অপমান করে। পিশাচ তা'রই প্রতিহিংসা সাধনের জন্য মোহসীন্ ও আমার কন্যা আমীনার মধ্যে কল্পিত কুৎসিত সম্বন্ধের প্রমাণ-স্বরূপ এক মিথ্যা পত্র প্রস্তুত ক'রে রাবেয়া নামে এক বাঁদীকে তা'র দূতী-স্বরূপ প্রমাণ সহ কৌশলে আমার গোচর করে!

এব্রা। কি ভয়ানক! তার পর?

সলি। আমি পাপিষ্ঠের এই কৌশল-জাল ভেদ ক'র্‌তে না পেরে সত্য বিশ্বাসে ক্রোধান্ধ হ'য়ে রাবেয়া ও মোহসীন্‌কে উপযুক্ত শাস্তি দেবার জন্য নসেরকে অনুমতি করি। তারই ফলে সেই পাষণ্ড আস্‌গর ভার প্রাপ্ত হ'য়ে ভগবানের আদর্শ সৃষ্টি নির্ম্মল কুসুম-স্বরূপা রাবেয়ার রক্তপান ক'রেছে। যে নিষ্কাম প্রার্থনার স্বরলহরী তোমায় মুগ্ধ ক'র্‌ছিল, তা সেই অভাগিনীরই কণ্ঠস্বর।

এব্রা। মোহসীনের প্রতিহিংসার জন্য রাবেয়ার রক্তপান কেন?

সলি। ঠিক জানি না, তবে শুন্‌লুম তা'র বিশ্বাস ছিল রাবেয়া মোহসীনের প্রণয়িনী, সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন। মোহসীন্ আমার ক্রীতদাস নয়, সাধারণ ভৃত্য মাত্র। তবে তা'র চরিত্রে, তা'র অবয়বে, তা'কে একজন ভদ্রবংশজাত পবিত্র-চেতা যুবক ব'লেই বোধ হ'ত।

এব্রা! তবে আজ এক আশ্চর্য্য রহস্য তোমায় বলি শোন। মোহসীন্ সত্যই উচ্চবংশীয় ধনাঢ্য ভদ্র-সন্তান। সে রাবেয়াকে অত্যন্ত ভালবাস্‌ত। উভয়ের বাস একই স্থানে। দৈব-দুর্ঘটনায় রাবেয়া বেদুইন্ দস্যু কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হয়। মোহসীন্ তা'র অনুসন্ধানে বসোরা এসে জান্‌তে পারে, তুমি তা'রে ক্রয় ক'রেছ। মূল্য দিলেও তুমি বাঁদী বিক্রয় ক'র্‌বে না, তা সে বুঝেছিল। তাই, যদি কোন উপায়ে তোমাকে সন্তুষ্ট ক'রে রাবেয়ার মুক্তি সাধন ক'র্‌তে পারে, সেই ইচ্ছায় ছদ্মবেশে সে তোমার পরিচর্য্যায় ব্রতী হ'য়েছিল।

সলি। তুমি এত কথা কি ক'রে জান্‌লে?

এব্রা। আব্‌দুল মোহসীনের পরম বন্ধু। তা'র কাছেই সমস্ত শুনেছি।

সলি। ও হো, আব্‌দুল এ দিকে প্রায়ই এখানে আস্‌ত বটে, তা তুমি বা আব্‌দুল এ কথা ত আমায় কিছুমাত্র বল নাই?

এব্রা। সময় এবং সুযোগের অপেক্ষায় ছিলুম।

সলি। কি ক'রেছ ভাই! কেন এ কথা পূর্ব্বে বল নাই, তা হ'লে ত আজ আমি এ মহাপাপে কলঙ্কিত হ'তুম না। তোমার কথা ত আমি কখন অবহেলা করি নাই। তুমি ব'ল্‌লে

অবশ্যই রাবেয়াকে মুক্তি দিতাম! হায় হায়, অদৃষ্ট-বৈগুণ্যে তুমিও আমায় পর ভেবেছিলে?

এব্রা। অত অধীর হ'য়ো না। কর্ম্মের গতি কে রোধ ক'র্‌তে পারে? যাক্, এখন মোহসীন্ কোথা, তা'র পরিণাম কি হ'য়েছে?

সলি। জানি না কি কারণে, এই ভয়ানক ঘটনার পূর্ব্ব-ক্ষণেই সে গোপনে আমার গৃহ পরিত্যাগ ক'রে চ'লে গেছে। আপাততঃ সে নিরুদ্দেশ।

নে, রাবেয়া।

'নিঙ্গাড়ি হৃদি মম রুধির-ধারা ঢালি,
এই তাপিত মরুভূমে যদি বা হে!
শীতল হ'য়ে থাকে তপ্ত পদ কা'র(ও)
তবে ক'রেছ ধন্য তুমি আমারে হে!'

সলি। হায় হায়, মূর্খ আমি, আমার কি প্রায়শ্চিত্ত আছে?

এব্রা। চুপ্, শোন!—

নে, রাবেয়া।

'তীব্র ব্যথা মম ঢাকিয়া নিজবুকে,
যেন তৃপ্ত করিতে পারি জগত হে!
আগ্নেয় গিরিবর স্নিগ্ধ লতা তৃণে
সাজি' নহে কি শ্যামল সুন্দর হে?'

সলি। এব্রাহিম, এব্রাহিম! মদ খেয়ে বিলাসে জীবন কাটিয়েছি, কই তা'তে শান্তি কোথা? এ কি মহাশান্তির স্নিগ্ধ আলোকে আমার মানস-নয়ন পরিতৃপ্ত হ'চ্ছে? হায়, হতভাগ্য আমি! তাই এ অমৃত নিষেকেও আমার অনুতাপ-লাঞ্ছিত যাতনা-

সমাচ্ছন্ন হৃদয় সিক্ত হ'চ্ছে না। ভাই, ভাই! এমন কি কোন উপায় নেই, যা'তে রাবেয়াকে পৃথিবীতে ধ'রে রাখ্‌তে পারি?— আমার এ ভীষণ মানসিক যন্ত্রণার কিঞ্চিৎ উপশমের কারণ হয়?

এব্রা। চেষ্টা ক'রেছ?

সলি। কিছুই না। কোন লজ্জায় আমি তা'র কাছে মুখ দেখা'ব? কেমন ক'রে স্বকৃত অস্ত্রাঘাতের ক্ষতমুখে প্রলেপ দিতে চাইব?

এব্রা। এতক্ষণে বুঝ্‌লুম, তুমি সত্যই মূর্খ! যতক্ষণ জীবন— ততক্ষণ আশা। যথাসাধ্য চেষ্টা কর, তারপর ভবিতব্য ভগবানের ইচ্ছা। অনুতাপের জন্য সমস্ত জীবন সময় পাবে!

সলি। না না, তা আমি পার্‌ব না! ভাই, বন্ধু! তুমি যাও, আমার অতুলিত অর্থের ভাণ্ডার মুক্ত কর, চিকিৎসক আন! যদি মানবের সাধ্য থাকে, তবে তা'কে রক্ষা কর! বন্ধুর কার্য্য কর! না না, তা'র কাছে আমি যেতে পার্‌ব না, সে নিরপরাধ নয়নের নির্ব্বাক্ করুণ ভর্ৎসনা আমার সহ্য হবে না।

নে, রাবেয়া।

'সারাটী রজনী সখার ভবন  
বাহিরে দাঁড়ায়ে কে তুমি হে!  
রুদ্ধ দুয়ারে অবশ পরাণে  
জাগিলে কেবলি বিফলে হে!  
নাহি কেন ধারা আঁখিতে তোমার,  
পাপানলে হিয়া পুড়িল যে;  
ছাই হ'ল প্রাণ তবু না বহিল,  
প্রেম-বারি তব নয়নে হে!

ওরে ও তৃষিত, ওরে ও ভিখারী,
ধূলি-মাঝে কেন পড়িয়া রে ?
আয় আয় ভাই হৃদয়ে আমার,
তাপ সনে তৃষা মিটাবি রে !
নয়নে বহিবে উৎস প্রেমের,
কাঁদিয়া দেখিবি কি সুখ রে ;
শান্তি মিলিবে, এ শীতল বুকে—
আয় আয় দুখী কাঁদিতে রে !'

সলি। না না, আমি যাব—তা'র কাছে ক্ষমা চাইব! অমৃত-তরু সকলকেই সমভাবে ফল বিলিয়ে থাকে, কে তা'কে বারি সেচন করে—আর কে তা'র শাখা ছেদন করে, তা বিচার করে না। এব্রাহিম, এস ভাই! ওই শোন, কি মধুর দূর বাঁশরীর স্বরে কোন মহীয়সী দেবী আমাদের মহর্লোকের পথ-প্রদর্শন ক'রে আহ্বান ক'র্ছে। এস, এস, যাবে এস! হে সংসারী, হে অগণ্য-দুঃখ-বেষ্টিত নরদেহধারী যাতনার প্রতিমূর্ত্তি পৃথিবীর হতভাগ্য অভিশপ্ত জীব! এস, এস, চ'লে এস! পেছনে চেও না, ছায়াবাজীতে ভুল না, বিবেচনার সময় নিও না, এস—এই প্রেম-সাগরে অবগাহন ক'রে পাপের মলিনতা দূর ক'র্বে এস! তার পর সাধ হয় ফিরে যেও, তখন কষিত কাঞ্চন তুমি—সংসারের উত্তাপে তোমায় মলিন ক'র্তে পার্বে না।

প্রস্থান।

এব্রা। যত আকাঙ্ক্ষা—তত অতৃপ্তি, যত মায়া—তত শোক, সংসারের নিয়মই এই। দেখ্‌তে হ'ল।

প্রস্থান।

## আংশিক দৃশ্য।

(পূর্ব্বানুবর্ত্তী)

রাবেয়ার কক্ষ।

অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় যুক্তকরে রাবেয়া, পার্শ্বে আব্‌দা ও আমীনা।

**সলিমান্ ও এব্রাহিমের প্রবেশ, আমীনার প্রস্থান।**

সলি। রাবেয়া! বুঝ্‌তে পেরেছি তুমি স্বর্গীয় অমৃত-নির্ঝর; শান্তি-নিষেক জন্য এ দগ্ধ ধরাধামে এসেছিলে! মূর্খ আমি—অকালে তোমায় ফিরিয়ে দিলাম। হায়, আমি মহাপাপী, তোমার উপর অমানুষিক অত্যাচার ক'রেছি। আমারই ইঙ্গিতে আজ তোমার এ দুর্দ্দশা। আমার কি প্রায়শ্চিত্ত আছে? কি হ'লে প্রাণে শান্তি আস্‌বে, কেমন ক'রে তোমার ক্ষমালাভ ক'র্‌ব?—দাও আমায় উপায় ব'লে দাও!

রাবেয়া। "জগদীশ, তোমায় শত ধন্যবাদ! হে আমার আশ্রয়-দাতা পার্থিব প্রভু, আপনাকেও শত ধন্যবাদ! আপনার নিকট যে আশ্রয় ও সুখ পেয়েছি তা'র জন্য ধন্যবাদ—আবার আপনা হ'তে যে দুঃখ পেয়েছি তা'র জন্য আরও ধন্যবাদ।" আপনার অত্যাচার—অত্যাচার নয়, আমার প্রিয়তমকে প্রকৃষ্ট রূপে জান্‌বার—তাঁর সান্নিধ্য-লাভের উপায় মাত্র। দুঃখ ক'র্‌বেন না,—পিতা সন্তানের মঙ্গলকামনায় যে তাড়না করেন—আপনার তাড়নাও আমাতে সেই ফল প্রদান ক'রেছে।

এব্রা। হা ভগবন্! যে তোমার এত আপন তা'রেও এমন কষ্ট দিতে হয়?

রাবেয়া। "ছি, আমার দুঃখ কোথায়? আমি মহাসুখী—

নইলে তাঁর নাম ক'রে নিশ্বাস ফেলে হৃদয়ে শান্তি পাই কেন? তাঁর কাছে আর কি সুখ চাইব, তাঁরে ডেকেই যে অনন্ত সুখ পাই।"

সলি। এব্রাহিম! আমার সমস্ত বাসনা অবসাদগ্রস্ত হ'য়ে আস্‌ছে। যেন কি এক বিতৃষ্ণা—হৃদয়ের অন্তস্তল হ'তে রাশি রাশি ধিক্কার সহ উঠে আমায় আচ্ছন্ন ক'রে ফেল্‌ছে। একটা শেষ কর্ত্তব্য আছে, তুমি অনুগ্রহ ক'র্‌লে সম্পন্ন হ'তে পারে; একবার মোহসীন্‌কে খুঁজে আন, তা'র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

এব্রা। ভাল, আমি যাচ্ছি; কিন্তু তুমি নিশ্চিন্ত থেক না, হকিম ডাক্‌তে পাঠাও; সাধ্যমত কর্ত্তব্যের ক্রুটী না হয়।

সলি। যা ক'র্‌তে হয়, নসেরকে উপদেশ দিয়ে যাও। হা ভগবন্‌! কোন্‌ অপরাধে আমায় এ যন্ত্রণা-রাশি বহন ক'র্‌তে দিলে?

এব্রাহিমের প্রস্থান।

রাবেয়া। স্তব-গীতি।

'বহিছে দুখধারা কেন গো প্রভু তব
স্নেহ-বিধৌত স্নিগ্ধ জগতে হে!
কেন এ গঞ্জনা তোমার ও সৎনামে
বৃথা উঠিতে দাও সদা দয়াল হে!
সাগর বুকে যথা মিশিছে নদী যত
আন তেমতি সব দুখ আমাতে হে!
অধম হ'য়ে আমি তোমারি নাম গুণে
হাসি সহিব ধরা-ভার অনা'সে হে!'



# পঞ্চম অঙ্ক।



## প্রথম দৃশ্য।

আব্‌দুলের গৃহ-কক্ষ।

কাল—রাত্রি।

সোফিয়া ও আহ্‌সান্‌ উপবিষ্ট।

সোফি। আপনি কি আমায় ভালবাসেন?

আহ্‌। তা—তা—বাসি না?

সোফি। সত্য ব'লছেন?

আহ্‌। সত্যই!

সোফি। যদি ভালবাসেন, তবে আমায় আপনার করুন না কেন?

আহ্‌। তা—সে ত ভাব্‌ছি, কিন্তু হয় কি ক'রে?

সোফি। তবে শুনুন! আমি আব্‌দুলের ঘর আর কিছুতেই ক'র্‌ব না। যে ক'রেই হ'ক, তা'র কাছে তালাক্‌ নোব। তার পর কি আপনায় আমায় সম্বন্ধ হওয়া অসম্ভব? যদি বলেন—বাপ আছে? ভেবে দেখুন, আপনি তাঁর একমাত্র ছেলে, যদি কোন অন্যায়ও ক'রে বসেন, তবে অবশ্যই তিনি আপনাকে একেবারে পরিত্যাগ ক'র্‌তে পার্‌বেন না।

আহ্‌। হাঁ, তা বটে! কিন্তু—

সোফি। না, কিন্তু কিছু নেই। আমার জন্য কি আপনি তাঁর সামান্য অসন্তুষ্টিও সহ্য ক'র্‌তে প্রস্তুত ন'ন?

আহ্। তা—তা—সামান্য কেন যথেষ্ট সহ্য ক'র্‌তে প্রস্তুত আছি।

সোফি। ( কোরান হস্তে লইয়া ) তবে এই কোরান ছুঁয়ে শপথ করুন!

আহ্। কোরান!

সোফি। হাঁ, এই কোরান ছুঁয়ে ব'ল্‌তে হবে যে আব্‌দুল আমায় পরিত্যাগ ক'র্‌লে আপনি ধর্ম্মতঃ আমায় গ্রহণ ক'র্‌বেন! বলুন! নইলে এই মুহূর্ত্ত হ'তেই চিরদিনের জন্য আপনায় আমায় সাক্ষাৎ বন্ধ হ'বে। আশা যদি অসম্ভব হয়, তবে তা'কে আর অন্যায়রূপে প্রশ্রয় দেওয়া কেন? বলুন!—নইলে এই শেষ!

আহ্। না না, ব'ল্‌ছি! আপনি রাগ ক'র্‌বেন না। ( কোরান স্পর্শ করিয়া ) আব্‌দুল আপনাকে পরিত্যাগ ক'র্‌লে আমি নিশ্চয়ই গ্রহণ ক'র্‌ব!

সোফি। ( হস্ত ধারণ করিয়া ) ইয়া আল্লা! আমার বুকের পাথর নেবে গেল।

গবাক্ষ-পার্শ্বে অলক্ষ্যে আব্‌দুলের প্রবেশ।

আব্। ( স্বগত ) এ কি! কে ও?

আহ্। তা হ'লে বলুন, সত্যই আপনি আমার হবেন?

সোফি। প্রতিজ্ঞার মুহূর্ত্ত হ'তে আমি আপনার হ'য়েছি।

( আহ্‌সানের হস্ত চুম্বন )

আব্। (স্বগত) খোদা! এ আমায় কি দেখালে? ওহো—অসহ্য!—

প্রস্থান।

সোফি। এখন যে কিছু বাধা আছে শীঘ্রই দূর ক'র্‌ব। বলুন আমায় ভালবাসেন, বলুন আমায় ভুল্‌বেন না ?

আহ্‌। তা'কি ভুল্‌তে পারি ?

গবাক্ষ-পার্শ্বে এব্রাহিমের প্রবেশ।

এব্রা। (স্বগত) এই যে আহ্‌সান্‌! কি সর্ব্বনাশ, যা সন্দেহ ক'রেছিলুম, তাই! ভাগ্যে বান্দাকে পেছনে রেখেছিলুম!

প্রস্থান।

আহ্‌। (ইতস্ততঃ করিয়া সোফিয়ার হস্ত চুম্বন)

ছোরা হস্তে বেগে আব্‌দুলের প্রবেশ।

আব্‌। (সোফিয়াকে পদাঘাত ও আহ্‌সানের গ্রীবা ধারণ।)

আহ্‌। কি কি—ভা— তা—

আব্‌। পিশাচী, এতদূর! অগ্রে তোর জীবন-সর্ব্বস্বের জীবন গ্রহণ করি, তারপর তোর প্রায়শ্চিত্ত! খোদা! নরহত্যার অপরাধ মার্জ্জনা ক'র। (অস্ত্রোত্তোলন)

আহ্‌। আল্লা, একি হ'ল ?—

আব্‌। (সচকিতে আহ্‌সান্‌কে পরিত্যাগ করিয়া) কে—কে তুই ? আহ্‌—আহ্‌সান্‌!—তুমি! খোদা, এ কি ক'র্‌লে ? আমার জীবনের সমস্ত বন্ধন এক আঘাতে ছিন্ন ক'র্‌লে! আহ্‌সান্‌, তুমি এব্রাহিম সাহেবের সন্তান! তুমি অবধ্য! তোমার পদে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হবার চেয়ে—এই বক্ষে বজ্রাঘাত আমার চির-বাঞ্ছনীয়। সে বাঞ্ছা আজ পূর্ণ হ'ক। কিন্তু সাবধান, আত্ম-রক্ষা ক'র! পিশাচীর কুহকে তুমি মুগ্ধ।

এব্রাহিমের প্রবেশ।

এব্রা। আব্দুল, আব্দুল! ও আমার পুত্র নয়, ও পিশাচ! আমার অনুমতি, তুমি ওকে হত্যা কর!

আব্। হত্যা ক'র্‌ব! তুচ্ছ স্ত্রীলোকের জন্য—ক্ষুদ্র আমিত্বের সংস্কার-মোহে—আমার ইহলোকের পরমোপকারী—আমার মনুষ্যত্বদাতা—আমার ধনজনবিদ্যা-গৌরবের মূলীভূত কারণ, পরম পিতা পরমেশ্বরের ন্যায় স্নেহশীল আমার ধর্ম্ম-পিতা;—তাঁর অগণ্য মহদুপকারের প্রত্যুপকার স্বরূপ তাঁরই স্নেহ-কোমল-হৃদয়ে পুত্র-শোকের আগুন জ্বেলে দেব!—ভ্রাতৃহত্যা ক'র্‌ব!

আহ্। আব্দুল! আব্দুল! ভাই সাহেব, আমায় হত্যা কর!

আব্। তোমায় ক্ষমা ক'র্‌লুম!

বেগে প্রস্থান।

এব্রা। সেই ভাল, আজীবন অনুতাপানলে দগ্ধ হও! আব্দুল—আব্দুল!

প্রস্থান।

আহ্। খোদা!—খোদা!—এ আমি কি ক'র্‌লুম?

প্রস্থান।

ইউসুফের প্রবেশ।

ইউ। বাবা, ঝড় ব'য়ে গেল। কি-ভাগ্যি ছোঁড়া সময় মত চেঁচিয়েছিল, নইলে ত এতক্ষণ রক্ত-নদী বইত। ( সোফিয়ার প্রতি ) চ'—চ' পালাই চ'! হাঁ ক'রে ব'সে ভাব্‌ছিস কি? ওরে ছেড়েছে ব'লে কি আর তোকেও ছাড়্‌বে? চল্ দেশে চল্,

সেখানে ঢের নিকে জোটান যাবে। বাবা, এমন বেতালা গোঁয়ার !

সোফি। এত রাত্রে কি ক'রে যাব গো ?

ইউ। ওরে, সকাল হ'লে কি আর তোকে রাখ্‌বে ? ঝোঁকের মাথায় বেরিয়ে গেছে, ফিরে এসেই সর্ব্বনাশ ক'র্‌বে। বাঁচ্‌তে চাস ত এই বেলা পালাবি চল্‌। আমি ত আর দাঁড়াচ্ছি নি, অন্ততঃ সহরের মধ্যে ত নয়ই।

সোফি। শুধু হাতে যেতে হবে যে ?

ইউ। প্রাণ বাঁচ্‌লে সেই ঢের! আর শুধু হাতেই বা যাবি কেন ? বাড়ী থেকে যে চার্‌টে উট এনেছি, যত পারি তা'তেই চাপিয়ে নোবো চল্‌ !

সোফি। চাকর দুটো যদি বাধা দেয় ?

ইউ। আরে সে বেটারা হাঙ্গাম দেখেই পালিয়েছে। নেহাত এসে পড়ে, হাতে কিছু দিলেই হবে এখন। মোদ্দা, কথা রেখে শিগ্‌গীর কাজ দেখ্‌; নইলে সাজতে গুজ্‌তেই আসর ভাঙ্গ্‌বে।

সোফি। কি কি নোব ?

ইউ। রাবিশ ছেড়ে সোণা দানা গুছো। তারপর জায়গা থাকে, বুঝে সুঝে নেওয়া যাবে। চল্‌ চল্‌, আর দেরী করিস নি !

সোফি। তবে ওই ঘরে চল, আগে গহনা গুলো বাঁধি !

ইউ। চল্‌ চল্‌! ( স্বগত ) খোদার মর্‌জি, বরাত—বরাত !

উভয়ের প্রস্থান।



## দ্বিতীয় দৃশ্য।

প্রান্তর-পথে নদীতীরস্থ বৃক্ষতল।

কাল—পূর্ব্বাহ্ণ।

### মোহসীনের প্রবেশ।

মোহ। "প্রথমে তোমার এত অনুগ্রহ, এত করুণা কেন? এত আদর, এত সোহাগে আমায় পোষণ কেন? আবার এখন এত দুঃখদানের চেষ্টাই বা কেন? এই বা কেন—সেই বা কেন? দূর হ'ক, অনুশোচনায় লাভ কি? শুধু নিজের বুকের রক্তপাত, তা যদি আজীবনও কর—অদৃষ্টের এক তিলও পরিবর্ত্তন হবে না। তার চেয়ে, কাল এসে তোমার শোণিত পাত কর্‌বার পূর্ব্বে—সুরায়ের শোণিত তুমি পেয়ালায় ঢাল; আর পার যদি, নেশার ঘোরে কল্পনায় প্রিয়ার কুন্তলে আঙ্গুল লতিয়ে দেওয়ার সুখানুভব কর!—সেই ভাল!" (বৃক্ষমূলে উপবেশন)

### দরবেশগণের প্রবেশ।

দরবেশগণ। গীত।

নাথ, দীন-পতিত ত্রাতা, দয়ার সাগর তুমি,
কেমনে করিব প্রেম গান?
অনন্ত মহিমা-জ্যোতিঃ, উজলি' ভুবনে তব,
প্রচারিছে তুমি কি মহান্!
অধম মানব মোরা, তোমারি জ্যোতির কণা,
এ দেহেতে তুমি প্রাণারাম!

তোমাতে উত্থিত অণু        তোমাতে বিলয় চাহে,
তাই তোমা খুঁজি গুণধাম !
সসীম জ্ঞানের বলে,        অসীম তোমারে চাহি,
ভরসা তোমারি সুধা-নাম।
জনম অবধি যদি,        প্রেমছায়া বিছায়েছ,
মরণেও নিও প্রেমধাম।
মোহন মায়ার রাশি,        তুমিই সৃজেছ নাথ,
লুবধ হৃদয়(ও) তব দান !
যদিও তাহারি সনে,        প্রজ্ঞা দিয়েছ প্রভো,
মূঢ়তাও তব—নহে আন।
শিশুর সমক্ষে যদি,        জননী গরল ধরে,
হাসে শিশু তাহে করি পান,
অবোধ নহেক দোষী,        তাই এ হৃদয়ে আশা—
অন্তে অধম(ও) পাবে ত্রাণ।

প্রস্থান।

মোহ। গাচ্ছ—গাও ! ধোকা দিও না ! তুমি গেয়ে সুখী, আমি শুনে সুখী। তা'র মাঝেও তুমি ভাবে মুগ্ধ—আমি সুরে মুগ্ধ। তোমার সুখ তোমাতে; আমার সুখ আমাতে। তুমি আমি কি এক ? মায়াবাদ ?—তা ছেড়ে দাও, সে খুব বড় কথা ! আমরা যেমন ছোট তেম্‌নি ছোট চ'খে দেখ্‌তে দাও ! দেখ্‌বে তুমি—তুমি ! আমি—আমি ! তোমার মত তুমি থাক, আমার মত আমায় থাকৃতে দাও—উপদ্রব ক'র না ! ব'ল্‌বে ভুল ক'র্‌ছি ? আরে পাগল ! যখন কি সত্য তা'রই মূল ঠিক নেই—তখন ভুল কি ? স্বর্গ—নরক ? ভাব্‌ছ বিষম সমস্যা !

সেটা তোমার কাছে, আমার তা নয়; "স্বর্গ—আমার সুখের সময়ের একটী মুহূর্ত্ত, নরক—তোমার বৃথা হা হুতাশের একটী স্ফুলিঙ্গ। আমি নগ্‌দাটাকে চেপে ধ'রেছি, তুমি পাওনার আশায় ব'সে আছ!" সে আঁধারে হাত্‌ড়ান!—থানায়ও প'ড়্‌তে পার, মাণিকও পেতে পার! তবে তোমার সে অন্ধকার পথে কেন যাব? তা'র চেয়ে প্রিয়তমার ধ্যান করি;—সুখটা অনুভব বই ত আর কিছু নয়!

## আব্‌দুলের প্রবেশ।

আব্‌। বাঃ রে জগৎ! বাঃ রে সংসার! বাঃ রে মেয়ে মানুষ তোর জীবন! লোকে বলে সয়তানরূপী সর্পের হৃদয় নাই; মিছে কথা—কে বলে তা'দের হৃদয় নাই? দলিত না ক'র্‌লে ত তা'রা দংশন করে না! ধন, ঐশ্বর্য্য, যৌবন সমস্ত সমর্পণ ক'রে আমি যে অনন্যচিত্তে তা'র সেবা ক'র্‌ছিলুম,—কি অপরাধে সে আমায় দংশন ক'র্‌লে? কে বলে সয়তান সর্প?—সয়তান মেয়েমানুষ! কে বলে মিছে কথা? সংসারে যত রকম মহাপাপ হ'য়ে থাকে তা'র একমাত্র মূলীভূত কারণ স্ত্রীলোক! লোকে কামিনীকাঞ্চনে তুলনা করে, ভুল—ভুল! কামিনীর নিকট কাঞ্চন ধূলিমুষ্টি! জগতে কতবার এক কামিনীর জন্য অসংখ্য কাঞ্চন-মন্দির ধূলিরাশিতে পরিণত হ'য়েছে। পৃথিবীতে সকলের চেয়ে আহাম্মক কে?—যে এই কথাগুলোকে ঔপন্যাসিকের কল্পনা ব'লে মনে করে। অন্ধ কে?—যে স্ত্রী-জাতিকে বিশ্বাস করে। হতভাগ্য কে?—যে স্ত্রীলোকের উপর নির্ভর করে! যাক্, আপদ্ গেছে। যা' ছিলাম তাই! সেই—সেই আমি ভবঘুরে,

আব্‌দুল্লা ! মাঝের ও মীর মোহাম্মদ আব্‌দুল জব্বার—ও একটা স্বপ্নের খেয়াল, হঠাৎ বাদসাহী মত! কিছু না—কিছু না! বাহবা—বাহবা সংসার! মানুষ স্ত্রীপুরুষে মিলে তবে সংসারী! মিল—মিলন, প্রেম—প্রণয়, প্রীতি—ভালবাসা, কথার লহর—বাক্যের ছটা,—কল্পনার ঘটা! হাঃ—হাঃ—হাঃ!—

মোহ। কে, কেও—আব্‌দুল?

আব্‌। আমি আব্‌দুল—আব্‌দুল্লা! মীর মোহাম্মদ আব্‌দুল জব্বার নই—ভবঘুরে আব্‌দুল্লা! কে তুমি বন্ধু?

মোহ। তুমি কি উন্মাদ হ'য়েছ?

আব্‌। আমি মানব-চরিত্রের নিগূঢ় মূর্ত্তি দেখেছি, সংসারের কথার আবরণ ভেদ ক'রেছি। তাই আমি মুগ্ধের নয়নে আজ উন্মাদ! কে ও মোহসীন্? ভাই! তুমি পুরুষ! তোমার বন্ধুত্বে অবিশ্বাস কর্‌বার আর আমার কারণ নেই! সে কারণ হ'তে আমি মুক্তি পেয়েছি! (দৌড়াইয়া গিয়া আলিঙ্গন) ভাই!—বন্ধু!—আমার প্রাণ শীতল হ'ল!

মোহ। তোমার এ দশা কেন?

আব্‌। কেন?—শুন্‌বে কেন? শোন—শোন! সে কথা নূতন নয়! সে ঘটনা সংসারে অহরহ সর্ব্বস্থানে ঘ'ট্‌ছে!—কিন্তু কেউ বলে না—ব'ল্‌তে পারে না, ওইটুকুই ওর মজা। হয় ত কেউ জানে না, খোঁজে না—দেখে না—বোঝে না। আমি জেনেছি, আমার চোখ খুলেছে, বাঁধন ছিঁড়েছে!—কিন্তু লোভ যায় নি! এখনও সাধ আছে—এখনও সাধ আছে! এ সাধ কেন থাকে? কেন থাকে—জানি না! হায়, হায়! আমার বাঁধন ছিঁড়েছে, তবু সাধ আছে! শুন্‌বে?—শোন, শোন!—

## গীত।

( আমার ) প্রাণের বাঁধন ছুটে গেছে,
বাঁধা কি আর প'ড়্‌বে না ?
সাধের নেশা কেটে গেছে,
( ফিরে ) খোঁয়াড়ি কি আস্‌বে না ?

আছি সদাই বিভোর হ'য়ে,
কি জানি কি বেদন পেয়ে,
না না, জানি জানি জানি সে যে
পাগল হ'লেও ঘুচ্‌বে না।

ছিলাম ঘুমে আপন-হারা,
নিঠুরা তায় আন্‌লি সাড়া,
( কেন ) সুখের স্বপন ভেঙ্গে দিলি,
( আহা ) ফিরে কি ঘুম আস্‌বে না ?

## এব্রাহিমের প্রবেশ।

এব্রা। এই যে, এই যে আব্‌দুল! বাবা! বাবা! ঘরে চল! আমার ঘরে চল! তোমার সরল প্রাণের অন্ধকার আমি ঘুচিয়ে দেব!—আবার আলো আস্‌বে।

আব্। ঘরে ?—আপনার ঘরে যাব ? আপনার অনুরোধ ? কিন্তু আহ্‌সান্ তা'তে জীবন্মৃত হবে, সে আমায় কখনই মুখ দেখা'তে পার্‌বে না।

এব্রা। বাবা! আমার অনুরোধ রক্ষা কর! জীবনের এই প্রথম—হয় ত এই শেষ অনুরোধ রক্ষা কর! কিছু ভেব না, সমস্ত

বাধা বিঘ্ন আমার মুখ চেয়ে, ভগবানের নাম স্মরণে উপেক্ষা কর! অবশ্যই শান্তি আসবে। ইনি কে?—মোহসীন্ মিঞা! ওহো, আপনাকেও আমি ছেড়ে যাব না। আমি সলিমানের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'য়ে বেরিয়েছিলুম, পথে এসে ভুলে গেছি! দয়া ক'রে আমায় প্রতিজ্ঞা রক্ষা ক'র্‌তে দিন! আপনার জীবন-সর্ব্বস্ব রাবেয়ার জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ! যদি শেষ দেখা দেখ্‌তে চান, অনুগ্রহ ক'রে আমার সঙ্গে আসুন! বৃদ্ধের অনুরোধ রক্ষা করুন।

উভয়ের হস্ত-ধারণ করিয়া প্রস্থান।

—o—

## তৃতীয় দৃশ্য।

রাবেয়ার কক্ষ।

কাল—উষা।

রাবেয়া শায়িতা।

আব্‌দা, আমীনা, সলিমান্, নসের, হকিম ও দাসদাসীবৃন্দ।

হকিম। আর বৃথা আশা, সময় হ'য়েছে।

সলি। নসের! আমার পাপ পরিপূর্ণ হ'য়েছে, যে ক'দিন বাঁচি ভগবানের কাছে ক্ষমাভিক্ষায় কাটিয়ে দেব। আজ হ'তে এ সংসার তোমার! যদি এ দৃষ্টান্তেও জ্ঞানলাভ না ক'রে থাক, তবে আর বৃথা উপদেশ দিয়ে কি ক'র্‌ব? (দাস দাসীদিগের প্রতি) রাবেয়া নিজ জীবনের বিনিময়ে তোমাদের মুক্তির উপায় ক'রেছে, আজ হ'তে তোমরা স্বাধীন!

দাস দাসীগণ। প্রভু—প্রভু !—

সলি। না না, ধন্যবাদ দিও না ! নসের ! এদের উপযুক্ত ধন দান কর, যা'তে আর কখন দাস্যবৃত্তি ক'র্‌তে না হয়। মা আমীনা ! তোমায় আর কি ব'ল্‌ব ? ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, রাবেয়ার মধুময় হৃদয় তোমার জীবনের স্থায়ী আদর্শ হ'ক !

রাবেয়া। কি মধুর, কি সুন্দর ! এস প্রিয়তম, আমায় কোলে নাও ! ( মৃত্যু )

হকিম। শেষ !

আব্‌দা। সই ! সই !—( রাবেয়ার বক্ষে পতনোপক্রম )

সলি। ( বাধা দিয়া ) কি কর, কেঁদ না ! কার জন্য শোক ক'র্‌ছ ? রাবেয়া এতদিন বিরহ-যন্ত্রণা ভোগ ক'র্‌ছিল, আজ তা'র প্রিয়মিলন হ'ল। বড় আনন্দের দিন, আনন্দ কর। আব্‌দা ! তুমি স্বাধীন। তুমি রাবেয়ার শিষ্যা, তোমায় সন্তুষ্ট ক'র্‌তে পার্‌লেও আমি কিছু শান্তি পাব। বল তুমি কি চাও ?

আব্‌দা। প্রভু, আর কি অনুগ্রহ চাইব ? যদি দয়া হয়, অনুমতি করুন, জীবনের অবশিষ্ট দিন কয়টী সখীর সমাধি-মন্দির মার্জ্জনে অতিবাহিত করি। সই আমার একা থাক্‌বে, তা আমার সবে না।

সলি। বুঝিছি, পরশমণির সংস্পর্শে সমস্তই রত্ন হয়। তাই হ'ক ! বন্ধুগণ ! আর কেন, এস শেষ কর্ত্তব্য সম্পন্ন করি ! একবার জীবনের শেষ—উপকারীর প্রত্যুপকার কর ! চল, সমাধি-প্রাঙ্গণে এ পবিত্র দেহ পিশাচরূপী মানবের সংস্পর্শ হ'তে লুকিয়ে রেখে আসি !

## চতুর্থ দৃশ্য।

রাজপথ।

অন্ধ আস্‌গরের প্রবেশ।

আস্‌। (সুরে)　　ও আমার আল্লা বিনে,
ও আমার দয়াল বিনে,
সংসারেতে নাই যে কেহ!

জয় হ'ক বাবা সকল, অন্ধের প্রতি দয়া কর!

### মোহসীন্‌ ও আবদুল সহ এব্রাহিমের প্রবেশ।

এব্রা। কে হে, আস্‌গর? তুমি, তোমার এ দুর্দ্দশা?

আস্‌। জয় হ'ক বাবা! কে তুমি? পরিচয় না দিলে চিন্‌তে পার্‌ছি নি!

এব্রা। আমি এব্রাহিম! সত্যই কি তুমি অন্ধ?

আস্‌। (স্বগত) হা—তোর ভাল হ'ক! কি বরাত ক'রেছি বাবা! অন্ধ হ'য়েছি, তা'ও লোকে বিশ্বাস করে না!

এব্রা। চুপ ক'রে রইলে যে?

আস্‌। কি ব'ল্‌ব! অন্ধ কি না, চোখে দেখেও বুঝ্‌তে পার্‌ছেন না?

এব্রা। এ দুর্ঘটনা কেমন ক'রে হ'ল?

আস্‌। সবই ত জানেন, আবার জ্বালান্‌ কেন? সেই নসেরের সঙ্গে বিবাদের ফল। চোখ দুটোয় এম্‌নি গুঁতো দিয়েছিল, যে পেকে ফুলে গ'লে বেরুল। ভগবান্‌ আছে, সেই বিচার ক'র্‌বে।

এব্রা। এত দিনে বুঝি স্ত্রীলোক ছেড়ে, ভগবান্‌কে মনে প'ড়েছে?

আস্। কেন বাবা, অপরাধটা কি? লম্বা মাঠ প'ড়ে র'য়েছে, দেখ্‌লে কোন্ বেটার না বাগান বাড়ী ক'র্‌তে ইচ্ছা হয়? মুখে ব'ল্‌লেই হ'ল পাগল! চুড়ীর ঝুনে, সব ভায়ারই কাণ খাড়া হয়, কেউ আড়ে চায়—কেউ আগ্‌লে দাঁড়ায়; মূলে তফাৎ নেই।

এব্রা। অতিবড় পাষণ্ড তুমি, নিষ্পাপ রমণীরক্তে হস্ত কলুষিত ক'রেছ, তার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্তই হ'য়েছে!

আস্। চটেন কেন, অদৃষ্টটা ত মান্‌তে হবে? বুঝুন্ না কেন, তা'র সময় ফুরিয়েছিল—তাই গেল, আমি উপলক্ষ মাত্র।

এব্রা। সে কি, রাবেয়া নেই?

আস্। আছে, কবরের তলায়!

মোহ। ভেঙ্গে গেলে সাধনার মানস-দর্পণ!—
কোথা ছায়া?—কোথা রহে প্রতিবিম্ব তা'র?—

প্রস্থান।

আস্। মিঞা সাহেব, গেলেন নাকি? আমায় কিছু দিন, সমস্ত দিন খাই নি।

এব্রা। হতভাগ্য! এতদূর পরিণাম ঘ'টেছে, তবু আত্ম-প্রবোধে তৃপ্ত আছ? নাও, (অর্থ প্রদান) গিয়ে ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ কর; আর যদি পার অনুতাপ কর, এখনও সময় আছে! নইলে ভগবানের কাছে কি কৈফিয়ৎ দেবে?

আস্। "ওঃ তিনি আমায় ক্ষমা ক'র্‌বেন, ক্ষমা করাই তাঁর পেশা!"

এব্রা। বিশ্বাস থাকলে মন্দ নয়। কিন্তু নরাধম তুমি, তোমার কি সে বিশ্বাস আস্‌বে? যাও পথ দেখ!

আস্ । ( ও আমার আল্লা বিনে ইত্যাদি ) যা হয় কিছু দয়া হ'ক বাবা সকল ! অন্ধের প্রতি কৃপা কর !

প্রস্থান ।

জনৈক বান্দার প্রবেশ ।

বান্দা । ( কাঁদিয়া ) এই যে, এই যে সাহেব ! সাহেব, সাহেব ! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে ! হায়—হায়—হায়—হায় !—

এব্রা । ( শশব্যস্তে ) কি কি, কি হ'য়েছে ?

বান্দা । ( কাঁদিয়া ) আহ্সান্ মিঞা নেই ! তিনি আত্মহত্যা ক'রেছেন !

আব্ । ও হো !—শুধু আমার—আমার জন্য সুখের সংসার পুড়ে গেল ! অভাগার নিশ্বাসে জগৎ দগ্ধ হয় ! খোদা !—খোদা !—কি ক'র্‌লে ? অন্ধকার—অন্ধকার এনে আমায় ঢেকে ফেল ! এ মুখ যেন জগতে আর কেউ না দেখ্‌তে পায় ।

বেগে প্রস্থান ।

এব্রা । ( শোক-কম্পিত স্বরে ) আহ্সান্ ! আহ্সান্ ! বান্দা, গোর দিয়েছিস ?

বান্দা । না !

এব্রা । চল্ !—সে পিতার যোগ্য সন্তান ! আত্মসম্মান রক্ষা ক'রেছে ! আর তা'কে আমার ধিক্কার দেবার অধিকার নেই ! বান্দা !—বান্দা ! চল্, আমি তা'কে দেখ্‌ব, আমি তা'কে আলিঙ্গন ক'র্‌ব !

উভয়ের প্রস্থান ।

——০——

## পঞ্চম দৃশ্য।

সমাধিস্থান।

কাল—সায়াহ্ন।

ক্ষুদ্র উদ্যান-মধ্যে প্রস্ফুটিত কামিনীবৃক্ষতলে রাবেয়ার সমাধি-স্তম্ভ। দূরে আব্‌দা দণ্ডায়মানা, মোহসীন্ স্তম্ভগাত্রে কামিনী-ফুলের মালায় লিখিয়া দাঁড়াইলেন।—

আব্‌দা। কি লিখ্‌লেন?

মোহ। "আগর্ সন্ বাজ্ বিনম্ রুহে জারে খেশ্‌রা,
তা কেয়ামৎ শোক্‌র্ গুজারম্ কির্দ্দিগারে খেশ্‌রা।

অর্থাৎ যদি আমার প্রিয়তমার মুখকমল, আর একবার দেখ্‌তে পেতাম, তা হ'লে দয়াময় জগদীশ্বরকে জগতের শেষ দিন পর্য্যন্ত ধন্যবাদ দিতাম।" ( প্রস্থানোদ্যোগ )

আব্‌দা। কোথা যান?

মোহ। "বুদ্ধি আমার যে অনুতাপ গ'ড়ে তুলেছিল, প্রাণ-প্রিয়া তা ভেঙ্গে দিয়েছেন!"

প্রস্থান।

আব্‌দা। ( সমাধি-পার্শ্বে বসিয়া স্তম্ভগাত্রে মস্তক রাখিয়া )

গীত।

মিছে মরম যাতনা ভুলিয়া, সাগর-সৈকতে এস—এস হে!
অই বীচিকার মত ধীর লহরে, সুর-লহরী তুলিয়া হে!
চরণ-রেখাগুলি আঁকিয়া বেলা-বুকে, মুক্ত পরাণে হাসিয়া,
(রহ) জলধির সনে নীলিমার মত অনন্তে মিশিয়া ঘুমায়ে হে!

---

যবনিকা পতন।

---